বিবিধ সূক্ত
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

বিবিধ-সূক্ত

১ম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

গত তিন বৎসরাধিককাল যাবৎ পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের গদ্য বাণী-সম্বলিত যে-সব গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে, তার প্রত্যেকটিই এক-একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে। পুস্তকগুলি প্রকাশিত হ'তে-না-হ'তেই বিভিন্ন-বিষয়ে আরো বহু বাণী প্রদত্ত হয়। প্রধানতঃ শেষের দিকের এই বাণীগুলিকে নিয়ে 'বিবিধ-সূক্ত' প্রকাশিত হ'চ্ছে। এই পুস্তকে কর্ম্ম, নীতি ও বিধি—এই তিনটি অধ্যায় স্থান পেয়েছে।

'কর্ম্ম'-অধ্যায়ে কর্ম্মের আদর্শ, উদ্দেশ্য, রীতি, ক্রম, কৌশল, অন্তরায়, কৃতকার্য্যতার পথ, অকৃতকার্য্যতার কারণ ও তা' পরিহারের উপায় ইত্যাদি সম্বন্ধে অবশ্য-প্রয়োজনীয় বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হ'য়েছে। 'নীতি'-প্রসঙ্গে নীতির গন্তব্য, মানদণ্ড, কষ্টিপাথর, শাশ্বত ভিত্তি, নীতি-নিয়মনার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা প্রভৃতি মৌলিক বিষয়গুলির উপর যেমন অপূর্ব্ব আলোকপাত করা হয়েছে, তেমনি মানবের ব্যবহারিক জীবনের চলা, বলা, করা, ভাবা, দেখা, শোনা, বোঝা, ব্যবহার, আচার, আচরণ, পরিচর্য্যা, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ন্যায়নীতি, কূটনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বাস্তব নীতি-বিধি সম্বন্ধেও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। 'বিধি'র মধ্যে বিশেষভাবে দেখান হয়েছে কী করলে কী হয়। আমাদের ব্যক্তিগত ছোটখাট অভ্যাস, চিন্তা, কর্ম্ম ও বাক্য কোন্ পরিক্রমায় কালে-কালে যে কী ফল প্রসব করে, পরিবেশ ও সমাজের উপর যে তা' কী প্রভাব বিস্তার করে—তার একটা দর্শন-স্পর্শন-যোগ্য আকৃতি উৎকীর্ণ হ'য়ে উঠেছে এই অধ্যায়ে। প্রসঙ্গক্রমে পারিবারিক ও সামাজিক রীতি, নীতি, প্রথা ও জীবনচর্য্যার ফলাফল-সম্বন্ধেও বিশ্লেষণাত্মক বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। ফলকথা, সমগ্র গ্রন্থখানি সূক্ষ্মদৃষ্টি-ও-আত্মজ্ঞানরহিত অজ্ঞমানবের কাছে অন্তর্দৃষ্টি-উন্মীলনী এক পরম জ্ঞানভাণ্ডারস্বরূপ।

পরমদয়ালের চরণে প্রার্থনা আমার—আবিশ্ব সকলেই যেন আমরা এই অভ্রান্ত দিব্যজ্ঞানের আলোকে পথ চ'লে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হ'তে পারি। বন্দে পুরুষোত্তমম্।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ, (দেওঘর)
১৮ই আষাঢ়, বুধবার, ১৩৭১
২।৭।১৯৬৪

স্থারিত্যের আসনে
সুকৃতির উপাসনা কর,
আর, সৎ-আচার্য্যই
তোমার ভর্গদেব হ'য়ে উঠুন,
নিষ্ঠানন্দিত সেবানুসরণের
ভিতর-দিয়ে
তোমার যা'-কিছু সমস্তই
সার্থক হ'য়ে উঠুক তা'তেই ;
আর, ঐ নিষ্পাদনই হো'ক
তোমার অর্ঘ্যাঞ্জলি।
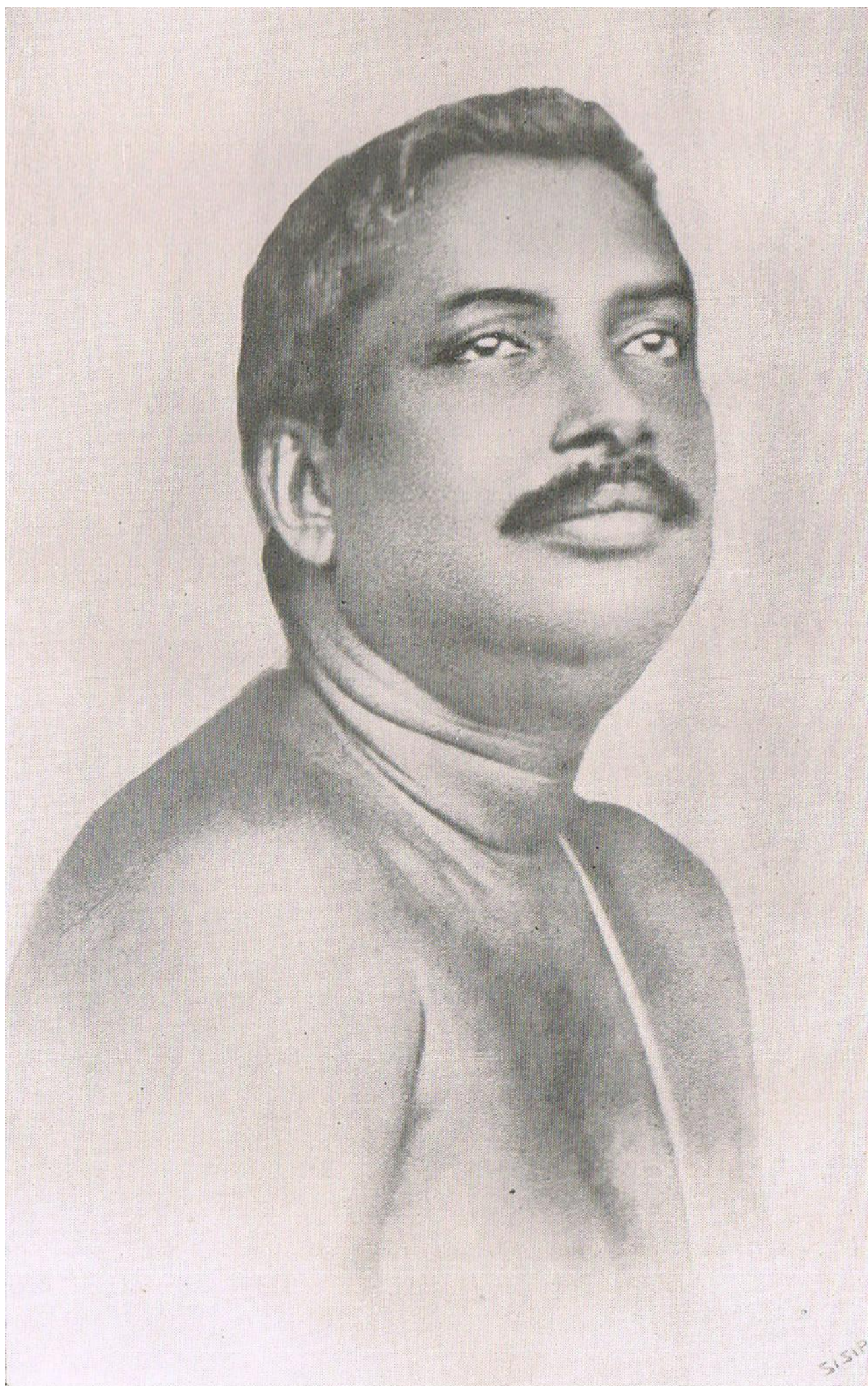
কর্ম্ম

অনিয়ন্ত্রিত কৃতি-অনুচলন
বিপর্য্যয়েরই আগমনী বার্ত্তা। ১।

না-পারার কৈফিয়ৎ যা'র যত শক্ত—
সঙ্গতিশীল,
পারগতার বিরুদ্ধ কপাটও
তা'র তত দৃঢ়—
বজ্র-কঠোর। ২।

পারগতার সহজ আওতায়
সত্তাপোষণী যা' যা' কিছু পাও
তা'তে অভ্যস্ত থাক—
বেঁচে-বেড়ে
জীবন ধারণ ক'রতে,
শিষ্ট সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
কৃতিমুখর হ'য়ে। ৩।

তোমার পারগতা যেন—
তোমার আওতায় যা'রা যা'রাই থাকুক
সকলকেই—
যে যেমনতর তেমনিভাবে
ঐ পারগতায়
উচ্ছল ক'রে তোলে,
তা'ই কিন্তু

তোমার ব্যক্তিত্বের সার্থকতা,
ধৃতি-অনুষ্ঠান,
কৃতিসুন্দর প্রাজ্ঞ পরিচর্য্যা। ৪।

কৃতি যেখানে নাই—
ক্ষমতাও সেখানে নাই,
ক্ষমদীপ্ত হ'য়ে ওঠেনি সে,
বৃত্তি-প্রবৃত্তির পরিবেদনা নিয়েই
তা'রা চ'লতে থাকে,
তা'রা ক্ষমতাবান্ নয়—
অত্যাচারী,
ব্যতিক্রমতুষ্টির পরম বান্ধব;
তুমি কৃতী হও,
ক্ষমতা অর্জ্জন কর,
আর, সার্থকতায়
সবাইকে
ভরপুর ক'রে তোল। ৫।

দ্বৈধ—
বিবশ হ'য়ো না,
কী করণীয়
তা' ঠিক ক'রে নাও,
নিষ্পাদন কর,
এমনি ক'রেই চ'লতে থাক;
যা' পার তা'তে
অন্যের সাহায্য যদি নাও—

তোমার পারগতাই দুর্ব্বল হ'য়ে যাবে,
সম্বর্দ্ধনার শিষ্ট রাগ হ'তে
বঞ্চিত হবে তুমি;
তাই বলি—
আরোকে ত্যাগ ক'রো না,
নিবিষ্ট অনুধায়নায়
আরোকে নিষ্পাদন কর,
তুমি আরোর চলনে
আরো হ'তে থাক। ৬।

করা-পারা-সম্ভাবনা—
অন্ততঃ এই তিনটি কথা
ব্যবহার ক'রো—
এমনতরভাবে
যা'তে পারার আগ্রহ-উদ্‌গ্রীবতা
বেড়ে যায়,
মানুষ
ক'রে, পারতে
আগ্রহ-উচ্ছল হ'য়ে ওঠে—
নিষ্পন্নতার অভিসারিণী উন্মীলনে
সার্থক ক'রে
আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে;
অনেক সময়,
এই কথাগুলির উপযুক্ত ব্যবহারে
মানুষের আন্তরিক অভিদীপনা
উচ্ছল হ'য়ে ওঠে,

কৃতকার্য্যও হয় মানুষ
ঐ অনুসরণ ও অনুকৃতির
উৎসর্জ্জনে ;—
নিষ্ঠানন্দিত স্থৈর্য্যের
আগলভাঙ্গা আনুগত্য ও কৃতির
উৎসর্জ্জনী পরিস্রবা পরিবেষণে। ৭।

সন্ধিৎসা যেখানে সুপুঙ্খ—
অনুশীলন যেখানে শিষ্ট ও সমীচীন—
ব্যবহার যেখানে সতর্ক ও সুন্দর—
কর্ম্মফলও সেখানে অভিলষিত,
বিভবও সেখানে স্বতঃস্রোতা। ৮।

যখন আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে
শ্বাসপ্রশ্বাসের মতন চ'লতে থাকে—
আগ্রহপূর্ণ এষণা নিয়ে,—
তখনই তা' সক্রিয়তায় ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
নিষ্পন্নতার সৌরভ-স্ফীতি নিয়ে,
বোধিদক্ষ কুশলতায় ;
আর, তা'ই-ই নিয়ে আসে
বাস্তব কৃতকার্য্যতা। ৯।

কোন কাজেই
সক্রিয়তাকে
ব্যাহত ক'রে তুলো না,
ভাবালুতা থাকলে

ভাবের ঘুঘু হ'য়ে থাকে,
কৃতি-বিভব যদি চাও—
সমীচীনভাবে কর—
নিখুঁতভাবে
যেখানে যেমন প্রয়োজন;
তবে তো হবে! ১০।

যতদিন বা যতক্ষণ
তোমার কৃতি-অনুশীলন
তোমাকে উপযুক্ত ক'রে না তুলছে—
সহজ সন্দীপনায়,
ততদিন বা ততক্ষণ তুমি
তোমার উপর-পদের জন্য
লোভ ক'রতে যেও না—
গর্ব্বেপ্সার আপূরণ-অভিলাষে;
এমনতর যা'রা,
তা'দের প্রায় ঠ'কেই চ'লতে দেখা যায়;
অধীন হ'য়ে উচ্চকে আয়ত্ত কর—
তা'রই নিদেশ ও অনুশাসন মেনে চ'লে;
—ঠ'কবে কমই। ১১।

পদমত্ত আত্মগৌরবই
পদের মর্য্যাদাকে ব্যাহত ক'রে
অমর্য্যাদায় বিপর্য্যস্ত ক'রে থাকে,
তাই, পদের চলন ও ওজন বজায় রেখে
সমীচীন নিষ্পাদন-তপা হ'য়ে

আদর্শনিষ্ঠ অনুপ্রাণনায়
যে পরিচালিত হ'য়ে থাকে,
তা'র ঐ কৃতিমর্য্যাদাই
স্বতঃ-আমন্ত্রণে
পদের অর্থবাহী ক'রে
তা'তেই আসীন ক'রে তোলে তা'কে। ১২।

তুমি ক'রবে না—
অথচ ক্ষমতাপ্রিয়তা আছে,
তা'র মানেই—
হতমূর্খ,
করার ভিতর-দিয়েই
ক্ষমতার উদ্ভব হ'য়ে ওঠে;
করা যত
সার্থক-সমন্বিত হ'য়ে ওঠে—
ক্ষমতাও তেমনি
সার্থক-সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
কৃতি-উর্জ্জনাও তেমনতর
বোধ-বিধায়িত বিভব নিয়ে
অঢেল উচ্ছলতায়
চলৎশীল হ'য়ে থাকে,
তুমি
কর, চল, হও—
সার্থকতার সৌষ্ঠব-আরতি নিয়ে। ১৩।

কর নাই,
কিন্তু করার ভঙ্গী ক'রেছ অনেক,

ঐ ভঙ্গীর আবহাওয়ায়
তোমার পরিবেশ
উপকৃত বা অপকৃত হ'য়েছে যেমনতর—
প্রতিষ্ঠাও তুমি তেমনতরই পেয়েছ;
না ক'রে,
হওয়ার উদ্ভব এনে
সার্থকতায় সন্দীপ্ত না হ'য়ে কি
আত্মপ্রসাদ হয়?
যদি সত্যি সত্যিই চাও
তো চাওয়ার অনুপাতিক কর,
আর, ঐ অনুপাত যখন
সঙ্গতিশীল হ'য়ে উঠবে—
যেমনতর যেখানে প্রয়োজন,
হওয়ারও উদ্ভব হ'য়ে উঠবে তেমনি,
আর, তদনুগ বোধ, বিবেচনা, জ্ঞানও
তোমাতে অ'শে উঠবে অমনি ক'রে,
স্বস্তি-সন্দীপ্ত আত্মপ্রসাদে
তোমাকে উচ্ছল ক'রে
পরিবেশকেও তেমনি
সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে;
এটা কিন্তু—
সত্যি, সত্যি, সত্যি! ১৪।

মানুষের ক্ষমতা আসে কিন্তু
করার ভিতর-দিয়েই,

তা'র ভিতর-দিয়েই
সক্ষম হ'য়ে ওঠে সে,
শুভসন্দীপনায়
শৌর্য্যবিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ পথেই
জয়ী হ'য়ে ওঠে ;
ঐ করার আবেগ হ'তেই আসে—
পরাক্রম,
উর্জ্জী উদ্দীপনা,
এই গুণবিশিষ্ট কৃতি
যতই হ'য়ে ওঠে,—
সার্থকও হ'য়ে ওঠে সে তেমনি—
নিবিষ্ট তাৎপর্য্যে
যে যত চ'লতে পারে—
তেমনি ক'রে ;
চল,
তোমার লক্ষ্য হ'তে
একটুও ভ্রষ্ট হ'য়ো না,
লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লে
সার্থকতাকে
তুমিই ছলনা ক'রে চ'লবে ;
ভগবান্
নিরাবিল ভজনেই
বসবাস করেন,
আর ব্যতিক্রমতুষ্ট
যতই হ'য়ে উঠি আমরা—
আমাদের কাছে

তিনিও ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে ওঠেন ;
তিনি স্থির ও অচল,
আমরা ব্যতিক্রমশীল,
তুমি স্থির ও অচল হও,
ব্যতিক্রমকে প্রশ্রয় দিও না,
কর,
সার্থকতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠ। ১৫।

উপযুক্ত সময় ও সঙ্গতি—
শিষ্ট অনুনয়নে
কৃতি-সমাধানী সঙ্গতি নিয়ে
সার্থকতায়
সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠার
শুভসুন্দর পথ। ১৬।

সময়, সুবিধা, সঙ্গতি,
সম্বেদনা ও সম্বর্দ্ধনা—
যে-কাজই কর,
আর যা'ই-ই কর,
এ-কয়টির পর লক্ষ্য রেখে
সামঞ্জস্য ঠিক রেখে
সম্পাদন-তৎপর থেকো,
হতভম্ব কমই হবে। ১৭।

যা' ক'রবে—
তা' তড়িৎঘড়িৎ কর,

আর, তা' যেন
শিষ্টানুচর্য্যায়
সুন্দরে সমাপন হয়,
নিয়ত অভ্যাসের উপর
দাঁড়িয়ে দেখ—
কী দাঁড়ায়। ১৮।

অদৃষ্ট যা',
অকৃতি যা',
তাচ্ছিল্যতে করনি যা',
শ্লথ আগ্রহে উপেক্ষিত
এমনতর যা'-কিছু
তা'
অবসাদের দুর্ব্বলতায়
দুর্দ্দমিত দৃষ্টিতে
অভিনিবেশের বিধ্বস্তিতে
নাজেহাল নিঃশেষে
নিকেশ ক'রেই
তোমার ধৃতিবিক্ষেপ আনবেই। ১৯।

তুমি প্রেমিক হও,
কিন্তু কর্ম্মবীর হও—
লোকচর্য্যা নিয়মনায়
অন্তর-উৎসারিণী তাৎপর্য্যে
সুদীপ্ত উর্জ্জনাবাহী হ'য়ে;
নিষ্ঠানিবেশ

যতই অস্খলিত হ'য়ে ওঠে—
জীবনের
ব্যতিক্রমদুষ্ট আবর্জ্জনাও
ততই স্খলিত হ'য়ে চলে,
সার্থকতাও আসে তেমনি
উদ্দাম উদ্বেলনা নিয়ে। ২০।

নিষ্ঠানিপুণ শ্রমপ্রিয় পরিচর্য্যায়
কৃতিকৌশলে
নিষ্পাদন যা'র যেমন,—
অধিস্থিতিও তা'র তেমন,
আর, তা'ই দিয়েই বুঝতে পারা যায়—
তা'র কুশলকৌশলী বোধবিবেচনার
সার্থক সঙ্গতি কেমনতর;
ঐ মরকোচ-বিন্যাস
প্রস্তুতিকে যেমন
বিনায়িত ক'রে তুলেছে,—
ব্যক্তিত্বের বোধ-বিনায়নও
হয়েছে তদনুগ। ২১।

যে-কাজ গ্রহণ ক'রবে
তা'কে মুলতুবী ক'রে রেখো না,
সুদক্ষ ত্বরিত্যে নিখুঁতভাবে
নিষ্পন্ন ক'রে ফেল,
আর, ঐ হ'চ্ছে—
যোগ্যতার যোগ-সম্বেগ;

আর, যা'রা ফেলে রাখে—
তা'দের যোগ্যতা শ্লথ তো হ'য়ে পড়েই,
কৃতি-আবেগও নিথর হ'য়ে ওঠে,
অনুশীলনহারা হ'য়ে ওঠে,
যা'র ফলে, ব্যত্যয়ী বাক্য, ব্যবহার
বা দরিদ্রতার আমদানী না হ'য়েই
পারে না। ২২।

তোমার অন্তঃস্থ ভাববৃত্তি
এমনতর সুসংহত, সুদীপ্ত ক'রে রেখো,
এবং যা'তেই তুমি প্রবৃত্ত হও না কেন—
তোমার কর্ম্ম, চেষ্টা
ও সুব্যবস্থ সন্দীপনা
এমনতর ক'রে তুলো—
বিহিত ত্বারিত্য-তাৎপর্য্যে,
যেখানে যেমন প্রয়োজন,—
যা'তে তোমার কৃতকার্য্যতা
অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে
স্থানকালপাত্রের নিরপেক্ষ
নিয়মন-চাতুর্য্যে ;
আর, কৃতিতপের তাৎপর্য্যই ঐ—
দক্ষ সিদ্ধকর্ম্মা হ'য়ে ওঠ যা'তে তুমি। ২৩।

সৎ বা শুভ কোন-কিছু ক'রতে গেলে
বিতর্কের অবতারণা
ক'রতে যেও না,

বুঝে, নিজের দিকে তাকাও
প্রতিটি স্তর নিয়ে,
আর, কাজে সেগুলিকে
মূর্ত্ত ক'রে তোল,
আর, দেখ—
সেগুলিকে কি ক'রে
সুচারুভাবে
সার্থক সঙ্গতিশীল ক'রে তুলতে পারা যায়
বোধ ও বিবেচনার
পরিচিন্তন নিয়ে ;
শ্রমপ্রিয় কৃতিসন্দীপনাই
কিন্তু করার উৎস। ২৪।

ক'রলে না বিহিতভাবে,
ব'ললে কিন্তু—
'হ'লো না' ;
এর চাইতে কি পাপ কিছু আছে ?
পাপ মানে তা'ই—
যা' রক্ষায় বিভ্রান্তি এনে
পতিত ক'রে তোলে ;
আমি বলি—
কর,
উল্লসিত থাক,
উদ্ভাসিত হও,
পাতিত্য যেন তোমাকে
স্পর্শও ক'রতে না পারে—

পরে যা'ই হো'ক না কেন ;
তোমার হৃদয়ের পুণ্য দীপনা
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য
ও কৃতি-উর্জ্জনার উচ্ছল সম্বেগ
সবাইকে আবেগোদ্দীপ্ত
ক'রে তুলুক—
কৃতি-উন্মাদনায়। ২৫।

যতক্ষণ তোমার
মাঙ্গলিক চাহিদা আছে—
যতক্ষণ তুমি তোমার
মাঙ্গলিক স্বার্থে
ব্যাকুল হ'য়ে চ'লছ—
ততক্ষণ তোমার প্রকৃতির কোথাও
স্বস্থ-সুন্দর হওয়ার আবেগ আছে ;
প্রকৃতির ঐ আবেগটাকে
যদি কোনরকমে টেনে-টুনে
তোমার অন্তরকে বিভাবিত ক'রে
প্রতিটি কর্ম্মে
তদনুগ তাৎপর্য্যে
নিয়োজিত কর—
ক্রমে-ক্রমে
প্রকৃতির ধৃতি-সন্দীপনাও
তোমাকে
সার্থকতার দিকেই
টেনে নিয়ে যাবে,

ব্যর্থতা তখন
বিমুখই হ'য়ে উঠবে। ২৬।

অলস কৃতজ্ঞতায়
কৃতি নেইকো,
যেখানে কৃতি নেই
সম্বর্দ্ধনাও কিন্তু নেই সেখানে;
যা' ক'রবে
সেটাকে ধর,
সমীচীনভাবে নিষ্পাদন কর,
সার্থক পরিচর্য্যায়
সেটাকে লাগাও,
লোক-অন্তর তৃপ্ত হো'ক,
তুমি তা'দের কাছে
নন্দনার
অনির্ব্বাণ প্রদীপ হ'য়ে দাঁড়াও,
তোমার জীবন ও ব্যক্তিত্বের
শিষ্ট তর্পণই তো ঐ—
স্বস্তি যেখানে
সুধী ও সুধা-সন্দীপনায়
সম্বুদ্ধ হ'য়ে চলে। ২৭।

শিষ্ট সম্বেদনার সহিত
কর্ম্ম ক'রে যাও—
তা'র তুকতাক সব নিয়ে,

বিহিত স্বারিত্যে,
এমনি ক'রে
কৃতী হ'য়ে ওঠ,
সহজ জ্ঞানসমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ—
পরিচর্য্যী কৃতি-সন্দীপনায় ;
এমনি ক'রেই
তোমার ব্যক্তিত্ব
ব্যাপৃত ও ব্যাপ্ত হ'য়ে চলুক—
সহ্য, ধৈর্য্য ও
অধ্যবসায়ী তৎপরতায় ;
আর, এই কৃতি-ভজনাই
তোমার সমস্ত ব্যক্তিত্বকে
ভজমান ক'রে তুলুক,
ভগবত্তার আশীর্ব্বাদ
অঢেল হ'য়ে উঠুক
তোমাতে—
নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতির স্থণ্ডিলে,
শ্রমসুখপ্রিয়তার
অর্ঘ্য-অঞ্জলি নিয়ে। ২৮।

কী করা হ'য়েছে
আর, কী করা হয়নি—
প্রত্যহই স্মরণ ক'রো,
আর, যা' করা হয়নি—
বিশেষ সাবধানী ক্ষিপ্রতার সহিত
উপযুক্তভাবে

যা'তে সত্বর সেগুলি নির্ব্বাহ হয়,
তা' ক'রো,
কারণ, সমাধানী সুযোগ
সব সময় পাওয়া যায় না,
যে-সুযোগে যেগুলি সমাধান ক'রতে হবে—
ঠিক উপযুক্ত মত তা' ক'রো ;
বেতালিম করায়
বা গাফিলতির দরুণ
ঐ সুযোগ বা সুবিধাগুলিকে
হারিয়ে ফেলো না ;
নয়তো, অসুবিধার হ্যাপা
সামলাতে হবে অনেক,
আর, তা' নিষ্পন্ন ক'রতে
হয়তো এমন দেরী হ'য়ে যাবে—
যা' কোন কাজেই লাগবে না। ২৯।

তুমি যা'-কিছু ক'রতে যাও না কেন,
কুশলকৌশলী সন্ধিৎসু
সাবধানতার সহিত
উপযুক্ত প্রস্তুতি নিয়ে
যদি না চল,
বিহিতভাবে যেখানে যা' প্রয়োজন,
তা' যদি না কর,—
পরাক্রমই কও,
বিক্রমই কও,
আর, উর্জ্জনা ও উদ্যম যা'ই কও না কেন,—

সবগুলি কিন্তু
বিকৃত বিন্যাসশীল হ'য়ে
তোমাকে নৈরাশ্য
বা আপদের ইন্ধন ক'রে তুলবে;
মনে রেখো—
অস্খলিত নিষ্ঠা-আনুগত্য
—কৃতির কথা,
আর, তা'রই শিষ্টানুচলনে
যেখানে যেমন ক'রতে হয়,
তা' করা—
নিষ্পাদনী আগ্রহ-আবেগের সহিত,
—সার্থকতার পথই কিন্তু ঐ-ই। ৩০।

যখনই দেখবে—
কল্যাণপ্রসূ প্রয়োজনীয় যে-কোন কর্ম্মেই
হো'ক না কেন
তড়িৎ-তৎপর উর্জ্জী আত্মনিয়োগ
তোমাতে আধিপত্য ক'রতে আরম্ভ ক'রছে,
প্রয়োজনের পূর্ব্বেই প্রস্তুতি
তোমার বিবেকী তাৎপর্য্যে অধিষ্ঠিত হ'য়ে
তা'তে তোমাকে নিয়োজিত না ক'রেই
থাকতে পারছে না,—
বুঝবে—
তোমার বিধান ক্রমশঃই
ঐ সৎ-বিধায়নায় সংগ্রথিত হ'য়ে
তোমাকে জীবনে কৃতী ক'রে তুলবার

অভিসারে
অভিদীপ্ত হ'য়ে চ'লেছে ;
তুমি যত্নে ঐ স্বভাবকে
সুবিনায়িত ক'রে
বাক্য, ব্যবহার ও শুভ-পরিচর্য্যার
পরম প্রসাদে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
স্বাস্থ্য ও স্বস্তি সম্পদে
নিজেকে অভিষিক্ত রেখে,
ইষ্টনিষ্ঠার নৈষ্ঠিক আচরণে
অভিদীপ্ত ক'রে তুলে। ৩১।

যখন যে-কাজেই ব্রতী হও না কেন,
শ্রেষ্ঠনিষ্ঠার স্থাণুবিন্দুকে
কেন্দ্র ক'রে
তোমার চেতন প্রভাব যেন
সব দিকেই ছড়িয়ে পড়ে,
আর, ঐ চেতনদীপনা
স্মৃতিকে সচেতন রেখে
সব-কিছুকেই
বিহিত বিচর্চ্চায়
সন্ধিৎসু বোধনায়
পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে
দেখেশুনে নেয়,
আবার, তোমার করণীয়,
অকরণীয় যেগুলি আছে—

দেখেশুনে
করণীয়গুলিকে
অন্বিত অর্থনায়
এমনতরভাবে নিষ্পন্ন করে—
স্থারিত্যের চতুর কৌশলে,
যা'তে সেগুলি অকাট্য হ'য়ে ওঠে ;
যা'ই কর না কেন,
এমনতর চেতন চক্ষু নিয়েই ক'রো—
শুভ-নিষ্পাদনে সব যা'-কিছুকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে। ৩২।

'কিছু ক'রতে হ'বে না,
শুধু ব'সে ব'সে
সেই অগ্নিমুখ পূর্ব্বপুরুষকে চিন্তা কর,
এখন সেই চিন্তার দফায়
যা'ই আসুক না কেন,
তা'তে কোন বাধা নেইকো ;
এমনি ক'রেই জীবন তোমার
মরণেই সমাধি লাভ ক'রবে—
অমৃত-কল্লোলে',
এমনতর আশার বাণী শুনে—
তুমি যদি বেকুব না হও—
চলে এস ;
তা'র চাইতে প্রতিটি কর্ম্মে
ঐ নিষ্পন্ন-আসনা কর্ম্মদেবীর
পূজা ক'রে ক'রে চল,

তা'তে বরং ঐ অমৃত পথ
তোমার সত্তায়
ক্রমশঃই এগুতে থাকবে—
আশা করা যায় ;
কিন্তু মরণের অমৃত-সমাধি-সেবা
একটা জড় নিবিড়তা নিয়ে—
তা'তে কী হবে—
তা' সাত্বত দেবতাই জানেন। ৩৩।

যা'ই ক'রতে যাও না কেন—
করার দিক্-দিয়েই হো'ক
আর, হওয়ার দিক্-দিয়েই হো'ক,
তা'র কত কী
ভাল হ'তে পারে
বা খারাপই হ'তে পারে—
সঙ্গে-সঙ্গে
হিসাব ক'রো তা',
খারাপগুলিকে
নিরোধ ক'রে—
অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
সুধী-সার্থকতা যা'তে আসে
তা'ই ক'রো ;
যদি
এই ভালমন্দের চিন্তা
ঝলকে স্পষ্ট ক'রতে পার,
আর, মন্দ নিরোধের ব্যবস্থাও

ঐ ঝলকে ঠিক ক'রে নিতে পার—
তোমার কৃতিগতিও
অটুট থাকবে,
সার্থকতাও
ফুল্ল হ'য়ে
তোমাকে
সুসন্তৃপ্ত ক'রে তুলবে। ৩৪।

ইষ্টনিষ্ঠ হও,
সৎ যা'—
শুভ যা'—
সমীচীন বিধায়না নিয়ে
ক'রে চল,
ফলের জন্য
ভাববিলোল হ'য়ে
চ'লতে যেও না,
ঐ ভাববিলোলতা
কৃতি-উদ্যমকে অবসন্ন ক'রে
তোমায়
ভাবের ঘুঘু ক'রে তুলবে,
ফলে,—
এগুতে পারবে না,
নিষ্ফল হবে ;
যে-ব্যাপার
যেমন ক'রে
যেমনতর বিনায়নায়

নিষ্পন্ন ক'রতে হয়
তা'ই-ই ক'রো,
নিষ্পাদন-সার্থকতায়
যে-ফল আসে
তা' তোমাকে
নন্দিত ক'রে তুলবে,
ঐ নন্দনাই
বিধাতার আশীর্ব্বাদ। ৩৫।

প্রত্যেকটি বিষয়
যেমন ক'রে যা' কর,
ও যেমন ক'রে যা' হয়—
একটু সন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে দেখো
বিবেচনা ক'রে—
কোথায় কী ক'রে, কী হ'ল না,
আর, কী ক'রলে কী হ'তে পারত,
আর, পেরেছই বা কোথায়—
কি ক'রে, কখন, কী অবস্থায় ;
সেগুলি বেশ ক'রে অনুধাবন কর,
আর, বিনায়িত ক'রে
তোমার বোধে রেখে দিও,
যা'তে বিহিতভাবে
যা'-কিছু ক'রে
বিহিত ফল পেতে পার,
এবং তা'র সুব্যবস্থা নিয়ে

অঙ্কি-সন্ধি যা'-কিছু মিলিয়ে
প্রত্যাশিত ফল যা'তে
অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে—
তা' ক'রতে চেষ্টা কর ;
প্রথম-প্রথম অনেকটা গোলমাল
হয়তো হ'তে পারে,
ক্রমে-ক্রমে দেখো—
তোমার বোধ ও কৃতিচলন-পরিশুদ্ধির
সাথে-সাথে
তুমি অনেক পরিমাণে
কৃতকার্য্য হ'য়ে উঠতে থাকবে,
সমীচীন তৎপরতায়
কৃতী হ'য়ে উঠবে তুমি,
সার্থকতা
সঙ্গতিশীল অর্থ নিয়ে
তোমাকে নন্দিত ক'রে তুলে
চ'লতে থাকবে। ৩৬।

শ্রেয়জনের
শাসন বা অনুশাসন
যা'ই বল না কেন—
বিবেক-বোধনার সহিত
অবনত মস্তকে মেনে নিয়ে
সম্ভ্রমাত্মক সন্দীপনায়
তাঁ'দের উপদেশগুলি
নানারকমে

খাটিয়ে-খুটিয়ে দেখো—
কোথায় কি ক'রে
কেমন সার্থকতা পাওয়া যায়!
আর, এমনতর পেতে পেতে
তোমার সাত্বত অর্থও
অনেক বেড়ে যাবে—
ক্রম-তাৎপর্য্যে;
তাই, যাঁ'রা শ্রেয়-পুরুষ
বা সম্বন্ধে শ্রেয় যাঁ'রা
এবং বৃদ্ধ যাঁ'রা—
তাঁ'দিগকে
অবজ্ঞা ক'রতে যেও না,
তাঁ'দের হ'তে যা' পার—
তোমার জীবনচর্য্যার
অনুপাতিক-অনুপোষক যদি তা' হয়—
তা' বিহিত শ্রদ্ধার সাথে
গ্রহণ ক'রো
এবং কাজে ফলিয়ে তুলতে
চেষ্টা ক'রো;
বিহিতভাবে করাই
তা'র ফলকে প্রসব ক'রে থাকে,
আর, তা' বিহিতভাবে হওয়ায়,
তাই, তা'কে বিভবও বলে। ৩৭।

দক্ষনিপুণ নৈপুণ্যের দিকে
এগিয়ে চ'লছ কিনা—

তা'র মোক্তা একটা হিসাবই হ'চ্ছে—
ইষ্টার্থপরায়ণ তাৎপর্য্যে
অভিনিবিষ্ট হ'য়ে
বিহিত ত্বারিত্যের সহিত
ইষ্টার্থনিবুদ্ধ যে-কাজগুলি আছে
সেগুলিকে
কত ক্ষিপ্রসুন্দর তৎপরতায়
বিনায়িত ক'রে
ব্যবস্থিতির বিহিত মর্য্যাদায়
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রতে পারছ—
খাঁকতিহারা তাৎপর্য্যে
যেখানে যেমন প্রয়োজন,
যে-কাজের মাধ্যমে
সেগুলিকে
সংগ্রথিত ক'রে তুলতে পারা যায়
তা'কে আয়ত্ত ক'রে
সার্থক হ'য়ে উঠতে পারছ কিনা—
তা'ই হ'চ্ছে তা'র নিশানা;
মহাত্মা চণ্ডীদাস ব'লেছেন—
'না বলিতে কাজ বুঝিয়া করিবে
সেই সে সেবক নাম,
সেবক হইয়া কহিলে না করে
তাহার করম বাম।'
নিবিষ্ট চৌকস নজর রেখে
নিজেকে পরিচালিত কর—
কৃতিসমারোহ-তৎপরতায়,
তোমার দক্ষতা

দীপ্ত হ'য়ে উঠুক—
অভীষ্টের সাত্বত স্বস্তি-মহড়ায়। ৩৮।

'তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা—
লোকে বলে, করি আমি',
মা'তে যদি আমি
নিবিষ্ট-নিষ্ঠ না হই,—
মা যদি আমার
গায়ত্রী দেবী না হ'য়ে ওঠেন,—
সমীচীন নিয়ন্ত্রণে
তাঁ'র নিদেশ বিনায়িত ক'রে
তাঁ'কে যদি
পরিপালন না করি,—
আমাদের জীবনটা
যা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে
এমনতর চলনে না চলি,—
শিষ্ট কৃতি-সম্বেদনা যদি
উচ্ছ্বাস-উদ্দীপ্ত অনুনয়নে
আমাদের প্রকৃতিতে
সঞ্চরণশীল না হয়,—
মায়ের তৃপ্তিপ্রদ চলন
যদি আমাদের না হয়,—
তখন—
'তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা
লোকে বলে, করি আমি'—
এই কথার কি কোন সার্থকতা থাকে ?

তা' কি আমাদের অন্তঃকরণ
স্পর্শ করে ?

মা যদি আমাদের
অন্তরের দ্যোতন
কৃতিমূর্ত্তি হ'য়ে ওঠেন—
তখনই ঐ কথা
আমাদের ব্যক্তিত্বে
সার্থক হ'য়ে ওঠে,
তখন বুঝি—
ভাবি—
এ তো তুমিই ক'রেছ মা!
আমি তোমার কৃতিশোভার
সার্থকতা লাভ ক'রেছি মাত্র,
এই সার্থক সন্দীপনাই তো
তোমার আশীর্ব্বাদ,—
মাতৃসেবার
অমৃত উৎসারণা। ৩৯।

তুমি ক'রেছ যা'—
নিখুঁত নিষ্পাদনে,
তা'র বিজ্ঞতা তুমি পাবে,
না করেছ যা'—
অবহেলা ক'রেছ,
তা'র বিজ্ঞতা পাবে না তুমি ;
মূর্খ হামবড়াই দেখাতে গিয়ে
যেমনতর

যা'ই ক'রে থাক না কেন—
সেগুলিও
তেমনতর রকমারি হ'য়ে
তোমার কাছে আবির্ভূত হবে,
আর, করার মত ফলও পাবে ;
কর নাই যা'—
পার নাই যা'—
পারছ না যা'—
তা'র জবাব তো প্রকৃতিই
দিয়ে থাকে—
তোমার মেকদার-মাফিক
অবস্থা ও অস্তিত্বকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে ;
তাই বলি—
ইষ্টনিষ্ঠা-আনুগত্য
ও কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
যেখানে
যেমনতর
যা' করণীয়
তেমনিভাবেই
তা' কর,
আর, চলও সেই রকম—
আচার-ব্যবহার
চালচলনে,
পাবেও তুমি তেমনি ;
বৃথা আস্ফালনে

কখনও কি কিছু হয় ?
বৃথা গণ্ডগোলের
সৃষ্টি হ'য়ে থাকে মাত্র। ৪০।

যে-কাজই কর না কেন,
আর,
যা'র কাজই কর না কেন,
হিসাব ক'রে নাও মনে-মনে
কী কী ক'রতে হবে !
তা' ক'রতে
কী কী সরঞ্জামের প্রয়োজন,
এটা ঠিক ক'রে নিয়ে
সরঞ্জামগুলি
বেশ ক'রে গুছিয়ে নাও,
তা'কে যেমন ক'রে
শোধন ক'রতে হয়
তা' ক'রো
যেন একটা ক'রতে গেলে
আর একটার জন্য
দৌড়াতে না হয় ;
শিষ্ট সরঞ্জাম
সংগ্রহ ক'রে
সুশাসিত সন্দীপনায়
সবগুলি গুছিয়ে নিয়ে
যেমন ক'রে ক'রতে হবে
তা' তেমনি ক'রেই ক'রে চল,

যতক্ষণ তা'
সমীচীনভাবে
নিষ্পাদিত না হয়,
এতে—
তোমার বোধ-বিবেচনা
বেড়ে যাবে,
কোথায় কি ক'রে
কী ক'রতে গেলে
কী কী প্রয়োজন
তা'রও একটা বিনায়িত বোধ আসবে,
আর, সেগুলি হবে—
তোমার করার উদ্দীপনা
ও লওয়াজিমা সংগ্রহের উপকরণ,
আর,
তোমাকে ক'রে তুলবে তা'
স্বস্থ, সুকর্ম্মা
ও সংগ্রহবিদ্ ;
এতে তোমার লাভ অনেক,
যা'র ক'রবে
তা'রও সুবিধা অনেক ;
বোধগুলিও
সুবিন্যাসে বিনায়িত হ'য়ে
সব ব্যাপারে
অমনতর ধাঁজ ধ'রে উঠবে ;
আর, এই-ই তো—
দক্ষকৃতির লওয়াজিমা। ৪১।

শ্রেয়নিষ্ঠ নন্দনায়
উদ্ব্যস্ত থেকে
শুভ-সন্দীপী
যা'-কিছু কাজে
লেগে যাও—
বোধবিবেকী ঊর্জ্জনার
দূরদৃষ্টি নিয়ে
ভালমন্দ, শুভ-অশুভ
সবগুলিকে
ঐ বোধিচক্ষুতে
বিবেচনা ক'রে
কুশলকৌশলী তৎপরতায় ;
যেখানে যেমন ক'রে
যা' ক'রে
তোমার কাজ
উদযাপিত হ'তে পারে
বিহিতভাবে তা' ক'রো—
শ্রমকাতর না হ'য়ে,
দেখবে—
ঐ শ্রেয়নিষ্ঠ আনুগত্য
কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমপ্রিয় তৎপরতা
তোমাকে
কী বিভবে
বিভবান্বিত ক'রে তোলে—
সার্থকতার
সজীব সুন্দর তৎপরতায় !

মনে যেন থাকে—
তোমার ঐ শ্রেয়নিষ্ঠা
যেন অকম্পিত
স্বতঃস্রোতা হ'য়ে চলে,
আর, ঐ সম্বেগই
যেন তোমার
কৃতিসম্বেগ হ'য়ে ওঠে—
অনুগতির উচ্ছল ধারায়
সহ্য, ধৈর্য্য,
অধ্যবসায়ী তৎপরতায়। ৪২।

আচার্য্যের তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনায়
যখন দেখবে—
তোমার অন্তঃকরণ
বিকৃত হ'য়ে
বিক্ষোভের সৃষ্টি ক'রল,—
বুঝে নিও,—
নিষ্ঠার সলীল চলনও
তখন ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে
বিকৃতির ব্যবস্থিতিতে
আত্মসমর্পণ ক'রেছে,
সে সংঘাতদীপ্ত হ'ল তখনই ;
আর, ঐ নিষ্ঠাই কিন্তু
সাধ্য ও সাধনা যা'
তা'কে উচ্ছল সক্রিয় ক'রে
শিষ্ট সন্দীপনায়
সত্তাকে বিনায়িত করে ;

তাই, সাবধান!
আচার্য্যের ঐ ব্যবহার ও ব্যবস্থিতিতে
কখনই তুমি
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ো না,
নিষ্ঠাকে
অটুট সংরক্ষণায়
নিজেতে সার্থক ক'রে রাখ,
দেখবে—
রাগদীপ্ত অনুরাগ
উচ্ছল উদ্দীপনায়
তোমাকে শিষ্ট ও সুন্দর ক'রে
শুভ-সন্দীপনায়
সার্থক ক'রে তুলছে,
আর, ওর ব্যতিক্রম
ব্যাহতই করে;
নিষ্ঠা মানে হ'ল—
অস্খলিতভাবে লেগে থাকা
কৃতি-ঊর্জ্জনা নিয়ে,
আর, ঐ অস্খলিত নিষ্ঠাই
উন্নতির অগ্রদূত। ৪৩।

শোন, দেখ, বোঝ,
বুঝে—
তোমার কিছু করণীয় আছে কিনা
ঠিক কর,
তা' ধারণায়
যত পার নিখুঁতভাবে

তোমার মানসপটে এঁকে নাও,
কোথায় কেমন সুবিধা
অসুবিধা বা কোথায়
তা' জেনে—
অসুবিধাগুলিকে এড়িয়ে
নিরোধ ক'রে—
যত পার
সুবিধার সুষ্ঠু চলন নিয়ে
বিহিত ত্বারিত্যে
তা' নিষ্পাদন ক'রতে চেষ্টা কর,
এতটুকু গাফিলতি ক'রো না,
দেরী ক'রো না একটুও,
তা' ক'রলে
ক্ষিপ্রতা কিন্তু
তোমার মানস-সন্দীপনায়
শিথিল হ'য়ে উঠবে,
যা'র ফলে,—
কৃতিও শিথিল হ'য়ে পড়বে—
চিন্তা ও চলন নিয়ে ;
ক'রতেই যদি হয়—
ঠ'কবে কেন ?
কৃতি-সন্দীপনাকে
আয়ত্ত ক'রে
প্রবুদ্ধ ক'রে তুলে
লেগে যাও,
তোমার ঐ অন্তঃস্থ
মন্ত্রপূত—

অর্থাৎ মননপূত উদ্দীপনা
তোমার কর্ম্মনিরতিকে
সার্থক ক'রে তুলবে ;
শিষ্ট সুন্দর সুবোধ হ'য়ে
সুষ্ঠু সন্দীপনা নিয়ে
চ'লতে থাক,
সার্থকতাকে আহরণ কর
এই পথে,
প্রবুদ্ধ প্রতিষ্ঠা
ঐ অদূরে
তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রছে। ৪৪।

তুমি যা' পার,—
তা' তুমি-ই কর
যা'তে তা'কে
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নিষ্পাদনায়
আনতে পার—
তেমনি ক'রে,
এতে তোমার
পারগতার ক্ষমতা
বেড়ে যাবে,
সব বিষয়ের
সঙ্গতিশীল সুদীপ্ত সার্থকতাকে
তোমার বোধবিবেকের
অনুনয়ের ভিতর-দিয়ে
উপলব্ধি ক'রতে পারবে,
আবার, যা' পার—

তা' নিজে না ক'রে
ভাগাভাগি ক'রে ক'রলে
তোমার করার ভিতর
হয়তো এমনতর
দঙ্গল এসে জুটতে পারে—
যা'র ফলে,
তোমার কৃতিদীপনা,
বিবেকী চলন,
ও শিষ্ট নিষ্পাদন
ঘায়েল হ'য়ে উঠতে পারে,
যেখানে
একলা করা সম্ভব নয়—
সেখানে ডেকো অন্যকে,
আলোচনা ও কৃতিচর্য্যার
ভিতর-দিয়ে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
যা'তে তা' নিষ্পাদন ক'রতে পার
তা'ই-ই ক'রো,
এতে যা'রা
তোমার প্রতি
কৃতি-পরিচর্য্যাশীল,
তা'দের ও তোমার
শক্তি, বোধবিবেক
ও সঙ্গতিশীল সার্থকতা—
দুদিক দিয়েই উভয়তঃ—
উপকৃত হ'য়ে উঠবে,
বুঝে দেখ—

তা'ই কি ভাল না ?
সাহায্য চাওয়া মানেই হ'চ্ছে—
অপারগতাকে আশ্রয় দেওয়া,
আমি যা' বুঝি
তা' এই-ই। ৪৫।

যা'রা
অন্যের সম্বৃদ্ধি, বিদ্যা, কৃতিকৌশল
ও অভিনিবেশ-তৎপরতাকে দেখে'
খুশী ও তৃপ্ত হ'য়ে
তা'দিগকে ধন্যবাদ দেয় না,
সম্মান করে না,
নিষ্ঠানন্দিত অনুচর্য্যা নিয়ে
কৃতিতপের নিখুঁত পরিচর্য্যায়
সেবাসন্দীপনী তাৎপর্য্যে
সেই সমস্ত গুণাবলীকে
অর্জন ক'রতে পারে না,
বরং তা'দের ক্রীতদাস হ'য়ে ওঠে,
কৃতিতপ-পরিচর্য্যায়
নিজের সম্বৃদ্ধি,
কৃষ্টিকুশলতা,
কৃতিকৌশল,
আত্ম-ও-দেশ-নিয়ন্ত্রণ,
সর্ব্ববিধ সংস্কৃতি—
এগুলিতে আত্মনিয়োগ করে না,—
নিজের বৈশিষ্ট্য-অনুপাতিক,
এক কথায়—

চর্য্যায়-ব্যবহারে
কৃতিকুশল হ'য়ে
ব্যক্তিত্বকে বিধায়িত
ও উচ্ছল বিভামণ্ডিত
ক'রে তুলতে পারে না,—
তা'রা অন্যের যে-সুখ্যাতি করে
সে-সুখ্যাতিও
ক্রীতদাসের মতন,
সেখানে আত্মগৌরব নেই,
আত্মসম্বর্দ্ধনা নেই,
আত্মনিয়ন্ত্রণ, বিবেচনা
ও ধীকুশল কৃতিসম্বেগ সেখানে
অন্যের ঝাড়ুদারের মত
কাজ ক'রে থাকে,
আত্মবিভব সেখানে
ম্লান, দুর্ব্বল ও
দাসমনোভাবাপন্ন ছাড়া
আর-কিছু নয়কো ;
তাই বলি—
অন্যের বিভবে সুখী হও,
নিজের বিশেষত্বকে অনুশীলন ক'রে
সেগুলি অর্জ্জন কর ;
ধন্যবাদ দাও—
অজচ্ছলভাবে দাও ;
নিজে যদি
কৃতিবান্ না হ'য়ে ওঠ,

ব্যবহার-বিশারদ
কৃতিকুশল না হ'য়ে ওঠ,
সবই কিন্তু ব্যর্থ। ৪৬।

পারি না—
এমনতর কোন কথা
ব'লতেই যেও না,
এমন-কি, ভাবতেও যেও না,
কখন কী ক'রে
কী ক'রবে
তা'র ফন্দী আঁট—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
বিশেষতঃ ইষ্টার্থ
বা শ্রেয়নন্দনা যেখানে আছে;
সেদিকেই লক্ষ্য রেখো—
যা'তে তিনি ফুল্ল হ'য়ে ওঠেন,
তোমার কৃতিগৌরবে
উচ্ছল-উদ্দীপিত হ'য়ে ওঠেন,
তাঁ'র হৃদয়
ভরসা-প্রমত্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, আচার্য্য, অধ্যাপকের বেলায়-ও
কিন্তু অমনতরই
যদিও সব যা'-কিছুর
উৎকর্ষ-পরিণতিই ইষ্ট,
—এই রকম নিষ্ঠা,
আনুগত্য-কৃতি নিয়ে
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়

নিষ্পাদন যতই ক'রবে—
তোমার অন্তঃস্থ অনুরাগদীপ্তিও
তেমনতরই বেড়ে চ'লবে,
আর, ঐ কৃতি-অনুরাগ-প্রদীপ্ত ফুল্লতা
তোমাকে
ক্রমে-ক্রমে
কৃতিমুখর ক'রে তুলবে—
নিষ্পাদন-দক্ষতায় উদ্বুদ্ধ ক'রে,
ইষ্টার্থ ই বল,
শ্রেয়ার্থ ই বল,
সে-সন্দীপনা
তোমার ব্যক্তিত্বকে
উদ্দীপ্ত ক'রে তুলবে,
কৃতী হ'য়ে উঠবে—
সব রকমে
আচার-ব্যবহার, চালচলন
ও কথাবার্ত্তার
সুসিদ্ধ বিনায়নে,
পটু প্রবোধনায় ;
এমনি ক'রে
তোমার অন্তরে
অনুরাগকে
স্বতঃসিদ্ধ ক'রে তোল,—
যা'তে তোমার কৃতিনিষ্পাদনা
সহজে সিদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
বুঝলে !
অভ্যাসকে

এমনতর ক'রে নাও,—
শারীরিক পটুতাকে
অক্ষুণ্ণ রেখে;
দেখবে—
তোমার ব্যক্তিত্ব
বিশাল ফুল্লতায়
তোমাকে তো
ফুল্ল ক'রবেই,
তা' ছাড়া,
তোমার পরিবেশকেও
ক'রবে তেমনি। ৪৭।

কী ক'রেছ তুমি,
আর, ক'রেই যদি থাক তো
কেমন ক'রে ক'রেছ,
আর, তা' সার্থক সঙ্গতিশীলই
বা হ'য়েছে কতখানি,
আর, পরিবেশের সাথেই
বা তার সংশ্রব কী আছে!
করার সঙ্গতিশীল অনুক্রমণা
হওয়াকে উদ্বুদ্ধ অভিযানে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে
যা' ক'রতে চাচ্ছ
তা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে;
করার অনুচলনই কিন্তু
তেমনতর করে;
দক্ষতা যেমন হয়,

ত্বারিত্যও তেমনি হয় ;
ক্ষিপ্র উত্তম
বিভ্রান্তির পথে চ'ললে
তা' কি সার্থক হয় ?
যদি ভাব—হ'ল না,
তা'র মানেই
তুমি ক'রলে না ;
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
পরিবেশের অনুনয়নী অনুক্রমণায়
দেখে-শুনে-বুঝে
যা' ক'রবে, তা'ই হবে,
না ক'রলে হবে না ;
ঈশ্বর নিজেই কৃতিধর্ম্মা—
ধারণ-পালনী সম্বেগসিদ্ধ,
তাই, তিনি অধিপতি ;
কৃতির শুভ-বিনায়নে
তুমি সুকৃতী হ'য়ে ওঠ,
অশিষ্ট, অশুভের বিনায়নে
তুমি সুকৃতী হ'য়ে ওঠ ;
তোমার ভাল হো'ক—
এ চাইতে হ'লেই
অন্যের ভালর প্রতি
খরদৃষ্টিসম্পন্ন কৃতিসম্বেগ থাকা চাই-ই,
তবে তো হওয়া সার্থক হবে !
ক'রলে না,
ব'ললে—হ'ল না—
এমনতর আত্মপ্রতারণা ক'রতে যেও না,

—যে-প্রতারণা পরকেও
কুৎসিত প্ররোচনায়
প্রলুব্ধ ক'রে তুলবে ;
তা'তে তোমারও যেমন ক্ষতি,
অন্যেরও তেমনি ক্ষতি ;
ক্ষয় ও ক্ষতি ক'রে
সম্বৃদ্ধির আরাধনা হয় না,
ও সাধনা
ক্ষয় ও ক্ষতিরই সাধনা ;
তাই বলি,
যদি হওয়াই চাও—
ইষ্ট, আচার্য্য ও অধ্যাপকের প্রতি
নিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতির
সুসংবদ্ধ সংবেদনা নিয়ে
তাঁ'দের নিদেশ-অনুচর্য্যার
কৃতি-উদ্‌যাপনায়
লেগে পড়—নিরন্তরতা নিয়ে ;
বুঝে দেখো—
করাই পাওয়ার জননী,
যেমন ক'রবে
তেমনি পাবে। ৪৮।

নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগের সহিত
সুকৃতি ও সদ্‌-আপ্যায়নই হ'চ্ছে—
মানুষের উন্নতি ও সম্বর্দ্ধনার
মৌলিক তাৎপর্য্য। ৪৯।

নীতি

নীতি-কথায় নীতি নেইকো,
আছে আচারে, ব্যবহারে, চরিত্রে—
যা' কাজের ভিতর-দিয়ে ফুটে ওঠে;
তা'ই দেখে বুঝে নিও। ১।

বৈধী-উপায়ে
নীতি-নিয়মনায়
যে যে পদ্ধতির আপূরণে
তুমি যা' পাও,
ঐ বিধিনীতিকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
পদ্ধতির ব্যত্যয়ী ব্যবহারে
সেটা পাওয়া বা লাভ করা
মানেই হ'চ্ছে—
অসৎ-উপায়ে
পাওয়া বা লাভ করা। ২।

যুক্তির সাথে যদি নীতি না থাকে,
আর, নীতি যদি
বোধ বা ভাবানুকম্পিতায়
অভিষিক্ত না হয়,—
তবে তা'
বন্ধ্যাই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
কারণ, তা'তে অনুচলনী আবেগই

সৃষ্টি হ'তে দেখা যায় না,
আর, নীতি মানেই
সৎ বা সু-নীতি। ৩।

নীতি মানে কী জান ?—
উদ্দেশ্য-আপূরণায়
যে-ভাবোদ্দীপনা নিয়ে যায়
যেখানে যেমন ক'রে ;
আর, নীতি মানেই সাধারণতঃ
সবাই বুঝে থাকে—
সৎনীতি বা সু-নীতি ;
উদ্দেশ্য যদি খারাপ হয়,
তা'কে সার্থক ক'রতে
বা মূর্ত্ত ক'রতে
যে-ভাবোন্মাদনা
যেমন ক'রে যে-দিকে নিয়ে যায়,
তা'কে অসৎ-নীতি ব'লেই
সুধীজনা আখ্যায়িত ক'রে থাকেন। ৪।

নীতি-কথায় যা'রা ভোলে,
অথচ লোভপরবশতায়
তা'দের আচার, চলন, চরিত্র
ব্যবহার ইত্যাদিতে
নজর না রেখে
ঐ লোভ-প্ররোচনী কথামুগ্ধ হ'য়ে
ঐ নীতি-কথায় বাহবা দিয়ে

প্রীতিহারা বিশ্বস্তিকে অবলম্বন ক'রে
নিজের সাত্বত অভিনিবেশকে
বিসর্জ্জন দিয়ে চলে,
তা'রা তো ঠ'কবেই ;
ঠ'কবে না ?
করায়-চলায় নীতি আছে,
শুধু কথায় নেইকো। ৫।

হারাও তা'ই—
যা' তোমার শ্রদ্ধা-স্রোতকে
খিন্ন ক'রে তোলে,
উন্নতির পরিপন্থী যা'। ৬।

ত্যাগ তোমার ধর্ম্ম নয়,
সম্বৃদ্ধিই তোমার ধর্ম্ম,
বেঁচে সম্বৃদ্ধ হও—
সাত্বত তপোদীপনায়,
যা' তোমাকে
তেমনি শিষ্ট, সুষ্ঠু ও সুন্দর ক'রে তোলে
প্রত্যেকের কাছে ;
নিজে সম্বৃদ্ধ হও,—
আর, অন্যকেও ক'রে তোল—
আচার্য্যনিষ্ঠ হ'য়ে
কৃতিতপা অনুবেদনায়,
দেখ, পার যদি—

সার্থকতা তোমাকে
অভিনন্দিত ক'রবে। ৭।

তা'ই ত্যাগ ক'রো—
যা' তোমার সত্তাকে
স্বস্তিহারা ক'রে তোলে,
পরাক্রমকে বিনায়িত না ক'রে
নিভিয়ে দিতে চায়,
কর্ম্মপ্রেরণাকে সুক্রিয় না ক'রে
শুধুমাত্র বাক্‌মুখর ক'রে তোলে,
যা' নিষ্ক্রিয়তায় অভিশপ্ত হ'য়ে ওঠে,
নিষ্পাদনে ত্রুটিসঙ্কুল ক'রে তোলে,
অন্তরকে কপট অনুশীলনায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে,
সাধুচলনকে বেকুব বিহ্বল ক'রে তোলে,
সংহতি-প্রাণতাকে সংক্ষুব্ধ ক'রে তোলে। ৮।

তুমি ভুল ক'রো না,
যদিও কর—
ক্ষমার বাহিরে যেও না। ৯।

ভয় যদি হয়ও
ভয়বিহ্বল হ'য়ে
প'ড়ো না,
বোধদৃষ্টিকে
ঝাপ্‌সা ক'রে তুলো না। ১০।

তুমি শক্ত হও,
কিন্তু মটকা হ'য়ো না। ১১।

অহিংসাকে হনন ক'রতে যেও না,
হিংসা উদগ্র শক্তি নিয়ে
তোমাকে সংঘাত হানবে। ১২।

বর্দ্ধনাকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলো না,
সঙ্কীর্ণতা তোমাকে সঙ্কুচিত ক'রে
জাহান্নমের পথ
পরিষ্কার ক'রে তুলবে। ১৩।

অনুশাসন-নিগড়-আবদ্ধ ক'রে
তোমার বর্দ্ধনার পথ
ও আপদ-অব্যাহতির পথ
কখনও সঙ্কীর্ণ ক'রে রেখো না,
বা নিরুদ্ধ ক'রে রেখো না,
অসময়
সেই সুযোগ নিয়ে
তোমাকে গ্রাস ক'রে তুলতে পারে। ১৪।

সম্মানই যদি চাও,
প্রথমেই শ্রেয়নিষ্ঠ অমানী হও,
হৃদ্য হও—
বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে,

আর, আপ্যায়নী অনুচর্য্যা নিয়ে চল—
সতর্ক সমীক্ষায় ;
সম্মানের ভিক্ষুক হ'তে যেও না। ১৫।

সুখ যদি চাও,
সমৃদ্ধি যদি চাও,
একায়িত অনুক্রিয় হ'য়ে
চৌকস চলনে
তা'কে অর্জ্জন ক'রতে হবে—
তা'র অন্তরায় যা'-কিছুকে
বিনায়িত ক'রে,
অতিক্রম ক'রে—
ইষ্টীস্রোতা বাক্, ব্যবহারের সহিত
সক্রিয় সাত্বত অনুচলনে। ১৬।

চাও,
কিন্তু চরিত্রকে দুষ্ট ক'রো না। ১৭।

চাইতেই যদি হয়,
বিনীত হৃদ্য বাক্ ও ব্যবহার নিয়ে
মানুষকে উৎফুল্ল ক'রে চেও,
না-পেলেও যদি বিরক্ত না হও—
চাওয়ার উপযুক্ত কেবল তখনই
তুমি। ১৮।

চেয়ো না—
কর,—

নিষ্পাদন-তৎপরতা নিয়ে
পরিচর্য্যা-প্রবুদ্ধ হ'য়ে,
না চাইতেই পাবে
অনেক সময়
অনেক। ১৯।

তুমি যা' চাইবে—
করার মাধ্যমে,—
ঈশ্বরও তা'ই মঞ্জুর ক'রবেন,
তুমি ভজবে তাঁ'কে যেমন
পাবেও তুমি তেমনি,
নিখুঁত ভজনা
পাওয়াকেও নিখুঁত ক'রে তোলে। ২০।

চাও তো চল—
ঠিক-ঠিক তেমনি ক'রে,
দেশকালপাত্রের বৈশিষ্ট্যানুগ
শুভ-বিনায়নে—
অনুচর্য্যার দরদী অনুকম্পায়
নেওয়া ও দেওয়ার সলীল ছন্দে,—
যা'তে পাওয়াটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে
তোমাকে নন্দিত ক'রে তোলে। ২১।

চাও তো চল,
আর, পেতে হয়
যেমন যেমন ক'রে

তা'ই-ই কর,
আর, এমনি ক'রেই পেতে হয়,
আবার, ব'লতেই যদি হয়,
বল—
হৃদ্য আচারে
সাত্বত ভঙ্গীতে,
যা'তে দরদহারাও
তা'তে মুগ্ধ হয়,
উল্লসিত শুভক্রিয় হ'য়ে ওঠে ;
—তবে তো ! ২২।

শুভ যা'—
যা' পেতে চাও,
যা' করণীয় ব'লে বোঝ,
তা' যথাসত্বর পার—
জোগাড়-যন্ত্র ক'রে
করাই কিন্তু ভাল,
তা'তে তোমার বিবেক-সন্দীপনা
আরো বেড়ে যাবে,
কৃতিমুখর হ'য়ে উঠবে,
জীবনীয় তাৎপর্য্যগুলিও
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে উঠবে। ২৩।

না ক'রে পাওয়া
একটা ফাঁকা পাওয়ার ভড়ং ছাড়া
আর কিছুই নয়,

তাই, শিষ্ট নিষ্ঠা
অনুগতির উচ্ছল প্রস্রবণে
কৃতি-বিজলী নিয়ে
সার্থক হ'য়ে উঠুক—
সার্থকতার স্বস্তিসন্দীপ্ত দীপালী বর্ষণে ;
আর, সব না-করা,
সব ফাঁকি
এমনি ক'রেই
দুনিয়া হ'তে উধাও হ'য়ে চলে যাক্। ২৪।

যেমন চাও
তেমনি কর,
আর, ক'রলেই তা' হবে,
হওয়া হ'তে বঞ্চিত ক'রতে
তোমাকে কেউ পারবে না—
অন্ততঃ যতদিন
তুমি জীবিত আছ,
সার্থকতা তোমাকে
অভিবাদন ক'রবেই কি ক'রবে ;
খারাপ ক'রলে খারাপ হবে,
ভাল ক'রলে ভালই হবে। ২৫।

শোন বলি—
যা' পেতে
বিধিমাফিক যা' যা' ক'রতে হয়,
নিষ্ঠানিপুণ আগ্রহ-উদ্দীপ্ত আবেগে

সমীচীন সুচারু সঙ্গতি নিয়ে
কুশলকৌশলী অনুশীলন-তৎপরতায়
সেগুলি কর,
ক'রে দেখ,
অনুভব কর, বোঝ—
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে;
কর, দেখ, বোঝ—
সুবিন্যাসী সার্থক সঙ্গতিতে,
যা'তে তোমার ব্যক্তিত্বে সেগুলি
অধিষ্ঠিতি লাভ করে,
অভ্যাসে আপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, ঠিক জেনো—
ঐ আপ্তীকরণ-অনুশীলনে
যা' পাওয়া যায়
তা'ই কিন্তু প্রাপ্তি। ২৬।

চাও কী তা' ঠিক ক'রে নাও,
তারপর সেই চিন্তার দ্বারা
চিত্তকে প্রভাবিত ক'রে তোল,—
এমনতরভাবে
যা'তে তুমি তা' নিষ্পাদন ক'রতে
স্ফীতকর্ম্মা না হ'য়েই পার না,
সমস্ত জঞ্জালকে
অর্থাৎ যা' ঐ চাহিদাকে
বিচ্ছিন্ন ক'রে তোলে
সেগুলিকে এড়িয়ে

উপযুক্ত সঙ্গতিশীলতায়
ঐ চাহিদার আপূরণ যা'তে হয়,
তেমনি ক'রেই
তোমার কর্ম্মগুলিকে
নিয়ন্ত্রণ করতে থাক—
বিহিত স্থারিত্যের সহিত
সুযোগের অবহেলা না ক'রে
বরং সুযোগে সমীচীন
সংযোগ স্থাপনে;
এমনি ক'রে
চাহিদায় উপনীত হও,
তখন তা'র প্রাচুর্য্যের চেষ্টায়
সমীচীনভাবে চ'লতে থাক
কৃতিচলন নিয়ে,
এমনি ক'রে,
কৃতকার্য্যতায় নিজেকে
ধন্য ক'রে তোল,
এইতো পাওয়ার তুক। ২৭।

অনুকম্পী অবদান
যা'র কাছে যা' ব'লে গ্রহণ কর—
হাতেকলমে তা'ই ক'রো,
ঐ অবদানের জাত মেরো না;
জাত মারলে তোমার যাচ্ঞায়
কম লোকই অনুকম্পী হ'য়ে উঠবে,

আর, জাত মারা মানেই—
কোন কিছুর জন্যে চেয়ে নিয়ে
তা' না ক'রে
অন্য কিছু করা। ২৮।

পরিচর্য্যা-পরিতৃপ্ত হ'য়ে
তোমার সেবাসন্দীপ্ত
আত্মবিনোদনার জন্য
কেউ যদি কিছু দেয়,
প্রসাদ-প্রদীপনায়
তা' গ্রহণ ক'রো—
আশিস্-বদান্য প্রার্থনায়;
সেই গ্রহণ যেন
দাতাকেও পরিতৃপ্ত ক'রে তোলে। ২৯।

যদি পেতে চাও—
নিজের জন্য কিছু চেও না,
বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যায়
মানুষকে সুকেন্দ্রিক প্রেরণা-উদ্দীপ্ত
ক'রে তোল—
সাধ্যমত দিয়ে, থুয়ে, ক'রে,
যোগ্যতায় উদ্বুদ্ধ ক'রে;
যদি কেউ দেয়,
আর, দিয়ে সুখী হ'তে চায়,
আলিঙ্গন-অনুপ্রেরণায়
ধন্যবাদের সহিত তা' গ্রহণ ক'রো,

তোমার চাহিদা স্বতঃ-স্ফুরণায়
আপূরিত হ'য়ে উঠবে। ৩০।

নিতেই যদি হয়—
প্রবৃত্তির ক্ষুধা আপূরণের জন্য
নিতে যেও না,
সত্তা-পোষণ-প্রয়োজনে নিও,
ঐ নেওয়ার ভিতর-দিয়েও
যা'র কাছ থেকে নিচ্ছ—
সে যেন প্রসাদ-মণ্ডিত হয়,
অন্তরে সম্বর্দ্ধিত হয়,
কিন্তু তা' ক'রতে যেও না—
যা'তে সে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে,
বা তোমাকে দিয়ে
তা'র দিন গুজরান চলনটাও
ব্যাহত হয়,
—সুস্পষ্ট নজর রেখো। ৩১।

তোমার শ্রেয়ানুচর্য্যা অনুবেদনায়
মুগ্ধ হ'য়ে
বা তোমার তৎ-সংশ্রয়ী অনুগতিতে
আপ্যায়িত হ'য়ে,
তোমাকে যদি কেউ কোনপ্রকার
উপহার উৎসর্গ করে,
তোমার কৃতজ্ঞ অনুচলন সার্থক হবে—
যদি ঐ শ্রেয়-সম্পর্কীয় যা'-কিছুর

পরিপালনেই তা' ব্যবহার কর ;
আর, ঐ হ'চ্ছে তোমার সার্থকতার
পরম প্রসাদ,
কারণ, ঐ শ্রেয়ই হ'চ্ছেন
তোমার প্রাপ্তির উৎস। ৩২।

চুরি ক'রো না,
চৌর্য্য-প্রবৃত্তি তোমার বোধনাকে
চুরি ক'রে
ব্যক্তিত্বকে চুরমার ক'রে দেবে। ৩৩।

যদিও ঋণ কর—
হীন হ'তে যেও না কোনক্রমে,
চাহিদার পূর্ব্বেই শোধ ক'রতে
ত্রুটি ক'রো না একটুও কিন্তু। ৩৪।

দেব ব'লে যদি
কা'রও কাছে কিছু নাও
বা ক'রবে ব'লে কা'রও কোন
দায়িত্ব নাও,
স্মরণ রেখো—
সময় মতন তা' দেবেই কি দেবে
বা ক'রবেই কি ক'রবে ;
উপযুক্ত সময়ে
যদি না দিতে বা না ক'রতে পার,
তাহ'লে তৎপূর্ব্বেই

বিনয়ের সহিত
তা'কে জানিয়ে রেখো,
আর, যথাসত্বর দেবার
বা দায়িত্ব উদ্‌যাপন ক'রবার
চেষ্টায় থেকো ;
তা' যদি না কর,
দেখবে—
তোমার পাওয়ার স্থানগুলি তো
সঙ্কীর্ণ হ'চ্ছেই,
তুমিও তোমার বিশ্বস্ততা
হারিয়ে ফেলছ ক্রমে-ক্রমে,
অদূরেই এই বিশ্বাসঘাতকতা
তোমাকে নাজেহাল ক'রতে
অপেক্ষা ক'রছে। ৩৫।

ইষ্টম্ভরি হও,
আত্মম্ভরি হ'তে যেও না,
ঠ'কবে—
দিলেও পাবে না কিছু। ৩৬।

রাজাকে যা' দেয়—
তা' রাজাকেই দাও,
আর, ঈশ্বরকে দেয় যা'
তা' ঈশ্বরকেই দিও। ৩৭।

কুকুরকে—
তোমার কাছে পবিত্র যা'—

তা' দিতে যেও না,
শূকরের কাছে মুক্তো ছিটিয়ে
কি লাভ হবে ?
বরং সেগুলিকে
তা'রা পদদলিতই ক'রবে,
আর, আকৃষ্ট হ'য়ে
তোমাকে আক্রমণ ক'রতে
কসুর ক'রবে কমই। ৩৮।

আশ্রিত থাক,—
কিন্তু বিশ্রামলুব্ধ হ'য়ে নয়,
কর্ম্মতৎপর হ'য়ে—
নিষ্পন্নতাকে আয়ত্ত ক'রতে। ৩৯।

প্রস্তুতি নিয়ে চল—
সব রকমে,
উপাদান ও উপকরণের
প্রকৃষ্ট বিন্যাসে,—
পরাক্রমপুষ্ট ও প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠবে। ৪০।

কথা বিশ্বাস ক'রো কাজে,
কাজ বিশ্বাস ক'রো বিহিত নিষ্পাদনে,
নিষ্পাদন দেখে নিও বিকাশে
অর্থাৎ বিহিত মূর্ত্তনায়। ৪১।

বিশ্বাস কর—
কৃতি-নিষ্পাদনী বাস্তব কর্ম্মে,
কিন্তু কা'রও অসৎ-ক্ষুধাকে নয় ;
তাই, সব সময়
সতর্ক সন্ধিৎসা নিয়ে চ'লো—
অসৎনিরোধী প্রস্তুতিকে বজায় রেখে,
এমনতর ধী নিয়ে
যা'তে
প্রয়োজন মতই ব্যবহার ক'রতে পার। ৪২।

চল—
কিন্তু সুসন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে। ৪৩।

দেখ—
অন্তর-দৃষ্টিকে জাগ্রত রেখে,
বোধ-বীক্ষণাকে দীর্ঘ-প্রসারিত ক'রে। ৪৪।

তোমার সন্দেহ যদি
কোন বিপর্য্যয়কেই অনুমান করে,
বরং নিরোধ-প্রস্তুতি নিয়ে
চ'লতে থাক,
তাই ব'লে—
না জেনে
কা'কেও দোষারোপ ক'রতে যেও না। ৪৫।

কা'রও প্রতি কোনও সন্দেহ
জাগলে—

বরং সতর্ক থেকো,
কিন্তু যে-বিষয়ে সন্দেহ জাগল
তা' প্রকৃতভাবে না জেনে—
ঐ সন্দেহের পাত্রকে
হৃদ্য সমীচীনতায় জিজ্ঞাসা না ক'রে
কোনও সিদ্ধান্ত ক'রে ব'সো না,
বেকুব প্রত্যয় নিয়ে
তা'কে বিপন্ন ক'রো না,
নিজেও বিপন্ন হ'তে যেও না ;
মানুষ যা'তে দোষমুক্ত হয়—
হৃদ্য অনুনয়নে
তা'ই করা ভাল,
তা'কে দোষ-রঙিল ক'রে তোলা
ভাল নয়কো,
তা' তোমার পক্ষেও যেমন
অন্যের পক্ষেও তেমনি ;
তাই, যে বিপন্ন হ'য়েছে
তা'কে ঐ বিপর্য্যয় হ'তে
যা'তে মুক্ত করতে পার—
তা'রই চেষ্টা কর,
এবং দুষ্ট হ'লে
যা'তে সে দোষমুক্ত হয়
যত পার তেমনি ক'রেই চ'লতে
কসুর ক'রো না ;
অপরাধীকে সুকর্ম্ম-তৎপরতায়
শ্রেয়-আরাধী ক'রে
যতই তুলতে পারবে—

নিজের অনুনয়নী হস্ত চলন নিয়ে
তুমিও তোমার মস্তকে
পুষ্পবৃষ্টি ক'রতে থাকবে ততই। ৪৬।

স্পর্শ কর—
কিন্তু দীপ্ত হৃদয়ে,
প্রেয়-মুগ্ধ অনুনয়নে,
সক্রিয় অনুচর্য্যী আবেগ-উৎসারণায়,
ক'রে কৃতার্থ হও,—
সার্থকতা সামছন্দে তোমাকে
আলিঙ্গন ক'রবে। ৪৭।

যে-ব্যাপারেই হো'ক না কেন,
তোমার অনুচর্য্যা-সহচর যা'রা—
তা'দের দিকে নজর রেখো,
তা'রা যেন বিরক্ত না হয়,
বরং উৎসাহ-অনুপ্রাণনায় তোমার
সাথে চলে—
আত্মপ্রসাদলুব্ধ হ'য়ে। ৪৮।

নিগৃহীত যে
তা'কে অনুগ্রহ কর,
তোমার ধারণ-পালনী সম্বেগকে
সক্রিয় ক'রে,
অসৎ-নিরোধী পরাক্রমের

বিহিত বিনায়নায়,
নিগ্রহের কারণকে
অপসারিত ক'রে। ৪৯।

ব্যভিচার বা দুর্নীতিকে
সদাচার ও সুনীতিতে
পরিণীত ক'রতে যদি পার—
তা'ই-ই তোমার মহত্ত্ব,
ওদিগকে পরিপুষ্ট ক'রো না,
দুষ্ট তা'
যা' দুঃস্থিকেই
আবাহন ক'রে থাকে। ৫০।

তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে
উপচয়ী ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
যোগ্যতাকে বাড়িয়ে চল,
আর, তদনুগ মিতি-উপভোগে
নিজেকে বিনায়িত কর,
তোমার জীবন-চলনাকে
আড়ম্বরপূর্ণ ক'রে তুলতে যেও না,
স্বচ্ছন্দতা হ'তে বিচ্যুতি হবে কমই। ৫১।

বাদ-বিড়ম্বনায়
এদিক-সেদিক ছিটকে চলায়
লাভ কী?
বেশ ক'রে খুঁটিয়ে দেখ—

কোথায় সত্তানুচর্য্যী তাৎপর্য্য
কতখানি কেমন সক্রিয়—
সবারই সব দিক্-দিয়ে,
কেন্দ্রায়িত সঙ্গতিশীল অর্থনায়,
বিবেচনা ক'রো তখন। ৫২।

কোন বাদ-বিসম্বাদের উপশম
বা নিরাকরণ ক'রতে গেলেই
দক্ষকুশল ক্ষিপ্রতায়
আশপাশকে ব্যবস্থিত, বিনায়িত ক'রে
তা'র কারণকে নিয়ন্ত্রণ বা নিরাকরণ কর,
নইলে, তা' পরিপুষ্টি পেয়ে
ক্রমশঃই বিড়ম্বনায়
বিব্রত ক'রতে কসুর ক'রবে কমই। ৫৩।

ভাল যা' তা'র কাছে
মধুময় হ'য়ে ওঠ,
বিষাক্ত যা' তা'কে
মধুময় ক'রে তোল—
বিহিত নিরাকরণে,
কিন্তু বিষকে
আপাতমধুর ক'রে তুলো না,—
মানুষ ভুল ক'রে খেয়ে নষ্ট পাবে;
আর, সত্তা-ধ্বংসী অসৎ যা',
তা'ই-ই বিষ। ৫৪।

পারলে
তোমার জীবনচলনার একটি মুহূর্ত্তকেও
অবজ্ঞা ক'রো না—
শুভপ্রসূ কৃতী নিষ্পন্নতায়
বিনায়িত ক'রতে,
এখন যা'কে
অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে ক'রছ,
হয়তো সময়ে সেইটুকুই
তোমার জীবন-ভাগ্যের
একটা উত্তাল উন্নতির
কারণ হ'য়ে উঠতে পারে। ৫৫।

যদি সুবিধা চাও,
বা ঐ সুবিধায় দাঁড়িয়ে
কিছু অর্জ্জন ক'রতে চাও,
তাহ'লেই আগে প্রস্তুত হ'য়ে থেকো—
সুবিধা ও অর্জ্জনের পথে
যেগুলি অসুবিধা আসবে
সেগুলিকে বহন ও বিনায়ন ক'রে
সহ্য ও ধৈর্য্যের সহিত
যা'তে ঐ সুবিধা ও অর্জ্জনকে
আয়ত্ত ক'রতে পার,
নচেৎ তোমার চাওয়া কিন্তু
পাওয়াকে আমন্ত্রণ ক'রবে না। ৫৬।

মেয়েদের সাথে
বেশী মাখামাখি ক'রতে যেও না,

তোমাকে সব সময়ই
সম্ভ্রমাত্মক দূরত্বে রেখে দিও,
ঐ মাখামাখি
প্রিয়পরমের প্রতি
তোমার সক্রিয় বন্ধন
ঢিলেই ক'রে দেবে,
পুরুষদের সম্পর্কে
মেয়েদের বেলায়ও তা'ই-ই কিন্তু। ৫৭।

বৃদ্ধ, বহুদর্শী ও বিজ্ঞদের কথা শুনো—
বিহিত আপ্যায়নায়,
শ্রদ্ধোষিত অন্তঃকরণে,
তোমার জীবন-প্রয়োজনে
যা' প্রয়োজন
তা' গ্রহণ ক'রো—
বিহিতভাবে জেনে নিয়ে,
তাঁ'দের আশিস্-অনুশাসন
অনেক সময়
কৃতিজীবনে বিশেষ কার্য্যকরীই হ'য়ে থাকে। ৫৮।

তোমার হৃদয় বোধিকুশলতাকে
হৃদ্য ক'রে তুলুক,
আর, চর্য্যা বোধিকুশলতাকে
দক্ষ-চাতুর্য্যে
চৌকস ক'রে তুলুক ;
এমনতর হৃদয় ও বোধির

লীলায়িত আলিঙ্গন-গ্রহণে
তুমি চ'লতে থাক—
নির্ভুল পদবিক্ষেপে,
দেশকালপাত্রানুপাতিক। ৫৯।

নরম-গরম চাপ-চর্য্যাকে
যে যত বিহিতভাবে
নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
হজম ক'রতে পারে,
তা'র আকৃতি ও প্রকারও
অর্থাৎ আকার-প্রকারও
তেমনই হ'য়ে থাকে;
সব অবস্থার ভিতরেই
বিহিতভাবে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রো—
হওয়ার পথে প্রয়োজনীয় যা'-কিছু
তা'কে বিনায়িত ক'রে। ৬০।

কা'রো উপর আস্থা রাখতে না পারা
খুব দুঃখের,
কিন্তু তোমার চলন-চরিত্রই যেন
এমনতরই হয়—
কা'রো উপর আস্থা রাখলেও
ঐ আস্থা-স্থাপন
কোনপ্রকার আপদ সৃষ্টি ক'রতে না পারে
বা তা'র ইন্ধনের জোগান দিতে

না পারে ;
—এমনতর সতর্ক চলনেই
চ'লতে থেকো সব সময়। ৬১।

নিয়ম যেখানে ব্যতিক্রমদুষ্ট,
সলীল ও স্বস্তিপ্রসূ নয়,
যা' জীবন-তাৎপর্য্যকে
সঙ্গতিহারা ক'রে তোলে,
চেষ্টা ও চলনকে
ক্ষান্ত ক'রে তোলে,—
সে-নিয়ম সাত্বত নয়কো,
সত্তাকে তা'
সলীল সৌষ্ঠবান্বিত ক'রে তোলে না,
সম্বেদনাও সেখানে দুষ্ট,
বিরোধ-উদ্দীপী। ৬২।

কা'রও সৎ ইচ্ছা ও মত-মতন চ'লেই
তা'র মনের মতন হ'য়ে উঠতে পারা যায়,
মনের মতন যখনই
হ'য়ে ওঠা সম্ভব হয়,
তখন তা'কেও মতের মতন ক'রে
নেওয়া সম্ভবপর হয়—
তা'র যা'-কিছু সবকে
সহ্য ক'রে
বিনায়িত ক'রে
উৎকর্ষে উন্নীত ক'রে—

প্রতুল পরিচর্য্যার
পরাক্রমী প্রীতি-নিয়মনায়। ৬৩।

ইষ্টনিষ্ঠ হও—
কল্যাণস্রোতা হ'য়ে,
আপ্রাণ প্রাণন-প্রস্রবণে
নিরলস আত্মানুশাসনে;
শুভ-সম্বর্দ্ধনী সাত্বত আচরণই
তোমার দৈনন্দিন তপশ্চলন হো'ক,
তোমার সৎ-সাহচর্য্যে
সবাই সক্রিয় ও ফুল্ল হ'য়ে চলুক,
পাপে আঘাত হান,
পাপাক্রান্তকে সুস্থ ক'রে তোল,
লোক-রাখাল হও,
সন্ধিৎসু হ'য়ে দেখ ও কর—
কেউ যেন নষ্ট না পায়। ৬৪।

অর্থগৃধ্নু, স্বার্থলুব্ধ দল
যতই তোমাকে
পরিবেষ্টিত ক'রে রইবে,
তোমার বান্ধব, মিত্র বা
আত্মীয় প্রকৃতপক্ষে কে,
তোমার সে দৃষ্টি ও বোধনা
তা'রা ঝাপসাই ক'রে তুলতে থাকবে;
তাই, তোমার অস্তিত্বই যা'দের
সরাসরি স্বার্থ,

তোমার পালন-পোষণ ও পূরণ-প্রদীপনায়
যা'দের উল্লোল আগ্রহ,
যা'তে তা'দিগকেই
তোমার বেষ্টনী ক'রে রাখতে পার—
সেই দিকেই সমাহারী নজর রেখে
চ'লো। ৬৫।

স্বার্থপর হও—
প্রীতির অর্থ নিয়ে,
প্রীতি-স্বার্থকে ভুলো না,
ক্ষমতায় যা' থাকে—
তা' দিয়ে
অন্যের ভালই ক'রে চল—
বিপদ্-বিপর্য্যয়কে অতিক্রম ক'রে ;
ভাল হওয়া
ভাল পাওয়া—
তা'র পথই হ'চ্ছে,—
ভাল করা
ভালবাসা। ৬৬।

তোমার প্রতিবেশীকে তো
ভালবাসবেই—
সক্রিয় শুভেচ্ছা-পরায়ণ হ'য়ে,
এমন-কি, তোমার শত্রুকেও ভালবেসো—
অমনতর শুভেচ্ছা-পরায়ণ হ'য়ে,

এমন-কি, যা'রা তোমাকে নির্য্যাতন করে
তা'দিগকেও—
বিহিতভাবে সুবিবেচী হ'য়ে,
মনে রেখো—
ঈশ্বর সবাইকেই ভালবাসেন,
পাপীকেও যেমন
পুণ্যবান্‌কেও তেমনি,
তবে পুণ্যবান্ যা'রা—
তা'রা ঈশ্বরকে উপভোগ ক'রতে পারে
বিহিতভাবে ;
ঈশ্বর কিন্তু কোথাও কৃপণ হন না,
তোমাদের স্বর্গীয় পিতার মত,
পাতা-পরিত্রাতার মত
সব দিক্-দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
সক্রিয় তৎপরতায়
পবিত্র হ'য়ে ওঠ। ৬৭।

বস্তুই বল,
বিষয়ই বল,
আর, ব্যাপারই বল,
আগে বোঝ—
বেশ করে খুঁটিনাটি নিয়ে,
শুভশালিনী অনুনয়নায়
যা' বলবার ব'লো,
যা' ক'রবার ক'রো,
না-বুঝে বেকুবের মতন

অন্যের কল্যাণকর কৃতি-চলনকে
ব্যাহত ক'রতে যেও না,
তা' অশুভকেই সাহায্য ক'রবে ;
যদি সাহায্য ক'রতেও হয়,
সে যা' ক'রছে—
ঐ তালে তাল রেখে ক'রো,
যা'তে ব্যর্থ না হ'য়ে ওঠে সে। ৬৮।

কোন বিষয় বা বস্তু
ব্যবহার ক'রবার পূর্ব্বেই
তা'র আদ্যোপান্ত যা'-কিছু
খুঁটিনাটি শুদ্ধ
তন্ন-তন্ন ক'রে দেখে নিও,
চিনে নিও,
পরীক্ষা ক'রে নিও,
আর, কখন কেমন ক'রে
কী ভাবে তা'কে রক্ষা ও ব্যবহার ক'রলে
বিহিত হয়
তা' অবহিত হ'য়ে নিও—
বিহিত জ্ঞানতৃষ্ণা নিয়ে,
স্বতঃ-অনুসন্ধিৎসায় ;
এতে ভ্রান্তি তোমাকে
নটখটে ফেলবে কমই,
আর, তা' ছাড়া
পরিচয় ও পরীক্ষা হবে অনেক
যা'তে তোমার বোধসত্তাও
সজাগ হ'য়ে

তোমাকে তৃপ্তই ক'রে তুলবে—
কৃতি-অবলোকনায়। ৬৯।

বেতাল চালে চ'লো না,
আবোল-তাবোল ব'লতে যেও না,
আচার্য্য-নিষ্ঠ একমনা অনুনয়নে
অনুগতির সার্থক-সন্দীপনায়
যা'-কিছুকে বিনায়িত ক'রে
সার্থক সঙ্গতির অন্বিত তৎপরতায়—
যা' তোমার ও সবার
সত্তা ও স্বার্থকে
আপোষিত ক'রে—
শুভ সামসঙ্গীতে
তা'ই-ই বল, তা'ই-ই কর,
তেমনই চল,
তোমার সব আবোল-তাবোল
ঘুচে যাক,
সব বেতাল চলন তালিম হ'য়ে উঠুক,
তুমি সার্থক হ'য়ে ওঠ। ৭০।

শপথ বা দিব্যি ক'রতে যেও না,
আবার, অভিশাপও দিতে যেও না,
অমনতর করা মানেই
তোমার বা অন্যের ব্যক্তিত্বের বা সত্তার
বিপরীত অনুধ্যায়িতাকে
সূচনা ক'রে রাখা,

যা' তোমাকে বা অন্যকে
ঐ বিরুদ্ধ অনুধ্যায়িতার
শিকার ক'রে তুলবে,
'হ্যাঁ-না'-এর ভিতর-দিয়েই
যা'-কিছু ব'লবার তা' ব'লো,
আর, ক'রোও তেমনি—
শুভপ্রসূ ক'রে,
এর বেশী বলা কিন্তু
অন্তঃস্থ গুপ্ত শাতন-প্রেরণারই
উস্কানি প্রায়শঃ। ৭১।

ঔচিত্যকে নির্ণয় কর—
সাত্বত সমীক্ষায়;
সমীচীন বা কী
আর, নয় বা কী,
কোন্ পথ ধ'রে চ'লবে,
—জেনে তা'তে নিশ্চয় হও;
অন্যের দোষত্রুটি যা'ই থাক,
সম্ভবমত তা'কে উপেক্ষা ক'রে
নিজের দোষত্রুটিগুলিকে ধর,
সঙ্গে-সঙ্গে ঐ নিশ্চয়ে নিশ্চল হ'য়ে
নিশ্চয় চলনে চল,
অটল হ'য়ে চল,
আর, তা'
আচারে-ব্যবহারে, কথায়-কাজে—
অসৎ যা'

অস্তিত্বের হানিকর যা'
তা'কে প্রশ্রয় না দিয়ে। ৭২।

দুঃখ দেখেই ঘাবড়ে যেতে নেই,
দেখতে হয়—
তা' সুখ বা প্রস্বস্তির আমন্ত্রক
না সঙ্কীর্ণতার আমন্ত্রক !
যে-প্রবণতার উপর দাঁড়িয়ে
ঐ দুঃখের উদ্ভব হ'য়েছে
তা' সৎ বা অসৎ
সু বা কু ;
সৎ বা সু হ'লে
দুঃখ ক'রবার কিছু নেই—
তা'র ভবিষ্যৎ ভাল,
যতদূর পার তা'কে সাহায্য ক'রো,
আর, অসৎ বা কু হ'লে
তা' কিন্তু ঘাবড়াবারই কথা,
তাই, বিহিতভাবে চেষ্টা কর—
যদি তা'র মোড় ফিরিয়ে দিতে পার। ৭৩।

সতর্ক থাক—
শুভ-সন্দীপনা নিয়ে,
ঐ সাবধানী সন্দীপনাকে
ধাতস্থ ক'রে নিয়ে—
দক্ষ অবধানে,
—দৃষ্টি, বোধ, বিবেচনাকে এড়িয়ে

কোন-কিছুই যেন ফস্কে না যেতে পারে,
প্রয়োজন-অনুপাতিক
যা'-কিছুকে বিহিতভাবে
যেন ব্যবহার ক'রতে পার—
কল্যাণ-কলতানে
সপরিবেশ নিজেকে
সুকম্পিত ক'রে। ৭৪।

চ'লতে, ব'লতে, ক'রতে
সার্থক সঙ্গতিশীল অন্বিত আপ্যায়না নিয়ে
উদ্যমী সাহস
ও সম্বোধী বিবেচনার সহিত
বাস্তবতার সুযুক্ত সন্নিবেশ নিয়ে
ক'রতে অভ্যাস কর,
কল্পনার ঘুঘু হ'য়ে
চ'রে বেড়ালে
বাস্তব সার্থকতায়
কিছু হ'য়ে উঠবে না;
তাই, উদ্যমী সাহস-সন্দীপ্ত
অভিনিবেশের সহিত
বাস্তব সঙ্গতির সহযোগিতা নিয়ে
সাত্বত শুভ-সম্বৃদ্ধির যা'-কিছু
নিষ্পন্ন ক'রতে
অভিলাষী হও। ৭৫।

যা'র যা' ভাল,
তা'কে উচ্ছ্বসিত ক'রে তোল—

বাক্যে, ব্যবহারে,
আচরণ-উৎসারণায়,
আর, মন্দ যা'
তা'কে পরিশুদ্ধ ক'রে তোল—
পুণ্য-অনুচর্য্যায়,
ঢাক বাজিয়ে তা'কে নিন্দিত না ক'রে ;
মনে রেখো—
তোমার প্রতি তোমার যেমন দায়িত্ব,
অন্য যে কা'রও বেলায়ও
তা'ই কিন্তু ;
মন্দ যেখানে আয়ত্তের বাইরে,
সেখানে যেখানে যেমনতর বিহিত
তা'ই ক'রো—
কিন্তু হৃদ্য পরিশুদ্ধি-সম্বেগ নিয়ে
উৎক্রমণী অনুদীপনায়। ৭৬।

শাসন কর—
যখন যা'কে যেমনতরভাবে প্রয়োজন,
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
সঙ্গে-সঙ্গে তোষণের এমন প্রলেপ
দিতে হবে,
যা'তে ঐ শাসন তা'র কাছে
আত্মপ্রসাদের হ'য়ে ওঠে—
সমস্ত বিকারকে এড়িয়ে ;
আর, ঐ শাসন
কৃতি-সম্বেগে
অন্তঃকরণে গ্রথিত হ'য়ে

যেন তা'র ব্যক্তিত্বে
কৃতি-বিভব সৃষ্টি করে;
এতে শাসক-শাসিত
উভয়েই তৃপ্তি পাবে
অনেকখানি। ৭৭।

তোমার হুকুমদারী কে সহ্য ক'রবে?
—যদি প্রীতি-প্রসন্ন তামিলদার
না হও!
তামিলী অনুচলন,
আগ্রহ-উদ্দীপিত অনুচর্য্যা,
প্রিয়-প্রতিষ্ঠ অনুনয়নী তৎপরতা
মানুষের অন্তঃকরণকে
আকৃষ্ট ক'রে তোলে—
শ্রদ্ধাবনত বিনীত অভিবাদনে,
আর, হুকুম তখন
মানুষকে কৃতার্থ ক'রে তোলে;
দাবী বা দাপটের তোড়ে
হুকুম মানানো যায় না কাউকে,
—যদি সত্তাপোষণী তামিলী অনুচর্য্যা
না থাকে,
ইষ্টানুচর্য্যী অনুক্রিয় তৎপরতায়
তুমি তামিলদার হও,
হুকুম ক'রতে হবে কমই,
এতটুকু হুকুম যদি কখনও কর—

তা' তামিল ক'রে
মানুষ কৃতকৃতার্থ হ'য়ে উঠবে,
ভেবো না—
লেগে যাও। ৭৮।

মানুষের বোধানুভাবিতা
ও খেয়ালপ্রবণতার দিক—
বেশ ক'রে খুঁটে-খুঁটে
নজর দিয়ে রেখো,
কিসে কেমনতরভাবে কোন্ ফাঁকে
কী অনুবেদনার ভিতর-দিয়ে
খেয়ালগুলির আবির্ভাব হয়—
তা' ভালই হো'ক
আর, মন্দই হো'ক,—
সেগুলিকে বুঝো,
জেনো,
শুভ-সন্দীপনী তৎপরতায়
যথাসম্ভব সেগুলিকে
নিয়ন্ত্রিত ক'রো—
ঐ বোধানুভাবিতাকে উস্কে দিয়ে,
শুভ-প্রণোদনায় অনুপ্রাণিত ক'রে,
এতে শুভ-সন্দীপনী প্রেরণা
সঞ্চার ক'রে
মানুষকে সক্রিয় ক'রে তোলবার
অনেকখানি সুবিধা হয়,
এবং তা'র উপর ভর দিয়েই

সে যোগ্যতা আহরণ ক'রতে পারে
ও ক্রিয়া-কুশল হ'য়ে ওঠে। ৭৯।

আচারে, ব্যবহারে
কথায়, কাজে
অন্তর-অনুবেদনায়
যেমনতর
অভিব্যক্তি নিয়ে
সক্রিয়ভাবে চল তুমি,
সেইগুলিই তোমার নীতি ;
তা' যদি সু হয় তো সুনীতি,
আর, কু যদি হয় তো কুনীতি ;
নৈতিকতা মানসিক কল্পনা নয়কো,
মানসিক ভাবের সাথে
চলন-চরিত্রের রকমের
যেখানে যত ব্যতিক্রম,—
তা' কিন্তু বিকৃতিরই ব্যঙ্গ ছাড়া
কিছুই নয়কো ;
মানসিক ভাব যখন
কর্ম্মে অভিব্যক্তি লাভ করে,
তা'ই তোমার আসল সম্পদ্—
চারিত্রিক অভিব্যক্তি। ৮০।

প্রাচীন প্রাজ্ঞদের
বাস্তব জ্ঞানভূমিতে দাঁড়িয়ে
আরোর পথে চল,

যে আরোর সার্থক সঙ্গতি থাকে—
ঐ প্রাচীনের সাথে,
আর, সঙ্গতিহীন যা',
নিশ্চয়ীকৃত, চৌকস, অন্বিত অর্থ-বর্জ্জিত
যা',
যা' পারম্পর্য্যকে ব্যাখ্যা ক'রতে
পারে না—
বাস্তব বিনায়নে,—
এমনতর বিধিবিজ্ঞান
অবান্তরই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ—
ছিন্ন বা ছন্ন অনুক্রমণায় ;
তাই, যা'-কিছুই গ্রহণ ক'রতে চাও,
সন্ধিৎসার সহিত
দক্ষ নৈপুণ্যে
তা'র সঙ্গতি-অবধান তৎপর হও—
চৌকস দৃষ্টি নিয়ে,
তবে তা'কে নিশ্চিতভাবে
গ্রহণ কর। ৮১।

কেউ যদি তোমাকে নমস্কার করে,
ইষ্টস্মরণে প্রতিনমস্কার ক'রো—
প্রণত অন্তরে ;
ইষ্ট ও ইষ্টার্থে লক্ষ্য রেখে
অন্তরে প্রার্থনা ক'রো—
'শ্রদ্ধাপূত শুভ-সম্বর্দ্ধনায়
তুমি ও তোমরা
নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বেঁচে থাক' ;

যেখানে সম্ভব হয়,
সঙ্গে-সঙ্গে আরো প্রার্থনা ক'রো—
'তোমার বা তোমাদের বাপ-মা,
ভাই-বোন, পুত্র-কলত্র,
সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন,
বন্ধুবান্ধব, পরিবার-পারিপার্শ্বিক সহ
নীরোগ সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে
বেঁচে থাক,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের
সাত্বত শুভ-সম্বর্দ্ধনী পরিচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
কৃতি-সন্দীপনায়
নিষ্পন্নতার আত্মপ্রসাদে
শুভে সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে চল,
এমনি ক'রেই প্রত্যেকে
অযুত আয়ু নিয়ে বেঁচে থাক—
প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিতৃপ্তি
অর্জ্জন ক'রে';
যত পার,
এমনি ক'রে সবাই
স্বাস্থ্য, ধী ও আয়ুর অধিকারী হও,
কৃতিদীপ্ত শুভ-সম্বর্দ্ধনী হও। ৮২।

জিনিষপত্রগুলি
এমনভাবে রাখ,
বলাগুলি
এমনতর বিনায়নে বল,
করাগুলি

এমনিভাবে কর,
তোমার চলনগুলি
এমন তালে নিয়ন্ত্রিত কর,
যা'তে কোনরকম বাদ-বিবাদের
স্থষ্টি না হয়
বা ঠোকাঠুকি লেগে
কোনপ্রকার আপদকে
আমন্ত্রণ করা না হয়;
সন্ধিৎসাপূর্ণ ধী-র সহিত
একটু নজর রেখে চ'ললেই
এগুলিকে
অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে,
কর—
স্থবিধা পাবে অনেক। ৮৩।

অন্যের কোন বিষয়
বিচার ক'রবার পূর্ব্বেই
পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিজেকে
বিচার ক'রে দেখ,
আর, অন্যকে যেমনতর
বিচার ক'রবে তুমি—
তুমি তা'দের দ্বারা বিচারিত হবে
তেমনতর,
তোমার ব্যবহার তা'দের প্রতি
যেমনতর—
যতই তা'রা তোমাকে বুঝতে পারবে—
তা'দের ব্যবহারও তোমার প্রতি

তেমনতর হ'য়ে উঠতে থাকবে ;
তুমি তোমার নিজের অন্তঃকরণে
পাহাড়ের মত আবর্জ্জনা পোষণ ক'রেও
অন্যের অন্তঃস্থ এতটুকু বালুকণাকেও
সহ্য ক'রতে পার না,
লহমায় দোষদুষ্ট ব'লে
ব্যাখ্যা ক'রে থাক,
—এই তোমার ভাব,
কারণ, তুমি নিজেই ভারাক্রান্ত,
আগে নিজেকে শোধরাও,
তখন বুঝতে পারবে—
কী ক'রে তা'কে শোধরাতে হয়,
কায়দাও পাবে তেমনি। ৮৪।

যে ভঙ্গী, রকম বা কথা
সরাসরিভাবে সবারই হৃদ্য ও শুভপ্রসূ,
তা' সবার ভিতরেই ব'লো,
আর, যে কথা বা আচরণ
কা'রও পক্ষে ভাল.
আবার, কা'রও পক্ষে মন্দ,
তা' সুকৌশলে
যেমনতর ব'ললে বা ক'রলে
শুভপ্রসূ হয়—
তা'ই ক'রো,
বলাবলিতে যোগ দিয়ে
বিরোধ সৃষ্টি ক'রতে যেও না,

আবার, যে-কথা ব'ললে
কা'রও পক্ষেই শুভপ্রসূ হয় না—
সে-কথা কা'রও কাছেই
ব'লতে যেও না,
সংশুদ্ধির জন্য যদি ব'লতেই হয়—
যিনি তোমার পক্ষে শ্রেয়
ও তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী,
বেতালিম কথা বা কা'রও মন্দ কথা
কা'রও কাছে
শুভ-নিয়মনী ক'রে ছাড়া
যিনি বলেন না,—
এমনতর যদি কেউ থাকেন,
তাঁ'র কাছেই ব'লো,
না ব'লতে পারতো
ভেবে-চিন্তে চেষ্টা ক'রে
যেমন ক'রে
যেমনতরভাবে
সংশুদ্ধি লাভ করা যায়—
তা'তেই প্রযত্নশীল হ'য়ো। ৮৫।

তোমার প্রিয়পরম যিনি,
যিনি তোমার ইষ্টদেবতা,
ক্লেশবাহী অনুক্রিয়া-তৎপর
অর্জ্জনা হ'তে
যা' তোমার পক্ষে সম্ভব—
তা' তাঁ'কেই ভিক্ষা দিও,

যদি পার,
তাঁ'র কাছে ভিক্ষা নিতে যেও না,
ধৃতি-পরিচর্য্যী এই দান
তোমার বদান্য প্রেরণায়
আপূরিত হ'য়ে
সামগ্রিক কল্যাণে
বিভূতি রচনা ক'রবে ;
তাঁ'র হ'তে নেওয়াই মানে
ঐ রচনাকেই ছিন্ন ক'রে তোলা,
চর্য্যানিরত অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে
তঁদনুচর্য্যী তৎ-প্রতিষ্ঠ কর্ম্ম-নিয়োজনায়
ব্যয়িত অর্থ
সার্থকতায় উন্নীত হ'য়ে
বিভবেরই স্রষ্টা হ'য়ে থাকে ;
বিহিত চলনে বিভবের অধিকারী হও—
তোমার অন্তর-বাহিরে
সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন বিভবে
অধিষ্ঠিত থেকে,
এই এমনতর বিভবেই
বিভু অনুসৃত থাকেন। ৮৬।

তোমার জীবনে যে বা যা'
প্রাধান্য লাভ করেনি—
কৃতিচর্য্যা নিয়ে,
তা'কে কেন্দ্র ক'রে
তোমার জীবন বোধবিন্যস্ত

প্রজ্ঞা-সমন্বিত কৃতি-কুশলতায়
অভিষিক্ত হ'য়ে উঠবে কি ক'রে ?
আর, তুমি তা'তে
ঐশ্বর্য্যবান্‌ই বা হ'য়ে উঠবে কি ক'রে ?
তাই, যদি চাও—
যা' চাও,
তা' নিয়ে উদ্দাম হ'য়ে ওঠ,
তোমার জীবনে প্রধান হ'য়ে উঠুক তা',
আর, সেই প্রাধান্যে
কৃতিকুশল তৎপরতায়
অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠ—
আয়ু, বল, বীর্য্য নিয়ে,
ঐশ্বর্য্য ভরপুর হ'য়ে উঠুক তোমাতে,
তুমি সবারই আপূরয়মাণ হ'য়ে ওঠ। ৮৭।

যা'ই কিছু হো'ক না—
দেখ, শোন, বোঝ ;
কিসে কী উপকার সৃষ্টি করে,
আর, অপকারই বা সৃষ্টি ক'রতে পারে
কী—
সমীচীন অভিনিবেশ নিয়ে
সেগুলিকে অনুধাবন কর ;
উপকারী যা'-কিছু,
ভাল যা'-কিছু
বোধ ও কৃতি-নিয়ন্ত্রণে
সেগুলিকে উচ্ছল ক'রে তোল,
আর, অপকারী যা'-কিছু

সেগুলিকে এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত কর
বা ব্যবস্থা কর—
খরদৃষ্টি নিয়ে,—
যা'তে তা'কে বিহিতভাবে
নিরোধ ক'রতে পার—
তা' তোমার নিজের ব্যাপারেই হো'ক
বা অন্যের ব্যাপারেই হো'ক ;
নিষ্ঠানন্দিত এমনতর চলনা
তোমার ব্যক্তিত্বকে
কল্যাণস্রোতা ক'রে তুলবে,
কল্যাণ-নন্দনায়
নন্দিত হবে তুমি,
আর, নিস্তারের অধিকারী হবে অনেক। ৮৮।

প্রীতির মুখোশপরা
ফাঁকিবাজ প্রণয়ের
হাতে প'ড়ো না,
যে বা যা'রা পোষক নয়
শোষক-প্রবৃত্তি নিয়ে চলে-ফেরে—
এমনতরদের হাতে প'ড়লে
অন্তর্বেদনায়
ক্লিষ্ট হ'য়ে প'ড়বে,
তা'র চেয়ে বরং
যা' ক'রবার তা' ক'রে যাও,
প্রত্যাশা ক'রতে যেও না
কা'রো কাছে,
বিনা প্রত্যাশায়

তোমাকে যে যা' দেয়—
তা'কে প্রীতি-অর্ঘ্য ব'লে
গ্রহণ ক'রো ;
শিষ্ট অনুশীলনী তাৎপর্য্যে
নিজেকে
বিহিত বিশিষ্ট ক'রে তোল—
আচার-ব্যবহার, চালচলন
ও তা'র সাথে কুলমর্য্যাদা নিয়ে,
ব্যক্তিত্বের দ্যুতি
ফুটে উঠবে,
তোমার সংস্রব
অনুশীলন-তৎপর
শিষ্ট আচার ও ব্যবহার-পরিচর্য্যায়
অন্যকেও সাহায্য ক'রবে,
কষ্টের বদলে
তৃপ্তি পাবে অনেক। ৮৯।

যিনি তোমার দাঁড়া,
যাঁ'কে অবলম্বন ক'রে
তুমি বা তোমরা
আরোতে উৎকীর্ণ হ'য়ে চ'লেছ,
যাঁ'র জীবন-অর্জ্জনার উপর দাঁড়িয়ে
যেমন ক'রেই হো'ক
নিজের বা নিজের যা'রা—
তা'দের অস্তিত্বকে
পরিচালিত ক'রতে পেরেছ,
তোমার লাখ উন্নতি হো'ক,

তুমি বা তোমরা
যতই উচ্ছল হ'য়ে ওঠ না কেন,
নিজের উন্নতির বার্ত্তা ব'লতে গেলেই
আগে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে
তাঁ'রই কথা ব'লে
তোমার আত্ম-বিবরণ ব্যক্ত ক'রো ;
ঐ বন্দনা তোমার আত্ম-বিবরণকে
শ্রদ্ধাঞ্জলি-অভিদীপ্ত ক'রে
আরো প্রসাদ-মণ্ডিত ক'রতে থাকবে,
বলা ও ব্যবহারের
এতটুকু বিনয়ী হৃদ্য অনুকম্পিতা
তোমার আরোর পথকে
মসৃণ ক'রে তুলবে,
তোমার উন্নতি-চলনা
সহজ ও হৃদ্য হ'য়ে উঠবে,
উপভোগ ক'রবেও সবাই
তোমাকে তেমনি ক'রেই । ৯০ ।

অপরাধী যে—
হৃদ্য অনুকম্পী অনুচর্য্যায়
তা'কে এমন অনুতপ্ত ক'রে তোল,
যে-অনুতাপে
তা'র ঐ অপরাধ-প্রবৃত্তি
পুড়ে ছারখার হ'য়ে যায়,
তোমাকে সে বান্ধব ব'লে
আলিঙ্গন না ক'রেই যেন পারে না,
আর, যা'র কাছে সে অপরাধ ক'রেছে—

তা'র প্রতি তা'র আলিঙ্গন-উৎসারণী
আগ্রহকে
যেন স্বতঃ-উৎসারণশীল
ক'রে তুলতে পারে—
স্মিত আশিস্-আবর্ত্তনায় ;
অপরাধকারীকে
অপরাধে জ্বলন-ধুক্ষিত ক'রে তুলছ
কেবলই,
অথচ অনুতাপের ইন্ধন দিয়ে
যদি তা'কে
অনুতপ্ত ক'রে তুলতে না পার—
বান্ধব-অনুচর্য্যায়,—
তোমাকে সে বান্ধব ব'লে
গ্রহণ ক'রতে পারবে না ;
তাই, অনুকম্পী অনুচর্য্যা-পরায়ণ হ'য়ে
অনুতাপের আহুতি-জ্বলনে
তা'কে বিদগ্ধ ক'রে তোল,
আর, এ যত ক'রতে পারবে—
তা'র সঙ্গে তোমার বান্ধব-সংহতিও
তত অটুট হ'য়ে উঠবে। ৯১।

তুমি মানুষের তৃপ্তিপ্রদ হও,
শুভপ্রদ হ'য়ে ওঠ—
ইষ্টানুগ কল্যাণস্রোতা অনুচলনে,
তোমার বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যা
যেন সবাইকে নন্দিত ক'রে চলে,

কা'রও অশুভ বা অতৃপ্তিজনক
বাক্য, ব্যবহার
বা অবজ্ঞাসূচক যথাসম্ভব কিছুই
ক'রতে যেও না,
তোমার সান্নিধ্য পেয়ে
উৎফুল্ল হ'য়ে উঠুক সবাই,
তোমার সাত্বতবার্ত্তায়
মুগ্ধ হ'য়ে উঠুক,
আর, সক্রিয় মুগ্ধ আমোদে
এমনতর অনুশীলন-তৎপর হ'য়ে উঠুক
যা'তে তা'রা নিজেরাও ভাল থাকে,
আবার, অন্যকেও স্বস্তি-সম্পন্ন
ক'রে তুলতে পারে ;
নিজের দম্ভ, অভিমান ও আত্ম-গৌরবের
প্রশ্রয় দিও না,
সবার কাছে ছোট হ'য়েই থেকো,
আর, আচরণে গৌরবমণ্ডিত হ'য়ো ;
এই সিদ্ধান্ত
অন্তঃকরণে অটুটভাবে এঁটে নাও,
আর, তেমনি ক'রে চল
ভেবে-চিন্তে ;
বিহিত অনুকম্পার সহিত
তোমার বাক্য, ব্যবহার
ও অনুচর্য্যী আচরণগুলিকে
অমনি ক'রে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তোল ;
অন্ততঃ এতটুকুতেও অভ্যস্ত হও,
তুমিও সুখী হবে,

অন্যেও সুখী হ'য়ে উঠবে
তোমার সান্নিধ্য পেয়ে। ৯২।

বাস্তব শুভ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
যেখানে যা'ই কর না কেন—
তা' যেন ইষ্টীপূত হ'য়ে ওঠে,
ইষ্টার্থ-সার্থকতায়
যেখানে যেমনতর বিনিয়োগ প্রয়োজন
সেখানে তা'ই ক'রো,
আর, প্রয়োজনের মাত্রাই হ'চ্ছে
তেমনতর প্রযোজনা যা'তে প্রয়োগ ক'রছ—
তা'রও স্বস্থ হ'য়ে উঠবে,
পরিবেশেরও হবে,
তুমিও প্রসাদ-মণ্ডিত হ'য়ে উঠবে;
সার্থক সুবীক্ষণী তৎপরতায়
পরিবেশের ও তোমার নিজের
চার আলের হিসাব রেখে
সুসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে
যেখানে যা' যতটুকু প্রয়োজন
তা'ই ক'রো—
খুব সাবধানে,
এর কোন দিকটা ধ্ব'সে গিয়ে
বিপদ ও বিড়ম্বনা
অবশ্যম্ভাবী না হ'য়ে ওঠে—
এমনতর দক্ষ চতুর চলনে
নিজেকে সক্রিয় তৎপর ক'রে
নিয়োজিত ক'রো,

আর, এই নিয়োজনা
পরম সার্থক কৃতকৃতার্থতায়
যেন হৃষ্ট হুঙ্কারে ব'লে ওঠে—
ইয়া গুরুজীকী ফতে,
ইয়া গুরুজীকী খালসা। ৯৩।

সৎসন্দীপনা—
যা' আসে তোমার অন্তঃকরণে—
পর্য্যায়ী তাৎপর্য্যে
প্রয়োজনের আগ্রহ ও আবেগ-অনুপাতিক—
তা'কে ব্যর্থ হ'তে দিও না,
কৃতকার্য্য হবেই কি হবে;
হওয়ার উর্জ্জনাকে
এমনতরভাবে
দীপ্ত কৃতিসম্বেগী ক'রে তোল—
আচার-ব্যবহার, চালচলন
যা'-কিছুর সমন্বয়ে
অভীষ্ট সময়ে
অস্খলিতভাবে
তা' যেন কৃতীই হ'য়ে উঠতে পারে—
কৃতার্থতার আশিস্ আবাহন ক'রে;
অসৎ যা'-কিছু আসবে—
নিজেই
সুবীক্ষণী তৎপরতায়
সেগুলিকে
নিরোধ ক'রবেই কি ক'রবে,

তা'তে এতটুকুও শ্লথ হ'য়ো না,
শ্লথ-সন্দীপনা কিন্তু
প্রবৃত্তিকেই
উচ্ছল উদ্দীপনায়
অধিকতর সম্বেগশালী ক'রে তোলে,—
যে-প্রবৃত্তি
সত্তার শিষ্ট সন্দীপনাকে ব্যাহত করে;
ইষ্টনিষ্ঠায় নিবিষ্ট হ'য়ে
নিবেশ-তৎপরতায়
সৎসন্দীপনার যা'-কিছু আছে
বিহিতভাবে
তা'কে সার্থক ক'রে তুলে
তোমার ব্যক্তিত্বকে
বিভবমণ্ডিত ক'রে তোল—
বিভূতির হওন-তাৎপর্য্যে,
নিজে তো সার্থক হবেই,
অন্যকেও সার্থক ক'রে তুলবে। ৯৪।

যে-নীতিই বল না কেন,
তা' ব্যক্তিগত নীতিই হো'ক,
সমাজগত নীতিই হো'ক,
অর্থনীতিই হো'ক,
রাজনীতিই হো'ক,
ন্যায়নীতিই হো'ক,
বিবাহ বা যৌননীতিই হো'ক,
ফল কথা, যে-নীতিই হো'ক না কেন,
তা' যদি সব দিক্-দিয়ে

সব যা'-কিছু নীতির আপূরণে
সুসংহত হ'য়ে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
পারম্পরিক অর্থে
বিনায়িত হওতঃ
সাত্বত জীবনকে
সুনিয়ন্ত্রিত কৃতিসন্দীপনায়
সম্বুদ্ধ ক'রে
আপূরিত ক'রে তুলতে না পারল,
তা' যা'ই হো'ক,
তা' কোথাও ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সম্বর্দ্ধনার
সামদীপনায়
সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছে
বা ক'রতে পারে—
তা' কিন্তু দেখা যায়নি ;
আবার, বাদও কিন্তু তেমনি ;
তাই, নীতিই বল,
বিধিই বল,
বা বাদই বল,
তা' যদি সব দিক্-দিয়ে
সব তাৎপর্য্যে
সংহত ও সমাহিত হ'য়ে
সার্থকতায়
প্রতিটি জীবন-সহ পরিবেশকে
সৌষ্ঠব-সন্দীপ্ত ক'রে না তুলতে পারে—
কৃতিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,—
তা' কিন্তু পূরয়মাণ হ'য়ে উঠতে পারে না

ব্যষ্টি ও সমষ্টির কাছে;
তাই বলি—
সুসংহত, সমীচীন, সাত্বত যা'
তা'ই সব নীতি, বিধি বা বাদের
পরম বেদী;
আর, তা'ই কিন্তু ধর্ম্ম। ৯৫।

যে নীতি, বিধি বা অনুশাসন—
যা'ই হো'ক না কেন,
তা' যদি জীবনীয় ধৃতিস্ফূর্ত্ত না হয়
অর্থাৎ ধারণ-পালন ও পোষণস্ফূর্ত্ত
না হয়—
সহজ ও সলীল উৎসারণায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে,—
তা' কিন্তু খুঁতদুষ্ট,
তা'কে
ঐ খুঁত বা ব্যতিক্রম এড়িয়ে
পরিশুদ্ধ ক'রে যদি না নাও,—
তা' জীবনীয় হ'য়ে উঠবে না,
ধারণ-পালন-পোষণসিদ্ধ হ'য়ে
উঠবে না;
তাই, আত্মিক উৎসারণী হ'য়ে
উঠবে না;
তাই, নীতি, বিধি বা অনুশাসন—
তা' রাজনীতিই হো'ক
আর, কূটনীতিই হো'ক,
প্রত্যেকটি হিসাবেই হো'ক

আর, সামগ্রিক হিসাবেই হো'ক,
সব সময়েই নজর রেখো—
তা' যেন সাত্বত উৎসারণশীল
হ'য়ে ওঠে,
জীবনীয় ধৃতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—
শ্রমসুখ সন্দীপনা নিয়ে,
ধারণ-পালন-পোষণ-সংরক্ষণী হ'য়ে ওঠে—
প্রাচীনের পাদমূলে দাঁড়িয়ে,
কৌলিক বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত না ক'রে
ঐতিহ্যের সাত্বত বেদী-পীঠে
অধিষ্ঠিত থেকে,
সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত
অভিদীপনী উৎসর্জ্জনা নিয়ে
অব্যাহতভাবে,
ঐ প্রাচীনেরই নবায়িত নবীনের
নব দ্যোতনায়,
অসৎ-নিরোধী তৎপরতায়,
কাউকে অযথা বিব্রত ক'রে না তুলে ;
এর খাঁকতি
জীবন-চলনার ব্যতিক্রমই
নিয়ে আসবে কিন্তু ;
উৎকর্ষ ও উদ্বর্দ্ধন
যা'তে ধৃতি-নিয়মনায়
সুসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
তা'ই ক'রে চ'লো—
ঊর্জ্জনার জীয়ন্ত তাৎপর্য্যে অধিষ্ঠিত থেকে ;
আর, তা'ই-ই কিন্তু

কল্যাণপ্রসূ সম্বর্দ্ধনার
দীপালী অভিযান। ৯৬।

তোমার অবস্থা ও চাহিদায়
অনুকম্পাশীল হ'য়ে
কেউ যদি তোমাকে কিছু দেয়,
তা' নিয়ে,
যে জন্য তিনি দিয়েছেন
তা' এমনভাবে নিষ্পন্ন ক'রবে—
যা'তে ঐ অভাবের জন্য
আর কা'রো কাছে
কিছু চাইতে না হয়;
আর, তিনি যা' দিয়েছেন
তা'তে যদি না কুলায়
এবং আরো প্রয়োজন হয়,
অথচ আরো দেওয়া যদি
তাঁ'র পক্ষে কষ্টকর বা অসম্ভব হয়,
সে-ক্ষেত্রে তাঁ'কে পীড়াপীড়ি ক'রো না,—
বরং তাঁ'র প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা
তোমাকে এমনভাবে
আগ্রহী সক্রিয় ক'রে তুলুক,
যা'র ফলে
সাধু পন্থায়
হৃদ্যভাবে
প্রয়োজনীয় যা'-কিছু সংগ্রহ ক'রে
তা' নিষ্পন্ন না ক'রেই পার না;
একটু কষ্ট হ'লেই

ঘাবড়ে যেও না,
অমনতরভাবে চল,
দেখবে কিছু দিনের ভিতরই
পরমপিতার দয়ায়
ও তাঁ'দের অনুগ্রহে
আরো কত জনকে
তুমিই দিতে পারবে ;
ধন্য হবেন তাঁ'রা—
যাঁ'রা তোমাকে দিয়েছিলেন,
ধন্য হবে তুমি,
আর, তোমার দ্বারা
যাঁ'রা নিজেকে
পটু ক'রে তুলতে পারলেন,
ধন্য হবেন তাঁ'রাও ;
দয়ার আশীর্ব্বাদ
তোমাকে রক্ষা ক'রে চ'লবে। ৯৭।

তোমার অন্তর-বাহির
ঘর ও পর,
অমাত্য-সহচর
বা আলাপী যে-কেউ বা যা'-কিছু
হো'ক না
সবগুলিকেই
একায়িত অনুনয়নী অন্বয়ে
অন্বিত ক'রে ফেলতে চেষ্টা কর—
তা' বাক্যে, ব্যবহারে, চালচলনে
আদব-কায়দায়,

শ্রদ্ধার্হ অনুবেদনায়,
আর, এগুলি এমনতর হৃদ্য ওজোদীপনী
আচার-ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
ক'রতে চেষ্টা কর—
যা'তে সবাই শ্রদ্ধার্হ হ'য়ে
সেগুলি উপভোগ ক'রে
কৃতকৃতার্থ হয় ;
যদি এমন ক'রে না চল
ও একায়িত অনুশ্রয়ী অনুদীপনায়
সব যা'-কিছুকেই ঐভাব-নিবন্ধনে
অভিদীপ্ত ক'রে না তোল,—
তাহ'লে তোমার দোদলবান্ধা
হওয়া ছাড়া উপায়ই নেই,
দোদলবান্ধা কেন
বহুদলবান্ধা হওয়া ছাড়া
উপায়ই নেই,
আর, এ যত রকম হবে
সেগুলিতে সঙ্গতি আনা
দুরূহ হ'য়ে প'ড়বে ;
তোমার পরিশ্রম, অর্থ যা'-কিছু
সেগুলি অপচয়ে অবদলিত ক'রতে হবে
সাধারণতঃ,
তা'র ফলে, অন্তরের দরিদ্রতা
ও বাহিরের দারিদ্র্য-পেষণা
তোমাকে কিন্তু নিষ্পেষিত ক'রেই
চ'লবে ;
তাই বলি—

এমনতর ভাবানুকম্পী হ'য়ে চল—
যা'তে তুমি সর্ব্বতোভাবে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
ঐ একায়নী অনুচলনে
ইষ্টদীপনার পরম মাধুর্য্যে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত হ'য়ে উঠতে পার। ৯৮।

প্রিয়পরমই বল,
ইষ্টই বল,
আর, প্রেয়ই বল,
তাঁ'কে এড়িয়ে চ'লো না,
তাঁ'র সাহায্য, সাহচর্য্য
ও অনুচর্য্যাপরায়ণ হও,
তোমার পক্ষে যা'-কিছু সম্ভব—
সংগ্রহ ক'রতে পারলে
কিছু-না-কিছু দিওই তাঁ'কে—
তা' নগণ্য হ'লেও ক্ষতি নেই,
আর, যত পার
তাঁ'র শুভ-চিন্তাশীল হ'য়ো—
অশুভকে বর্জ্জন ক'রে
প্রতিবাদ ক'রে
প্রতিরোধ ক'রে,
আর, তা' যত হৃষ্ট হয়
ততই মাঙ্গল্য,
ওজোদীপ্ত প্রিয়-প্রতিষ্ঠ উদ্যমকে
কখনই শ্লথ হ'তে দিও না,

তদনুগ কর্ম্মতৎপর হ'তে
ত্রুটি ক'রো না একটুও,
এই ওজোদীপ্ত চলনই পরাক্রম,
তাঁ'র মনোজ্ঞ হবার
অদম্য আগ্রহ নিয়ে চল—
যে-আগ্রহ তোমাকে
কোনমতেই রেহাই দেবে না,
ঐ আগ্রহই আনবে তোমার
আত্ম-বিনায়ন ;
তোমার চলনাকে এমন ক'রো—
যা'তে তোমার ভিতর-দিয়ে
তোমার প্রিয়পরমকে
সবাই পেতে পারে। ৯৯।

একজনের বাস্তব উপলব্ধি যা'—
তা'তে যদি তুমি
পৌঁছাতে না পার,
আর, তোমার খুশীমত ধারণার
আবরণ দিয়ে
তুমি তেমনতরই তা'কে যদি
বিবেচনা কর,
সে-বিবেচনা যেমন বাস্তবতার
পরিচয় করিয়ে দিতে পারে না—
একটা খাপছাড়া খণ্ড বিকৃতপ্রত্যয়ের
প্রতিষ্ঠা ছাড়া,
তেমনি তোমার ধারণা-রঙ্গিল
চক্ষু ও বোধ নিয়ে

অন্যের ধারণাকে
অনুসরণ না ক'রে,
না দেখে,
না বুঝে
তুমি একটা যা' তা' বিবরণ দিয়ে
যা' তা' প্রতিপন্ন ক'রতে চাইবে,
তা'ও কি কোন বাস্তবতায়
সে গ্রহণ ক'রতে পারে ?
ক্ষুদ্র চক্ষুর উপলব্ধি
ক্রমানুক্রমে দেখতে-দেখতে,
বোধ ক'রতে ক'রতে,
আরো আরোতে বিন্যাসে
সংশ্লেষণী ও বিশ্লেষণী অনুনয়নায়
সার্থক সঙ্গতিতে
ঐ বাস্তবকে যদি
বিশেষ আরো ক'রে না দেখে,—
তোমার অস্পষ্ট দর্শন
অস্পষ্টই থেকে যাবে ;
তাই, তুমি যা' জান
সেই জানার সঙ্গতিতে
আরো জানাকে নিবদ্ধ ক'রে
অনুচলনী তৎপরতায়
ক্রমানুক্রমিকতায়
নিঃশেষভাবে দেখ ;
দেখে যে-উপলব্ধিতে উপনীত হও—
সার্থক বিনায়নায় তা'রই প্রতিষ্ঠা কর,
নয়তো নিজেও ব্যর্থ হবে,

অন্যকেও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত
ক'রে তুলবে। ১০০।

তুমি যেখানেই যাও,
আর, যা'ই কর না কেন,
বা যে সংস্রব-সংশ্রয়ী হও না কেন,
তোমার অন্তর-নিবন্ধনায়
চিত্তে সংগ্রথিত ক'রে,
বিবেচনার বিশেষ ছাঁকনি দিয়ে
সন্ধিৎসাপূর্ণ সুদক্ষ জাগ্রত দৃষ্টিতে
দেখেশুনে
কুড়িয়ে নিও সেইটুকু মাত্র—
যা' তোমার প্রিয়পরম বা ইষ্টার্থকে
আপোষিত ক'রে তোলে,
বা অনুপূরণে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে;
এমনি ক'রে
ইষ্টার্থ-অনুপ্রেরিত প্রীতি-প্রেরণায়
সাত্ত্বিক অনুচর্য্যী অনুনয়নে
নিজে সবারই হ'য়ো,
কিন্তু সবার সব যা'-কিছুকে
তোমার ক'রে নিও না—
বিশেষতঃ অশুভ যা'
অসৎ যা'
অমৃত-পরিপন্থী যা';
আরো সম্ভ্রমাত্মক বা শ্রদ্ধার্হ দূরত্ব
বজায় রেখে চ'লো;
শুধুমাত্র এইটুকুর ব্যতিক্রম হ'লেই

মানুষ আর মানুষের
মর্য্যাদাকে উপলব্ধি ক'রতে পারে না
সাধারণতঃ ;
তখন বিশদ বোধ-বিনায়নী দৃষ্টি
তন্দ্রালু হ'য়ে ওঠে,
বা ঝাপসা হ'য়ে ওঠে,
দেখাগুলিকে শ্রদ্ধায় মূর্ত্ত ক'রে
নিজেও উপভোগ ক'রতে পারে না,
আর, অন্যের উপভোগ্যও
হ'য়ে উঠতে পারে না,
বরং দোষদৃষ্টি ক্রমশঃ
প্রখর হ'য়ে উঠতে থাকে,
আর, ঐ প্রবণতা
একটা বিকৃত বোধনার সৃষ্টি ক'রে
শুভগুলির অশুভ-বিনায়নে
অলীক বাস্তবতার কল্পিত মূর্ত্তনায়
তা'কে তোমার প্রতি
তদ্রূপ দৃষ্টি-সম্পন্ন ক'রে তোলে,
ফলে, তোমার অভিব্যক্তি হ'য়ে ওঠে
বিদ্রূপযোগ্য তা'র কাছে,
অবহেলার কুৎসিত ফুৎকারে
সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রেখে—
তা'র প্রবৃত্তি সহজে
তোমাকে একটা ক্রীড়নক ক'রে
ব্যবহার ক'রতে চায় ;
তাই সাবধান !
চল—

কিন্তু ইষ্টার্থী চরিত্রকে
সুক্রিয় তৎপরতায়
দীপ্ত বিকিরণে
উদ্ভাসিত রেখে। ১০১।

আচার্য্য মানেই
যিনি আচরণ ক'রে জানেন,
তাঁ'কে ত্যাগ করা মানেই হ'চ্ছে—
তোমার সাত্বত ধৃতি-উচ্ছল চলন
যা' সত্তাকে সংহত ক'রে
তোমাকে সুষ্ঠু ও সন্দীপন-তৎপর
ক'রে তোলে—
শিষ্ট কৃতিদীপনী তাৎপর্য্যে
বিহিত উচ্ছলায়—
তা'কে বর্জ্জন করা,
যাঁ'র সেবা
তোমাকে শুদ্ধ, বুদ্ধ,
স্মিতসুন্দর ক'রে
লোকচর্য্যার আশীর্ব্বাদ ক'রে রাখে,
ভজনদীপ্ত ক'রে রাখে—
তাঁ'কে জন্মের মত হারিয়ে ফেলা;
লাখ আচার্য্যের কাছে
যাও না কেন,
ঐ একনিষ্ঠতা হ'তে
যে-মুহূর্ত্তেই তুমি
ভঙ্গুর হ'য়ে উঠলে—
তোমার জীবনের সার্থকতাও

তখন হ'তে
স্তিমিত হ'তে লাগল ;
তাঁ'র তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনা
যেমনতরই হো'ক না কেন,
ঠিক জেনো—
সেগুলি মাঙ্গলিক উৎক্রমণ ;
নিষ্ঠানুগ চলন
প্রীতিবিনায়ক উচ্ছলতা—
যা' তাঁ'রই প্রসাদরূপে
তোমার অন্তঃকরণে
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—
কিছুতেই তা'কে ত্যাগ ক'রো না,
শিষ্ট, সুষ্ঠু ও
সম্বর্দ্ধনী তাৎপর্য্য নিয়ে
জীবনকে উচ্ছল ক'রে তোল,
সব তোমার হো'ক,
সবাই তোমার হো'ক ;
একনিষ্ঠতা যেই হারাবে—
বহুনৈষ্ঠিক তৎপরতা
তোমাকে তেমনি আগ্‌লে ধ'রবে,
তুমি ব্যতিক্রমী তৎপরতায়
নিজেকে ক্রমশঃই
শীর্ণ ক'রে তুলবে ;
তাই, সাবধান !
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে,—
ঈশ্বরের সার্থক সঙ্গতিশীল
স্বতঃসিদ্ধ অবরোহণ-সত্তা

অর্থাৎ স্মৃতিপথে
প্রজ্ঞা ও প্রীতির অবতরণ যিনি—
তিনি সবারই আপূরক—
আচার্য্যোত্তম,
তাই, তাঁ'কে গ্রহণ করায়
আচার্য্যত্যাগ হয় না,
নিষ্ঠা ভঙ্গুর হয় না,
বরং পুষ্টই হয়। ১০২।

তুমি যদি
নিজের অন্তঃস্থ
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যের
বোধবিনায়নার ভিতর-দিয়ে
কোন সিদ্ধান্তে
উপনীত হও,
আর, এই সিদ্ধান্তকে
নিজেরই
শ্রমপ্রিয় তৎপরতায়
বাস্তবে পরিণত ক'রে থাক,—
তা'র উপর আধিপত্য ক'রো ;
অর্থাৎ তা'কে
ধারণ-পালন
যেমন ক'রে যা' ক'রতে হয়
তা' ক'রো—
তা' নিজে
হাতেকলমেই হো'ক
অন্য কাউকে

নিয়োজিত ক'রেই হো'ক ;
আবার,
ঐ রকম ভাবে
সার্থক সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
অপরের সিদ্ধান্ত নিয়ে
তুমি যদি
নিজে
হাতেকলমে কিছু কর—
সেখানে আধিপত্য
কিন্তু তা'রই,
আর, তা'র দ্বারা যদি
তুমি বা কেউ
নিয়োজিত হয়
তখন, তুমি বা সে
তা'রই সেই মূর্ত্ত সিদ্ধান্তকে
ধারণ-পালন ক'রছ,—
কা'রো কাছে ব'লতে গেলে
তা'র নামই ব'লো ;
অপরের সিদ্ধান্তকে
কার্য্যে পরিণত ক'রে
বিহিত উৎকর্ষে
তা'কে
তোমার নামে চালালে
তা'-ও কিন্তু
তোমার অন্তরের
চৌর্য্যবৃত্তিরই সমান,

অপরের মহিমা-সন্দীপ্ত উৎকর্ষের
যে-ব্যাপারই
হো'ক না কেন—
তা'তে কিন্তু
তা'রই নাম
উৎকীর্ণ ক'রে রাখা উচিত,
তা'তে সে-ও
তৃপ্তি পাবে,
তুমিও কৃতজ্ঞতায়
দীপ্ত হ'য়ে চ'লবে,
তোমার প্রবৃত্তি-ও তা'তে
সার্থকতায়
পুষ্টিলাভ ক'রবে ;
নতুবা, যা' স্তেয়-কর্ম্ম
তা' স্তেয়ত্বকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে। ১০৩।

যে যেমনতরই প্রলোভন দেখাক না কেন,
কা'রো কথায়
বা কোন বাদে
একপেশে হ'য়ে যেও না ;
সবদিকের সামঞ্জস্য নিয়ে
কিন্তু তোমার সত্তা-সংস্থিতি ;
যা' তোমার ঐ সাত্বত
বা সত্তার সংস্থিতিকে
সংস্থ ও সুবর্দ্ধিত ক'রে তোলে—
তা'ই কিন্তু তোমার সাত্বত নীতি,
আর, সঙ্গতিশীল সাত্বত বাদই

তোমার শুভ বাদ,
ও যে-বাদ যতটুকু সত্তাপোষণী
তা'ই তোমার ততটুকু গ্রহণীয় ;
আর, কেউ কিছু ক'রে দিল বা দেবে—
তা'ই কিন্তু তোমার সত্তার পক্ষে
যথেষ্ট নয়,
তোমার বোধ-বিনায়নী
তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
শুভ-অনুশীলনায়
যা' ক'রতে পার—
তা'ই তোমার নিজস্ব,
আর, সত্তার অনুপোষক তা'ই-ই,
আর, তা'তে যদি কেউ
তোমার সহায় হয়,
সাহায্য করে,
বান্ধব ব'লে তা'কে গ্রহণ ক'রো ;
প্রলোভনে যদি বিপর্য্যস্ত হও
বা নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয়,
লাখ দেওয়ায় তুমি যদি লাখ পাও,—
তোমার সত্তার কাছে
তা' সবই কিন্তু বাতিল হ'য়ে যাবে,
কারণ, ক'রে, চ'রে
নিরতি নিয়ে
যা' পাওনি,
তা' কিন্তু তোমার
সাত্বত হ'য়ে ওঠেনি,
পেয়েও পাও নাই তা' ;

তা'তে নিজে তো ঠ'কবেই
অন্যকেও ঠকাবে,
তাই বলি—
ঠগীর দলে মিশে
ঠগবাজির অনুচর্য্যায়
নিজেকে নষ্ট ক'রতে যেও না,
প্রলোভন-পরামৃষ্ট হ'য়ে
তোমার সাত্ত্বিক নিজত্বকে
বিসর্জ্জন দিও না,—
ওঠ,
জাগ্রত থাক,
বরেণ্য যিনি
তাঁ'রই অনুসরণ কর—
সেবা-নিরতি নিয়ে
নিদেশ-পালনে,
স্বস্তি তোমাতে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠুক। ১০৪।

———

বিধি

উদগ্র আগ্রহই শক্তির আগমবাণী। ১।

যে যেমন চায়,
সে তেমন বয়। ২।

ক'রবে যেমন
হ'বেও তেমন,
যে যেমন বয়
সে তেমন পায়। ৩।

পাওয়ার প্রলুব্ধ মক্‌স বা ভঙ্গী
বঞ্চনাকেই আমন্ত্রণ করে। ৪।

ক'রবে না, পাবে,
মানুষকে ফাঁকি দিয়ে নেবে—
মানেই—
বিধির খাতায়
বঞ্চনাই তোমার পাওনা। ৫।

দেখবে না, শুনবে না,
ক'রবে না,
চিন্তায়ও কোন-কিছুর শুভ-সঙ্গতি
আনবে না,

নির্বুদ্ধিতা ছাড়া
তুমি আর পাবে কী? ৬।

যে করে—
বিধি-সম্ভারকে
অটুট রেখে,
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে—
তা'র হয়,—পায়;
তুমিও তা'ই কর,
ক'রে দেখ, তেমনই হবে,
আর, পাবেও তেমনি। ৭।

অভাবই প্রয়োজনকে ক্ষুধার্ত্ত ক'রে
প্রাদুর্ভাবের সৃষ্টি করে। ৮।

দুষ্ট যা' তা'র সমর্থন
দুষ্ট-উচ্ছিষ্টকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে। ৯।

বিহিত বিনয় ও বিনায়ন
বিপর্য্যয়-প্রশমক—
তা' কিন্তু প্রায়শঃই। ১০।

তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে চল,
নষ্টের হাত থেকে রেহাই পাবে
অনেকখানি। ১১।

দ্বিধাকর্ষিত সত্তা
বিকৃতি-বিভীষিকায়
বিচ্ছিন্নই হ'য়ে থাকে। ১২।

আমরা যখন যা'তে যেমন যুক্ত হই,
তদুপযোগী উপযুক্ততাও
তেমনি ক্রমশঃ
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে থাকে। ১৩।

কথা, কার্য্য ও ব্যবহারের সাথে
যেখানে যত গরমিল,
নির্ভরযোগ্যও তা' তত কম। ১৪।

তুমি যা' চাইবে—
উপযুক্ত কৃতী অনুনয়নে,—
অন্তর-পুরুষও তা'ই মঞ্জুর ক'রবেন। ১৫।

অনুচর্য্যাহারা ভিক্ষা
ও দীক্ষাহারা শিক্ষা—
দুই-ই বন্ধ্যা ও ব্যত্যয়ী। ১৬।

দ্রুত হও—
সক্রিয় তৎপরতায়,
যোগ্যতা জীবনে ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে। ১৭।

বিষয়ের দাঁড়াকে অবজ্ঞা ক'রে
কোন বিষয়কে সমীচীনভাবে
বিনায়িত করা অসম্ভব। ১৮।

চাহিদা যা'র যেমন
গতিও তা'র তেমনি,
কৃতিসম্ভারও তেমনতর
তা'দের। ১৯।

মনুষ্যত্বের সাথে
ভগবত্তা যত থাকে,
ঐ ব্যক্তিত্বটাও মানুষের কাছে
ততই সুন্দর হ'য়ে ওঠে। ২০।

যে-জাতীয় বিভাবনী চিন্তায়
যা'র যেমন আবেগ-অভিনিবেশ থাকে,—
সে চলেও সেই পথে,
আর, করেও তা'ই। ২১।

সঙ্গতিশীল ধারণ-পালনী
সম্বেদনী সম্বেগ
যা'র ভিতরে যেমনতর হ'য়ে আছে,
তা'র তেমনি আধিপত্য। ২২।

আগ্রহ,
বোধ,
কৃতিচলন,

উপযুক্ত সময়ে সমীচীন নিষ্পাদন—
অদৃষ্টেরই স্রষ্টা। ২৩।

তোমার সংস্কৃতি, কৃষ্টি বা সংস্কার
যেমন,
পরবর্ত্তীকালও তোমার তেমনি। ২৪।

অন্তর্নিহিত ধারণা
তজ্জাতীয় বাস্তব পরিণয়নকেই
আহ্বান ক'রে থাকে
সাধারণতঃ। ২৫।

মনান্তর সৃষ্টি ক'রো না,
সাত্বত কৃষ্টি,
তা'র অনুশীলন ও অনুচর্য্যা নিয়ে চল,
মন্বন্তর আসবে না। ২৬।

উদ্দেশ্য-বিহীন শিক্ষা,
জীবনীয় অনুশীলনহারা দীক্ষা,
আর, ধর্ম্মচর্য্যাবিহীন ব্যক্তি ও সমাজ—
এ তিনই ক্লীবত্বদুষ্ট। ২৭।

বৈধী বিনয় ও বিনায়ন
অনেক বিপর্য্যয়কে

নিরুদ্ধ ও প্রশমিত ক'রে থাকে—
এটা ঢেরই দেখা যায় কিন্তু। ২৮।

তুমি যেমন তোমার শ্রেয়জনের প্রতি,
তোমার পরিবার, সন্তান-সন্ততি,
বন্ধু-বান্ধবও
অনেকাংশেই
তোমার প্রতি তেমন। ২৯।

ব্যবস্থা যদি সুব্যবস্থ না হয়—
প্রয়োজনমাফিক বিন্যাসে,—
সেখানে মূল্যবান্ যা'-কিছুর অবস্থিতিও
আবর্জ্জনাময় হয়ে ওঠে। ৩০।

অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাতে
পারে না,
আর, দেখাতে গেলেও
দুই জনেই বিপথে পতিত হয়। ৩১।

প্রয়োজন যখন
নীতি বা নিয়মের ধার ধারে না,
তখন প্রকৃতিও হ'তে থাকে
বিড়ম্বনার প্রসূতি। ৩২।

লোকে সাধারণতঃ
নিজের অদৃষ্টকে

বিড়ম্বিত ক'রে তোলে—
কথা এবং কাজের অপব্যবহারে। ৩৩।

সুকৃতিকে সম্মান দেওয়া
প্রকৃতিরই বৈধী অভিবাদন,
আর, তা'র ব্যত্যয়ী বিকৃতি হ'চ্ছে
প্রকৃতিরই অভিশাপ। ৩৪।

প্রকৃতিকে মেনে চল—
শুভ-সম্বর্দ্ধনী অনুশাসন-পালন-তৎপরতায়,
এই প্রীতিবাধ্য অনুচলনে
প্রকৃতিও তোমাতে
শুভ-সন্দীপী হ'য়ে উঠবে ;
যা'কে যে যেমনতর ভজনা করে,
সেও তা'কে তেমনতরই ভ'জে থাকে। ৩৫।

মানুষ অন্যকে প্রতারিত ক'রতে
যা' যা' করে,
বিভিন্নরূপে সেগুলি প্রত্যাবর্ত্তিত হ'য়ে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
আবার তা'তেই আসে। ৩৬।

দয়া পরিস্ফুরিত হয়,
বা ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে সেখানে
তেমনি ততই,

দয়ী কর্ম্ম-নিরতি যেখানে
যতই নিখুঁতভাবে নিষ্পন্ন। ৩৭।

শ্রেয়কে যদি না ধর,
তঁদনুচর্য্যায় যদি উপচয়ী না ক'রে তোল
তাঁ'কে,
অধঃপাতে যেতেই হবে তোমাকে—
অপচয়ী পদক্ষেপে। ৩৮।

তুমি এড়াতে পার না
তা'কে ততখানি
তেমনতর,
যা'তে তুমি যতখানি
ব্যাপৃত
যেমনতরভাবে। ৩৯।

তুমি ধাক্কা খাও সেখানে তত—
বোধে, বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে,
অনুকম্পী অনুচর্য্যায়
লোকের সাত্বত অর্থাৎ সত্তাপোষণী
হ'য়ে উঠতে পারনি
যেখানে যত। ৪০।

অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতম পরিহাস
অট্টহাস্যে ঠাট্টা ক'রতে থাকে

তখনই,
যখনই মানুষ পাওয়ার প্রলোভনে
দাতাকে অবজ্ঞা ক'রে চ'লতে থাকে। ৪১।

অজ্ঞতার উপাসনা ও অনুগতি
বিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা, উপহাস
বা তাচ্ছিল্যই ক'রে থাকে
যদিও সত্তা চায় আলো—
দেখতে
শুভ-সম্বর্দ্ধনী পথ। ৪২।

বিহিতভাবে যা' ক'রবে
তা' হবেই—
তা' ভালই কর,
আর, মন্দই কর,
আর, বিধির রূপ কিন্তু সেখানেই,
তাঁ'র বিধানও তা'ই-ই। ৪৩।

বিধি মানে তা'ই
যা' নাকি বিশেষভাবে ধারণ করে
বিধানকে—
বিহিত নিয়মনায়
ধারণে-পালনে উচ্ছল ক'রে ;
এই নিয়ন্ত্রিত চলন ও করণই
বিধি,
বিধির উদ্দেশ্য অপলাপ নয়

বরং উচ্ছল ক'রে তোলা—
ঐ অপলাপী যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে
নিয়ন্ত্রিত ক'রে। ৪৪।

যা' বিহিত—
বিধিও কিন্তু তা'ই,
আর, বিহিতে
'বি-ধা' আছে,
অর্থাৎ 'বিহিতভাবে ধারণ করা' আছে;
তাই, যা' বিহিত
তা' কর—
শিষ্ট পরিচর্য্যার পরিবেশন নিয়ে,
ক্লিষ্ট যা'রা
যা'তে শিষ্ট হ'য়ে ওঠে,
তোমার সার্থকতাও তেমনি
লাফিয়ে-লাফিয়ে বেড়ে চ'লবে। ৪৫।

বিধিকে তোমার চাহিদার ছাঁচে
ঢালতে যেও না,
তা'তে কিন্তু বিপর্য্যয়ই
পর্য্যাপ্ত হ'য়ে উঠতে থাকবে,
বরং বিধিকে জান,
আর, সেই ছাঁচেই তোমাকে ঢাল,
সু-বিধা সচ্ছল হ'য়ে
তোমাকে কৃতার্থ ক'রে তুলবে,
বিধি মানেই হ'চ্ছে—
যেমন ক'রে যা' ক'রলে যা' হয় ও পায়। ৪৬।

প্রয়োজন যেখানে
সবল ও সুসন্দীপ্ত—
দুর্গম পথও
সেখানে সরল হ'য়ে ওঠে—
সক্রিয় সমীক্ষু তৎপরতায়
লাগোয়া অনুক্রিয়তা নিয়ে। ৪৭।

যা'রা উৎসকে গ্রহণ করে না,—
চর্য্যা করে না,—
অথচ পেতে চায়,—
তা'দের ভাগ্য
বিপর্য্যস্তই হ'য়ে চ'লতে থাকে—
বিন্যাসহারা
অনর্থক উদ্বেজনায়। ৪৮।

শুভ-অভ্যাসকে ভুল ক'রে
যদি কখনও পরিহার কর,
ঐ ভুল তোমার ব্যক্তিত্বে
সংক্রামিত হ'য়ে
স্থিতিলাভ করার সম্ভাবনা
কম নয় কিন্তু। ৪৯।

ভীতি
মানুষকে অসহিষ্ণুই ক'রে তোলে,
সে কষ্ট সহ্য ক'রতে সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে;
আর, প্রীতি মানুষকে

সহনপটুই ক'রে তোলে,
ক্রমাগতির ক্রমকে বাড়িয়ে
ক্লেশসুখপ্রিয়তায় উপনীত ক'রে তোলে। ৫০।

তোমার জীবনবৃক্ষকে
শুভ-বিনায়িত ক'রে তোল,
ফলও পাবে শুভ,
আর, যদি বিকৃত
বিপাক-বিপর্য্যয়ী ক'রে তোল,
তা'র ফলও পাবে কুৎসিত। ৫১।

পরমপিতা যে-বৃক্ষ রোপণ করেননি—
তা' উন্মুলিতই হ'য়ে থাকে,
তাঁ'র অভিপ্রেত যা' নয়—
তা' টেঁকে না,
কারণ, বিধি-বিনায়িত নয় তা'—
শাতন-দুষ্ট,
তা' একলাই থাক। ৫২।

পরমপিতা চান না যে
মানুষ দণ্ডিত হো'ক,
তিনি দানে ভরিয়ে দিতে চান মানুষকে—
অমৃতময় জীবনীয় ঐশ্বর্য্যে,
কিন্তু শাতন
বিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতায়
মানুষকে মৃত্যুপথ-যাত্রী ক'রে তোলে। ৫৩।

যে-জীবন বরেণ্য-জীবনকে—
যা' ব্যক্তিত্বে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে
চারিত্রিক দ্যুতি নিয়ে,—
তা'কে বরণ ক'রে—
সার্থক সঙ্গতির সহিত,
—সে বরণীয়ই হ'য়ে থাকে। ৫৪।

সুকেন্দ্রিক সুব্যবস্থ অনুচলনের
ভিতর-দিয়ে
সক্রিয় তৎপরতায়
যতই তোমরা বিনায়িত হবে,—
বোধি ও ব্যক্তিত্বেও
ততই তোমরা
প্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠবে। ৫৫।

মিতি-চলন তো ভালই—
সব দিক্-দিয়ে,
কিন্তু স্মরণ যেন থাকে—
ঐ মিতি-চলন যেন
শিবসুন্দরকে ব্যাহত না করে,
তবে তো তা' সার্থক হ'য়ে উঠবে
তোমার জীবনে। ৫৬।

অজ্ঞতার পথ বেয়ে
পর-নির্ভরতায়

অলসতা ও বিকৃত ভজনের
সহযোগিতায়
দুরদৃষ্টের আবির্ভাব ঘটতে
দেখা যায় প্রায়শঃ। ৫৭।

যে যত ভার গ্রহণ ক'রতে পারে—
দায়িত্বশীল নিষ্পন্নতায়,
সমীচীন ত্বারিত্যে,
সার্থক শ্রেয়-সন্দীপনায়,—
যোগ্যতাও তা'র তেমনি ;
আর, ঐ যোগ্যতাই হ'চ্ছে
অর্থ ও ঐশ্বর্য্যের পরম আকর। ৫৮।

যে বা যা'র দায়ে
তুমি কাউকে ছেড়ে থাকতে পার
বা ছেড়ে থাকছ,
সে-দায়
যদি তা'র পোষণ-পূরণী না হয়,
তবে যা'র দায়ে
তা'কে ছেড়ে থাকছ,
সে-ই তোমার কাছে মুখ্য। ৫৯।

আদর্শ-অনুচর্য্যা চয়ন তোমার যত
ত্বরিত, সুন্দর, সুচারু ও শ্রেয়দীপ্ত,
তোমার নিজের পরিবার ও পরিবেশের
প্রয়োজনীয় চয়নিকাও

তেমনি ত্বরিত, সুন্দর, সুচারু
ও শ্রেয়দীপনী হ'য়ে উঠবে—
আরোর অভিযান নিয়ে। ৬০।

দয়াই যদি চাও,
সংরক্ষণী অনুচর্য্যা নিয়ে
পোষণ-বর্দ্ধনার পথে চ'লতে থাক—
আচরণে, অনুশীলনে,
সব দিক্-দিয়ে সমীচীনভাবে,
সতর্ক সন্ধিৎসায়;
দয়া
উদাত্ত-অভিসারী হ'য়ে উঠ্‌বে
তোমার কাছে। ৬১।

আগ্রহের আবেগে
উদাত্ত অনুবেদনা নিয়ে
তোমার শ্রেয় বা প্রেয়ের
উপচয়ী হ'য়ে ওঠ—
সক্রিয় তৎপরতায়,
এই হওয়াই
পাওয়ায় পরিতৃপ্ত ক'রবে
তোমাকে,
ক'রে চল—
ভাবতে হবে না। ৬২।

যেমন তোমার ভাব
করণ-কারণ যেমনতর—

প্রভাবও তেমনি হ'য়ে থাকে,
তুমি
সেই প্রভাবে
প্রভাবান্বিত হ'য়ে ওঠ—
সাধারণতঃ,
যেমন ভাববে
তেমনি হবে,
ভাব মানেই
হওন ক্রিয়া;
যেখানে যেমন নিষ্ঠা,
আনুগত্য ও কৃতি-সম্বেগও
তোমার সেখানে তেমনতর। ৬৩।

দয়া বা অনুগ্রহ
সেখানে কৃতার্থ হ'য়ে থাকে,
যেখানে, যে পারে না বা অনুপযুক্ত—
আগ্রহ-অনুচর্য্যায়
তা'কে প্রবুদ্ধ ও পারগতায় সমৃদ্ধ
ক'রে তুলতে পারা যায়। ৬৪।

তোমার বিকৃত চলনা
অনেক পাওনাই সৃষ্টি ক'রেছিল—
ভেবে দেখ—
দয়ার সেবা যতটুকু ক'রেছ হৃদ্য তৎপরতায়
তা'র জন্য রেহাই কম পাওনি;
কৃতী চলনে অমনতর সেবানিরত থাক,

আরো দয়া পেতে পারবে হয়তো—
অসম্ভব কিছুই নয়কো। ৬৫।

পাওয়াতে
পা বাড়াতে গিয়ে
যেখানে
শিষ্ট অনুকম্পা নাই,
সৎ ব্যবহার নাই,
শুভ পরিচর্য্যা নাই,—
তা'
অস্বস্তি ও বিপাককেই
কুড়িয়ে আনে। ৬৬।

যা' হ'তে বা পেতে
যেমনতর নিষ্ঠা, আবেগ ও অনুশীলনের
প্রয়োজন,
তা' যদি না থাকে,
কিম্বা তা'তে যদি অভ্যস্ত না হও,
ঐ হওয়া বা পাওয়া
তোমার সত্তায় বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠেনি—
এটা কিন্তু ঠিকই;
তা' না হ'য়েও যদি পাও,
তোমার সে-পাওয়া অবাস্তব। ৬৭।

যা'র আছে—
সে আরো পাবে,

প্রচুরভাবে দেওয়া হবে,
আর, যা'র নাই—
যদি কিছু থাকে
তা'ও নিয়ে নেওয়া হবে,
কারণ, যা'রা ঐশ্বর্য্য-সংগ্রাহী চিত্ত
তা'দের ঐশ্বর্য্যই
আরোতর ক'রে তোলা হবে—
যদি তা'ই-ই চায়,
আর, যা'দের নেই
বা অকিঞ্চিৎকর কিছু আছে,
চাহিদাই নগণ্য,
তা'দের তা'ও কেড়ে নেওয়া হবে—
প্রিয়পরমে ভরপুর ক'রে তুলতে। ৬৮।

সতর্ক থাক—
চতুর মস্তিষ্ক নিয়ে,
সক্রিয় তৎপর হ'য়ে,
যা'ই কর না কেন
তা' যেন শুভ-সার্থকতায়
শ্রেয়-সঙ্গতিতে উপচয়ী হ'য়ে
তোমাকে সব দিক-দিয়ে
সবার সাত্বত-তর্পী ক'রে তোলে। ৬৯।

যা'দের জ্ঞানগৌরব
একার্থে সঙ্গতিলাভ করেনি,
সত্তায় অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠেনি,

যা'দের উক্তি স্ববিরোধী,
এমনতর যা'রা,
তা'রা অনুসরণীয় নয়,
ঐ জাতীয় অনুসরণ মানেই হ'চ্ছে—
জাহান্নমের দিকেই এগিয়ে যাওয়া। ৭০।

যা'কেই ফাঁকি দাও না কেন,
সে-ফাঁকির তহবিল
মজুত হবে প্রথম তোমাতে,
সে ক্রিয়াও ক'রে চ'লবে তেমনি,
আর, তা'তে যেমনতর অবস্থা হওয়া উচিত—
সেই ঔচিত্য অভিব্যক্তি লাভ ক'রবে
সপরিবেশ তোমাতে। ৭১।

শাস্তি মানুষকে
স্বস্তির অধিকারী ক'রে তুলতে পারে কমই,
পারে প্রীতি
রাগ-আনতি-অনুনয়নী অনুতাপ
ও আত্মশুদ্ধিমূলক আচরণ ও অনুচর্য্যার
ভিতর-দিয়ে,
যা' জীবনকে
স্বস্তিতে সমাসীন ক'রে তোলে। ৭২।

অবজ্ঞা যেখানেই তোমার সক্রিয়,
সেই জাতীয় ব্যাপার বা বিষয়েই
তা' তোমাকে

নিষ্ক্রিয় ও অক্ষম ক'রে তুলবে ;
এমন-কি, হৃষ্ট অসৎ-নিরোধেও যদি
নিষ্ক্রিয় থাক,
তুমি অসতের আহার্য্য হ'য়ে উঠবে। ৭৩।

যাঁ'রা সৎ-আদর্শ অনুনীত হ'য়ে
লোকোন্নয়ন-অনুচর্য্যায়
নিজেকে বাস্তব তৎপরতায়
নিয়োজিত ক'রেছেন,
এমন যাঁ'রা,
তাঁ'দের হারানো
দেশ ও দুনিয়ার পক্ষে অসংশোধনীয়
দুর্দ্দান্ত দুরদৃষ্ট,
কারণ, সৌভাগ্যের ভিত্তিকেই
হারানো হ'ল সেখানে। ৭৪।

শ্রেয়-অনুজ্ঞা-নিষ্পাদনী আগ্রহ
যা'র যেমনতর দুরত্যয়,
উপযুক্ত লোকচর্য্যী অনুবেদনা
তা'র তো কম নয়ই,
বরং তা'র পোষণ-পূরণী প্রচেষ্টা
সামর্থ্য-অনুপাতিক যথেষ্ট,
কৃতার্থতাও তা'র পূজারী হ'য়ে থাকে—
স্বতঃ-স্ফূর্ত্তিতেই। ৭৫।

যা'র ভাগ্যদেবতা আর ভজনস্পৃহা
কুকৃতিসম্পন্ন,

কুশিষ্ট আচরণশীল,
ঐশ্বর্য্য তা'র যতই থাক না কেন—
দুঃখ তা'র ভূতের মতন
পিছু নেবেই কি নেবে,
মর্দ্দিতও হবে সে তেমনি,
স্বভাবের আধিপত্য এড়িয়ে
সাত্বত আধিপত্যে খাড়া হ'য়ে চলা
দুরূহই তা'র পক্ষে। ৭৬।

ইষ্টার্থ-ব্যত্যয়ী ঔদার্য্য
বা অপবাদকে যদি
তৎক্ষণাৎই প্রতিবাদ, নিরোধ
ও নিরাকরণ না কর,
তাহ'লে কিন্তু
সাধু পরাক্রম তোমাতে
উজ্জীবিত হ'য়ে উঠবে না,
আর, ভাগ্যলক্ষ্মী মসীদীপ্ত বিড়ম্বনায়
তোমাতে স্তিমিত হ'য়ে রইবে। ৭৭।

মহাপুরুষ বা মহৎজন হ'তে
টাকাকড়ি স্বার্থ-সম্পদ্
অর্জ্জন ক'রতে যেও না,—
ঠ'কবে,
বেকুব হবে,
সশ্রদ্ধ সেবায় তাঁ'দের ছিটেফোঁটা

যা' পাও
বুঝেসুঝে অনুশীলনে চরিত্রে
ফুটন্ত ক'রে তোল,—
স্বার্থ মহান্ অর্থ নিয়ে
তোমাকে অঢেল ক'রে তুলবে। ৭৮।

যা'র ফল শুভ—
তা' যে-কোনপ্রকার হো'ক না কেন,
তা'কে যদি তাচ্ছিল্য কর,
আগ্রহ, সন্ধিৎসা ও বিবেক-সহকারে
বুঝেসুঝে ক্রিয়া-তৎপরতায়
নিষ্পন্ন না কর,
ঐ তাচ্ছিল্য তোমার অদৃষ্টকেও
তাচ্ছিল্য ক'রবে,
তা'তে ওসব ব্যাপারে
নগণ্য বা তুচ্ছ ব'লেই
পরিগণিত হবে কিন্তু—
বুঝে
সাবধান হও। ৭৯।

লোকচর্য্যা যা'রা করে—
বোধবিবেক ও কৃতি-উৎসর্জ্জনায়—
ইষ্টার্থ-নিবেশকে
অন্তরে অস্খলিত
কৃতিসন্দীপ্ত রেখে,—
লোকের অন্তর-দেবতা

তা'দিগকে
শুভসন্দীপনায়
আলিঙ্গন ক'রে থাকেন—
আশীর্ব্বাদ ক'রে থাকেন—
শিষ্ট-সুন্দর তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে। ৮০।

যেখানে নেবার প্রয়োজনীয়তা
থাকলেও,
দেবার প্রবৃত্তি স্বতঃ-উৎসারিত নয়—
একটা আত্মপ্রসাদী
আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে,—
সেখানে না আছে মমতা,
না আছে আসক্তি,
না আছে প্রীতি,
তাই, আনুকূল্যে সজাগ অনুরাগও নেই,
প্রতিকূল-পরিবর্জ্জনার
সক্রিয় উদ্দীপনাও নেই;
—এটা অতি বাস্তব। ৮১।

সশরীর আত্মাকে
তা'র পরিবেশ নিয়ে
পালনপোষণে
যে যেমন সম্বৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,
তা'র কপালও হ'য়ে থাকে তেমনি;
'ক' মানেই হ'চ্ছে সত্তা
অর্থাৎ দেহী আত্মা,

আর, 'পাল' মানে পালন করা ;
এর সঙ্গতিপূর্ণ অর্থ-বোধনা
যা'র যত বেশী—
সক্রিয়ভাবে,—
তা'র কপালও তত ভাল। ৮২।

তুমি যা'কে মানবে যেমন,
প্রীতি-আগ্রহ নিয়ে চ'লবে যেমন—
অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে,
তোমার ব্যক্তিত্বও তেমনতরই
রঙ্গিল হ'য়ে উঠবে ;
মানা আর অনুচর্য্যী কর্ম্মে
গরমিল যেখানে যত,
হওয়ায় খাঁকতিও
তেমনতরই হ'য়ে থাকে ;
মানা ও করার মিলন যেখানে যেমন,
পারা ও হওয়ার মিলনও তেমনি। ৮৩।

আমরা বেকুব হই তখনই—
যখনই আমাদের
সপ্রবৃত্তি মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ইত্যাদি
বিভিন্ন বিষয়ের স্বার্থে
বিক্ষিপ্ত হয়,
আর, বুদ্ধ হই তখনই—
যখনই সমস্ত প্রবৃত্তি
একায়নী স্বার্থে

সক্রিয় সম্বুদ্ধ হ'য়ে চলে—
শ্রেয়গতিসম্পন্ন হ'য়ে,
আর, স্বভাবতঃই
আমরা তখন সাম্য-সুন্দর হ'য়ে উঠি। ৮৪।

দৃঢ় তৎপরতায়
উপচয়ী সক্রিয় তাৎপর্য্যে
প্রতিটি কর্ম্মের সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বোধবীক্ষণায়
যতই শুভ-সুন্দর অনুক্রিয়ায়
ত্বরিত নিষ্পাদন-প্রবণ হ'য়ে
তোমার আদর্শকে গ্রহণ ক'রবে,
তোমার ব্যক্তিত্ব চারিত্রিক সমাবেশে
ততই দৃঢ় হ'য়ে উঠবে—
একটা বিনায়নী সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনার
সুব্যবস্থ নিয়মন নিয়ে,
ত্বরিতকর্ম্মা কৃতীও হ'য়ে উঠবে তুমি
তেমনি। ৮৫।

কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষায়
আগ্রহ-আতিশয্যের ভিতর-দিয়ে
কৃতিচলনে
যা' মানুষ পায়—
তা'কেই সে বিহিতভাবে
উপভোগ ক'রতে পারে,
আর, সে-উপভোগ,

সে-আগ্রহ,
সে-কৃতিচলনের সমবেত সম্বেগ
মানুষকে ঐশ্বর্য্যে
উন্নীত ক'রেই তুলে থাকে,
আবার, ওর উল্টো চলনে
অশুভ বা অসতের আমদানির দরুণ
দুর্ভোগও অমনি হ'য়ে থাকে। ৮৬।

কোন্‌টা ঠিক ?
যা' তোমার সাম্য, সাত্বত
পরিবর্দ্ধন-পরিচর্য্যী—
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ করে,—
তা'ই ঠিক ;
এক কথায়, সত্তার ধৃতি-পরিপোষক যা',
যা' সপরিবেশ তোমার
জীবন ও জনন-ধৃতিকে
উৎকর্ষে অভিদীপ্ত ক'রে
কৃতি-উদ্যম-অভিসারী ক'রে তোলে,
যেই হো'ক আর যা'ই হো'ক তা',
তা'ই কিন্তু তোমার কাছে শ্রেয়,
উপাস্যও তা'ই,
অনুশীলনীয়ও তা'ই,
অনুচর্য্যাযোগ্যও তা'ই। ৮৭।

প্রিয়পরমের অধীন হও—
তোমার অন্তরের সব যা'-কিছুকে

তাঁ'কে অর্ঘ্য দিয়ে;
আর, সৎ আচার্য্যই হ'চ্ছেন—
অব্যক্তের ব্যক্ত মূর্চ্ছনা,
তাঁ'রই সমায়িত ব্যক্ত মূর্ত্তনা,
উৎসর্জ্জনার উদাত্ত স্বণ্ডিল,
মৈত্রী অবতরণ;
আর, তা' যদি না কর,
তোমাকে
প্রবৃত্তির প্রতিটি তরঙ্গের
অধীন হ'য়ে চ'লতে হবে—
মিথ্যা স্বাধীনতার গর্ব্বেপ্সা নিয়ে;
আর, ঐ প্রিয়পরমের অধীনতাই হ'চ্ছে
প্রকৃত স্বাধীনতা। ৮৮।

ক্ষুৎপিপাসার মত
স্বতঃস্বেচ্ছ আগ্রহে
যে তোমার ধারণ-পালন-পোষণে
স্বতঃ দায়িত্ব নিয়ে
নিজেকে নিয়োজিত ক'রে চলে,
সে তোমার অধীনতাতেই পরিতৃপ্ত,
তা'ই-ই তা'র কাছে স্বাধীনতা,
তুমিও তা'র কাছে তেমনি স্বাধীন,
তা'র আধিপত্যও
তোমার কাছে প্রীতিপ্রদ,
আর, সেখানে তোমার আধিপত্যও
স্বাভাবিক,
কারণ, তোমার পালন-পোষণ

যেমন তা'র স্বার্থ—
তা'র সংরক্ষণ ও সম্বর্দ্ধনও
তেমনি তোমার স্বার্থ। ৮৯।

তোমার ধারণাপ্রসূত
বোধ ও বিবেচনা
যদি বাস্তবতাকে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
বিনায়িত ক'রতে না পারল—
উপযুক্ত সংযোজনায়,
প্রকৃতি-অনুগ সুসজ্জায়,
যা'র ফলে
তা' অবশ্যই
সুফলপ্রসূ হ'য়ে ওঠে—
সুসন্নিবেশী সমাবেশ নিয়ে,
অবধারিতভাবে,
তাহ'লে কিন্তু
তা' ধারণার ফাঁকা আড়ম্বর শুধু;
বাস্তবতায় বিহিতভাবে,
বিশেষ পর্য্যবসিত হ'য়ে ওঠেনি
তা' তখনও। ৯০।

শিষ্টবিধি-বিশাসিত
ও সাত্বত ন্যায়-নিয়ন্ত্রিত
পরিণয়-সিদ্ধ যৌন-সংস্রব
দুষ্ট নয়কো,
তাই, তা' পাপের নয়কো;

যৌন-সংস্রব কেন,
বৈধী সাত্বত ন্যায়-নিয়ন্ত্রিত
যে-কোন কাজই হো'ক না কেন,
তা' পুণ্যেরই। ৯১।

বীজ যেমন ক্ষেত্রেই
উপ্ত হো'ক না কেন,
তা'র জাতীয় বিশেষত্ব নিয়ে
উদ্গতি লাভ ক'রবেই কি ক'রবে,
ক্ষেত্র-বিশেষে গুণের
ইতর-বিশেষ হ'তে পারে মাত্র,
উপযুক্ত একই গোবরে
মুগ ও কলাই দুই-ই বপন কর,
কলাই তা'র নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে
উদ্গতি লাভ ক'রবে,
মুগও কিন্তু তেমনতর,
কলাইও মুগ হ'য়ে যাবে না,
মুগও কলাই হ'য়ে যাবে না,
এটা প্রকৃতিরই
বৈশিষ্ট্য-বজায়ী বিধান,
বিধাতার শিষ্ট অনুশাসন। ৯২।

মাটির ঔপাদানিক চরিত্র
যদি বীজবৈশিষ্ট্যকে
বিহিত পরিচর্য্যায়

আপুষ্ট ক'রে তুলতে না পারে,
যত উন্নত জাতের বীজই হো'ক না কেন,
তা' কিছু-না-কিছু
অপকৃষ্টতা লাভ ক'রবেই;
আবার, মাটির ঔপাদানিক চরিত্র যদি
বীজ-বৈশিষ্ট্যের আপূরণী হ'য়ে চলে—
পোষণ-পরিচর্য্যায়,—
সে-বীজ বিহিতভাবেই
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে থাকে;
কিন্তু বীজ-বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রমী সংঘাত
বৈশিষ্ট্য-সহ বীজকে
পরিধ্বংসেই প্রভাবিত ক'রে থাকে। ৯৩।

দত্তকপুত্র অতি অবশ্য
সগোত্র ও নিকটতম সপিণ্ড থেকে
গ্রহণ ক'রতে হয়,
নচেৎ সে দত্তকপুত্রই হয় না,
কারণ, সে বীজবাহী হয় না;
সপিণ্ড বা সগোত্র অর্থাৎ সগোত্রদায়াদ না হ'লে
বীজ ও রক্ত-সম্বন্ধীয়
কোন অধিকারই তা'তে অর্শে না। ৯৪।

দৃঢ়ভাবে স্মরণ রেখো—
যদি তুমি সমীচীন অসগোত্র ছাড়া
বিবাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন কর,
এক কথায়, তুমি তোমার পূর্ব্বপুরুষের

যে রক্তস্রোত
অর্থাৎ যে বীজ-পরম্পরা হ'তে
উদ্ভূত,
সেই রক্ত বা বীজসম্পন্ন যা'রা
তা'দের সঙ্গে বিবাহ-কার্য্যে ব্রতী হও,
তাহ'লে তোমার সন্ততির মধ্যে
কুৎসিত গুণগুলিও
উচ্ছল হ'য়ে উঠবে,
এবং শোভন সদ্‌গুণগুলিও
উচ্ছলতা লাভ ক'রবে,
কিন্তু সাধারণতঃ ঐ সদ্‌গুণাবলীও
অপকর্ষের সেবায় নিয়োজিত হ'য়ে
তা'রই ইন্ধন হ'য়ে উঠবে,
তাই, কখনও সগোত্র বিবাহ ক'রো না;
আবার, দত্তক-পুত্র গ্রহণ ক'রতে গেলে
স্বীয় গোত্র ছাড়া
অন্য গোত্রে
দত্তক নিতে যেও না,
কেউ গোত্রান্তরিত হ'তে পারে না
কোনক্রমে—
বিশেষতঃ পুরুষ,
কারণ, গোত্র মানেই হ'চ্ছে
পরাবর্ত্তনী বীজধারা—
যে-বীজের সংস্রবে
তুমি সঞ্জাত হ'য়েছ,
এবং তোমার সন্তান-সন্ততিও হবে;
আর, দত্তক নিতে হ'লে

ঐ বীজেরই অন্য উদ্‌গতি থেকে
না নিলে
স্বভাবতঃ সে তোমার গোত্রবাহী
হ'তে পারে না বা পারবে না ;
বিবাহকালে যেমনতর
অসগোত্রের কন্যা গ্রহণ ক'রতে হয়—
ঐ রক্ত বা বীজের পার্থক্যকে
বজায় রেখে,—
যা'র ফলে, তোমার গোত্রের রক্ত
বা বীজের ধারা সব সময়ই
নূতন রক্তে পরিপোষিত হ'য়ে
উদ্‌গতি লাভ করে ;—
তোমার বংশ বা কুলাচারের সঙ্গে
অসগোত্র যে বংশ ও কুলাচারের
শ্রদ্ধানুগতি-সম্পন্ন
আগ্রহ-তৎপর নৈকট্য বিদ্যমান,
সমস্ত বিবেচনা পূর্ব্বক
সেই কুল বা বংশের কন্যা
যেমন বিবাহের উপযুক্ত,—
তেমনি একই রক্ত বা বীজে
উদ্‌গতিসম্পন্ন যে-জাতক,
সেই-ই দত্তক গ্রহণের উপযুক্ত,
কারণ, সে ঐ রক্তবীজেরই
সদৃশ-সম্ভূত ;
বিবেকদৃষ্টি নিয়ে
বেশ ক'রে খতিয়ে দেখে
বিবাহ বা দত্তক গ্রহণ ক'রো। ৯৫।

তোমার শিশুসন্তানদের
নামকরণের সময়
পিতৃপুরুষের সাতপুরুষ
অভাবে অন্ততঃ তিন পুরুষের
নামের
ও কৌলিক বৈশিষ্ট্য ও
আভিজাত্য-অনুক্রমণী তাৎপর্য্যের
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
নামকরণ ক'রো ;
এই আভিজাত্যই আনে
আত্মমর্য্যাদা,
আত্মমর্য্যাদা হ'তেই
পরাক্রমের উদ্ভব,
আবার, ঐ আভিজাত্য হ'তেই
আসে ঐতিহ্য,
ঐতিহ্যের সমীচীন আচরণই
হ'চ্ছে কুলাচার ;
তাই, নামের ভিতরে যেন
ঐগুলির দ্যোতনা
ওতপ্রোতভাবে নিহিত থাকে,
যা'তে শিশু ঐ নাম-ভাবনার
আবেগে
যখনই নিজেকে
সুচিন্তিত উদ্‌গ্রীবতা নিয়ে
আগ্রহ-আনতির সহিত
উদাত্ত ক'রে তোলে,
তখনই যেন

ঐ নাম-প্রভা
তা'র ব্যক্তিত্বকে
এমনতর অনুপ্রেরণায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে—
উদাত্ত আগ্রহ-মদির ক'রে,—
যা'তে তা'র ব্যক্তিত্বটাও
ঐ অনুপ্রেরণায়
অনুগতিসম্পন্ন হ'য়ে
রঙ্গিল, তৎপর হ'য়ে ওঠে;
'নামকরণে'র সার্থকতাই ওখানে। ৯৬।

বিকৃত বোধ,
ব্যত্যয়ী চলন
শারীর-বিধানের এমনতর বিকৃত বিন্যাস
ক'রে তোলে,
যা'র ফলে
বিকৃতভাবে চলা ছাড়া যেন
মানুষের উপায়ই থাকে না;
যেমন, ভুলে অভ্যস্ত হ'লে
শুদ্ধ কিছু জানলেও
মানুষ ঐ ভুলেরই শিকার হ'য়ে দাঁড়ায়,
অজ্ঞাতসারেই ভুল করে,
তেমনতরই হ'য়ে থাকে,
তা' হ'তে রেহাই পাওয়া
দুরূহই হ'য়ে ওঠে,
তাই সাবধান!
এমন ক্ষেত্রে শ্রদ্ধার সহিত

শ্রেয়-অনুসরণ ও অনুশীলনই
একমাত্র পন্থা। ৯৭।

যদি অন্তরে উদ্যম
ও আগ্রহ-উদ্দীপনা থাকে,
অনুশীলনার ভিতর-দিয়ে
তা'কে কাজে ফুটিয়ে তোল—
সমীচীন তৎপরতায়,
বিহিত ত্বারিত্যে ;
তবে তো আগ্রহ-উদ্যম
বোধ-বিকাশী হ'য়ে
তোমাকে কৃতকৃতার্থ ক'রে তুলবে !
তা' যদি না কর,
অন্তরেই তা' সুপ্ত হ'য়ে থাকবে,
ফল হবে—
তুমি যে তিমিরে,
সেই তিমিরে। ৯৮।

তুমি যদি কা'রো প্রতি
কোনপ্রকার অন্যায্য ব্যবহার কর,
তা'র শাস্তি বা আত্মগ্লানি
সহ্য ক'রতে
সোয়াস্তি লাগতে পারে,
কিন্তু প্রীতি-ব্যবহার ক'রতে গিয়ে
বা বিনা দোষে
শাস্তি ভোগ ক'রতে গিয়ে

যে-বেদনা—
তা'তে সত্তার সিংহাসনও
বেদনাপ্লুত হ'য়ে ওঠে,
তাঁ'র নিঃশ্বাসে অদৃশ্য অগ্নিবর্ষণ হয়,
আর, ধীরে-ধীরে
শান্তির শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়,
তাই সাবধান—
বুঝে চ'লো। ৯৯।

যেখানে দেখবে—
কা'রও আন্দাজ বা ইঙ্গিত
বাস্তবতাকে অতিক্রম ক'রে
বা ক্ষুণ্ণ ক'রে
প্রকাশ করে থাকে,
সেখানে বুঝে নিও—
তা'র বাস্তব দর্শন,
বোধায়িত বাক্-প্রকাশ,
চালচলন, আচার ও কথাবার্ত্তা
সবই ঐ ধাঁজকেই মেনে চলে;
সে হাত নাড়লেই বুঝতে পারবে—
বাস্তবের সঙ্গে তা'র সঙ্গতি
কেমনতর কতটুকু আছে,
তা' বুঝলেই
তা'কে মেপে ফেলতে পারবে
অমনতরভাবে,—
যদি সে তা'

অন্য প্রকার উদ্দেশ্য প্রণোদিত হ'য়ে
না করে। ১০০।

যদি বাস্তবতাকে
বাস্তবভাবে বোধ ক'রতে চাও,
কোনপ্রকার বিকৃত ধারণা-রঙ্গিল
না হ'য়ে
খোলা অন্তঃকরণে
স্বচ্ছ চাউনি নিয়ে
চোখ মেলে দেখ,
কান পেতে শোন,
সুযুক্ত সার্থক বিনায়নায়
হৃদয়ঙ্গম কর,
তবে তো বাস্তবের প্রতিফলন
তোমার অন্তরে প্রতিফলিত হবে!
নয়তো সর্পে রজ্জুভ্রম
কিম্বা রজ্জুতে সর্পভ্রম—
এমনতর হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী,
আর, বোধ ও মতও তোমার
অমনতরই হবে,
তা' তোমার অন্তরের প্রতিফলন যা'
তা'রই ছায়া নিয়ে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে
তোমার চিন্তায়—
বাস্তবতাকে বিকৃত ক'রে। ১০১।

এক কথায়
উন্নতিই বল,
আর, কৃষ্টি ও তা'র অনুশীলনই বল,
তা'র দম্বলই হ'চ্ছে
ইষ্টার্থপরায়ণতা,
ইষ্টস্বার্থ-উপসেবন-অনুচর্য্যা—
সব দিক্-দিয়ে,
সর্ব্বতোভাবে,
সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তৎপর ক'রে
তঁৎকর্ম্ম নিষ্পাদনে,
অমোঘ, অত্যাজ্য, অকাট্য নিষ্ঠায়,
আর, যা'-যা' প্রয়োজন,
ও হ'তেই গজিয়ে ওঠে—
প্রয়োজনানুপাতিক ;
কোনপ্রকারে ঐ দম্বল
সত্তায় সমাহিত ক'রে
যদি তুলতে পার—
স্মিত রস-সন্দীপনায়,—
যত ব্যতিক্রমই আসুক না কেন,
উন্নতি তোমার সত্তায়
সম্ভাবিত অনুচলনে
বৈশিষ্ট্য-সংহত হ'য়ে
চ'লতে থাকবেই কি থাকবে। ১০২।

পাওয়া মানেই উপযোগী হ'য়ে ওঠা,
অনুশীলনে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠা,
স্বতঃ হ'য়ে ওঠা—

বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মানুচর্য্যায়,
বোধবিনায়িত দূরদৃষ্টি নিয়ে,
ধৃতিমুখর সংরক্ষণী অভিষানে,
ব্যক্তিত্বে,
চারিত্রিক অভিদীপনায়,
যা'র ফলে, তোমার পাওয়াই
অন্যের স্বার্থ হ'য়ে ওঠে;
এমনতর অনুবেদনী অনুকম্পা নিয়ে
মানুষের স্বার্থকে
তোমার ব্যক্তিত্বে অর্থান্বিত ক'রে তোল—
সুকেন্দ্রিক আত্মনিয়মনী অনুধ্যায়িতা নিয়ে;
সব ক'রলে,
কিন্তু এগুলি তোমার চরিত্রে নেইকো,
তোমার ব্যক্তিত্বে
এগুলি
দীপালী-সজ্জায় সুসজ্জিত হ'য়ে ওঠেনি-কো,
তুমি ভাবছ—হ'লে,
কিন্তু হ'য়েও পেলে না-কো,
—এ তোমার ব্যক্তিত্বের সাথেই
তোমার ভাঁওতাবাজি মাত্র;
হ'য়ে ওঠ,
পাওয়া স্বতঃ হ'য়ে উঠুক তোমাতে,
যে-চাহিদাই থাকুক না তোমার,
এই হওয়াই কিন্তু পাওয়ার পথ। ১০৩।

যা'ই চাও না কেন,
যা'রই উপাসনা কর না কেন,

তা'র গুণ-গরিমা ও ব্যক্তিত্ববিভব
অর্থাৎ প্রকাশ-বিভব
অর্থান্বিত হ'য়ে
যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার ব্যক্তিত্বের
কানায়-কানায় আপূরিত হ'য়ে
বাক্যে, কর্ম্মে
এমন-কি, প্রতিটি অঙ্গ-সঞ্চালনায়
তা'র বিভা বিকিরণ না ক'রছে—
স্বতঃ-সন্দীপনায়,
তোমার স্বভাবকে সেই ভাবে
বিভাবিত ক'রে,—
ঐ উপাসনায়
সার্থক হ'য়ে উঠবে না কিছুতেই,
সিদ্ধিলাভ ক'রবে না কোনক্রমে,
তোমার ব্যক্তিত্বই
তা'র বিভব বিস্তার ক'রবে না,
বিচ্ছুরণ হবে না কোনরকমের ;
তাই, যা' চাও,
যা'র উপাসনা কর,
সেই লক্ষ্যই হো'ক তোমার আসন,
আরাধনাই হো'ক তদনুগ অনুচলন,
তৎ-করণই হো'ক কৃতি-অনুশীলন,
আর, তা'কে স্বভাবগত ক'রে তুলে
সিদ্ধি তোমার জয় ঘোষণা করুক ;
তোমার পূজার মঙ্গলবিভূতি তো
ঐখানেই,
আর, অর্ঘ্য হ'ল—

ঐ অমনতর তোমাকে
—তোমার চাহিদার মূর্ত্তনাকে
নৈবেদ্য ক'রে
উৎসর্জ্জনায় বিনিয়োগ করা—
সঙ্গতিশীল অর্থনায়
অর্থান্বিত হ'য়ে ;
ছোটই হো'ক, বড়ই হো'ক,
ভালই হো'ক, মন্দই হো'ক,
যে-কোন চাহিদাকেই
আয়ত্ত ক'রতে
বিহিতভাবে যা' যা' ক'রতে হয়,
তা'ই-ই তা'র উপাসনা,
ফল কথা, উপাসনার ভিতর-দিয়েই
যা'-কিছু পেতে হয় ;
তাই, উপাসনাই যদি ক'রতে হয়,
কদর্য্যের উপাসনা কেন ক'রবে ?
ভালরই উপাসনা কর। ১০৪।

তুমি যা'কে জান না,
বোঝ না,
যা'র ব্যক্তিত্বের সাথে
তোমার পরিচয়ই নেই,
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অনুকূল অভিসারে
যা'কে আঁকড়ে ধরনি—
প্রতিকূল যা'-কিছুকে বর্জ্জন ক'রে
আত্মনয়নী সুবীক্ষণ-অনুনয়ন নিয়ে,—

তা'র বাক্য ও চলনচরিত্রের
সার্থক সঙ্গতি
তুমি খুঁজে পাও না,
আর, পাওয়ার মত শ্রদ্ধা-উৎকর্ণ
সন্ধিৎসা
ও অনুশীলনী সম্পদও নেই তোমার ;
স্বার্থ-ক্ষুব্ধ দোষদৃষ্টি
তোমাকে লাঞ্ছিত ক'রবে না তো কী ?
তুমি বঞ্চিত হবে না তো কী ?
অমূলক ধারণারঞ্জিত প্রত্যয়
অহমিকার গুরু-গৌরবে
জাহান্নমের প্রীতিভিক্ষু কূট চুম্বনে
তোমাকে কোথায় পরিচালিত ক'রবে
তা' কি তুমি জান ?
মানুষের শেষ যে এই ক্ষণ-জীবনে
তা' কিন্তু নয়,
আরো আরোতে। ১০৫।

যে তোমার প্রেষ্ঠে
সুনিষ্ঠ নয়কো,
তোমার প্রেষ্ঠের বান্ধব নয়কো—
সে তোমার বান্ধব হ'তে পারে না
কিছুতেই,
তা' সত্ত্বেও যদি তুমি
তা'তে সুনিবদ্ধ থাক,
তাহ'লে তোমাকেও তুমি বুঝে নিও—
তুমিও তোমার

প্রেষ্ঠের বান্ধব নও ;
আবার, যিনি সর্ব্বতোভাবে
তোমার প্রেষ্ঠনিষ্ঠ, প্রেষ্ঠ-বান্ধব,
তিনি যদি তোমার
বান্ধব না হ'য়ে ওঠেন,
তা'ও কিন্তু তা'ই ;
অর্থাৎ স্বার্থ-নিবন্ধই তোমার চালক,
আর, সেই জন্যই তুমি প্রেষ্ঠের
অভিপ্রায়-অনুসারী অনুচলনে
উদ্গ্রীব ও উদ্বুদ্ধ হ'য়ে থাক না,
তা'ই, তা' পারও না ;
প্রেষ্ঠকে লক্ষ্য ক'রে
দুনিয়ার প্রত্যেককে
পরিচর্য্যা ক'রতে পার—
তা' প্রেষ্ঠ-প্রতিষ্ঠায়,
প্রেষ্ঠার্থবাহী হ'য়ে ;
সেখানে প্রেষ্ঠস্বার্থই তোমার স্বার্থ,
আর, মানুষের প্রতি প্রীতি ও অনুচর্য্যাও
ঐ তাঁ'তেই অর্থান্বিত হ'য়ে থাকে,
অর্থাৎ ঐ প্রেষ্ঠেই
অর্থান্বিত হ'য়ে থাকে। ১০৬।

তোমার ইষ্টই হো'ন
বা আদর্শই হো'ন
শ্রেয় বা প্রেয়ই হো'ন,
কোন ব্যাপারে বা বিষয়ে
বাত্‌কে বাত্‌ও যদি বল—

'তিনি যদি নিষেধ করেন
তা'ও আমি শুনবো না,
বা তিনি যদি নাও ক'রতে বলেন,
তা'ও আমি থামবো না',—
এমনতর বলার ভঙ্গী
করার ভঙ্গী
তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে
ভাল নয় কিন্তু,
ঐ রকমের উক্তি ব্যবহার ক'রলে
সেগুলি মাঝে-মাঝে
ব'লতে-ব'লতে বা কইতে-কইতে
তোমার মস্তিষ্কে এমনতর নিবেশ
সৃষ্টি ক'রবে,
বা অপ্রীতিকর হ'লে
তা' বিনায়িত বা নিয়ন্ত্রিত করার
ঝোঁককে
এমনতর অবশ ক'রে তুলবে,
যা'র ফলে, তোমার অজ্ঞাতসারে
তাঁ'র আদেশই বল,
অনুজ্ঞাই বল,
সেগুলিকে বহন করা
বা সক্রিয় ক'রে তোলা
তোমার পক্ষে সম্ভবপর হ'য়ে উঠবে কমই,
তোমার চলন, যুক্তি ও বিবেচনা
ওকেই সমর্থন ক'রে চ'লবে,
ফলে, হঠাৎ এমন ক্ষতির মহড়ায়
প'ড়ে যাবে,

যে-ক্ষতি তোমার পক্ষে
অপনোদন করা
দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠবে,
তাই সাবধান। ১০৭।

যা'রা তোমার ইষ্ট বা আদর্শকে
নিন্দা করে বা ঘৃণা করে,
তা'দের আবাস যদি তুমিই হও,
প্রতিবাদ, নিরোধ বা নিরাকরণ-তৎপর হ'য়ে
যদি তা'র প্রতিবিধান না কর,
তা'দের বিষাক্ত নিঃশ্বাস
তোমার অন্তঃস্থ মূর্ত্ত কল্যাণকে
বিষাক্ত আবরণে আবৃত ক'রে
তোমার সাত্ত্বিক চলনকে
এমনতরই বিষদুষ্ট ক'রে তুলবে,
নিষ্ঠাদীপ্ত প্রীতি-সম্বেগকে
এমনতরই কলুষিত ক'রে তুলবে,
চিন্তা ও কর্ম্মকে
এমনতরই বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলবে,
যা'র ফলে, তোমার ভাগ্য-দেবতার
শত ধিক্কারে
কলুষ-মৃষ্টতায়
অবশায়িত হ'তে
আর কোন বাধাই থাকবে না,
দুর্দ্দশাদীপ্ত অহঙ্কারে
তোমাকে নিষ্পেষিত ক'রবেই ক'রবে,

তোমার অলসকর্ম্মা ভাগ্য
অনাবেষ্টিত হ'য়ে থাকবে ;
যদি ভাল চাও—
এখনও সাবধান হও,
বিড়ম্বনার রোষ-দৃষ্টি হ'তে
অব্যাহতি পাও যা'তে
তা'ই কর। ১০৮।

তুমি যদি অসাবধান হও,
বা তোমার অসাবধানতা-বশতঃ
যদি কোন ক্ষতি হয়
বা কোন কিছু হারাও,
তবে মনে ক'রো না
ওখানেই ওর খতম হ'ল ;
যে-যোগাবেগে অন্তরাসী হ'য়ে
যা' যা' ক'রতে হয়,
তা'র শিথিলতা-বশতঃ
যা'-কিছুই সংঘটিত হো'ক না কেন,
ঐ শিথিলতার ক্রমানুপাতের ভিতর
যখন যা' যা' প'ড়বে—
সেই সেই ব্যাপার বা বিষয়ে
ক্ষতিকর কিছু ক'রবার
বা তা'র সম্ভাব্যতার
ভূমি প্রস্তুত ক'রেই রাখলে—
যদি না উপযুক্ত সময়ে
তা'র সমাধান কর,
অর্থাৎ ঐ অসাবধানতা, ক্ষতি, ক্ষয়

ও হারানোগুলির
উদ্ধার না কর—
বিহিত সন্ধিৎসু সম্বেগ নিয়ে,
ত্বরিত তৎপরতায় ;
আরো মনে রেখো—
আমাদের শুভপ্রসূ
অন্ততঃ যা' আয়ত্তের ভিতরে আছে
আমাদের,
তা' বিহিতভাবে
নিষ্পন্ন না ক'রে
অবজ্ঞা করার মানেই হ'চ্ছে—
সম্বেগী সন্ধিৎসাকে
অতখানি শিথিল ক'রে
রেখে দেওয়া ;
এতটুকু ক্ষয়, ক্ষতি বা হারানো—
অনেকপ্রকারই ক্ষয়-ক্ষতির
আমন্ত্রক। ১০৯।

তোমারই হো'ক বা অন্যেরই হো'ক
যা' তুমি ক'রবে ব'লে
সিদ্ধান্ত ক'রেছ
বা কা'রও কিছু ক'রে দেবে ব'লে
যে-দায়িত্ব নিয়েছ,
সমীচীনভাবে যথাসময়ে
তা' যদি নিষ্পন্ন না কর—
ত্বরিত তৎপরতায়,
তা'রপরে

সে-সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলে
যদি তা' নিষ্পাদনও কর,
ঐ বিলম্ব-বিড়ম্বিত নিষ্পাদন
তোমার মস্তিষ্কে
এমনতর ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়ে রাখবে,
যা'র ফলে
তোমার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যা'
তুমি তা'
যথাসময়ে পেয়েই উঠবে না,
আর, না পাওয়ার ফলে
যেখানে যে-ব্যতিক্রম হওয়া উচিত
তা' হ'য়ে থাকবে,
আর, তা'ই ডেকে আনবে
তোমার ভাগ্য-বিপর্য্যয়;
আর, ভাগ্য-বিপর্য্যয় মানে
ভজন-বিপর্য্যয়,
সুক্রিয় তৎপরতায়
বিহিতভাবে যথাসময়ে
যা' নিষ্পন্ন করা উচিত,
তা'ই করাই কিন্তু ভজন—
আচারে, ব্যবহারে, বাক্যে,
তদনুগ শুভ-বিনায়নায়;
আর, তা' না করা
বা বিলম্বে নিষ্পন্ন করা—
এগুলি সবই ভজনের বিপর্য্যয়,
ভজন যেখানে বিপর্য্যস্ত,
ভাগ্যও সেখানে বিড়ম্বিত। ১১০।

প্রীতিই যেখানে প্রদীপ্ত নয়—
তা' সন্দেহের। ১১১।

বান্ধবতার ভিতর যেখানে
আত্মপ্রতিষ্ঠার লুব্ধ লোলুপতা—
হিসাব ক'রে চ'লো। ১১২।

যা'রা দিতে নারাজ—
দিতে হ'লেও তা'দের
সাবধান হ'য়ে চ'লো। ১১৩।

যা'রা দান ক'রে ফিরিয়ে নেয়—
নানারকম কায়দাকানুনে হো'ক
আর, যেমন ক'রেই হো'ক—
হৃদয় তা'দের দুষ্ট,
একথা ঠিক। ১১৪।

দানের আত্মিক অভিনিবেশ
বাস্তব সাত্ত্বিক তাৎপর্য্যকে
যদি ব্যাহত ক'রে তোলে,
তোমার সত্তা যদি
তা' হ'তে বঞ্চিতই হ'য়ে ওঠে—
যে বঞ্চিত হওয়ার সার্থকতা
কোন দিক্-দিয়ে নেই—
দুর্ব্বিনীত ক্লিষ্ট অনুবেদনা ছাড়া,

তোমার বেলায়ই হো'ক,
আর, যা'র বেলায়ই হো'ক,
যদি তা' কর—
তোমার ন্যায্য তাৎপর্য্য সেখানে
বিক্ষুব্ধ হবেই কি হবে,
দুষ্ট ব্যতিক্রম—
ভালই হো'ক
মন্দই হো'ক—
তোমার অন্তর-দুরাশাকে
নিপীড়িত ক'রে
ব্যাহৃতির দাসত্বে
আহৃতিকে
বিসর্জ্জন দেবেই কি দেবে;
যা' করায় ভাল
ফলে মন্দ—
তা' কিন্তু মন্দই,
আর, যা' করায় মন্থর
ফলে ভাল—
তা' কিন্তু ভালই;
বুঝে চ'লো। ১১৫।

যে-ব্যাহৃতিই তোমাকে
ক্লিষ্ট ক'রে তোলে
দুর্ব্বল ও খর্ব্ব ক'রে তোলে,
তা' তোমার সত্তার পক্ষে
দুষ্ট ও দুরত্যয়। ১১৬।

লোকশ্রেয় করাই
যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়,
অশ্রেয়, অনিষ্টকর যা'—
বিহিতভাবে
তা'কে লক্ষ্য ক'রে চ'লো,
তোমার ক্ষতি
তোমাকে খর্ব্ব ক'রে না তোলে। ১১৭।

যা' তৃপ্তির নয়—
এমন-কি, কখনও তৃপ্তির
কখনও অতৃপ্তির
তা'ও নয়কো,—
বুঝে রেখো, তা' জীবনকে
খর্ব্ব ক'রে তোলেই কি তোলে—
ব্যাধির সৃষ্টি ক'রে,
এমনতর আহার—
সেটা খাদ্যের ব্যভিচার ছাড়া
কিছুই নয়। ১১৮।

যা' তোমার জীবনকে
পুষ্ট করে না—
সেটাকে উচ্ছল ক'রে তোলে না—
তা' কিন্তু তোমার পক্ষে সমীচীন নয়,
তা' হ'তে দূরে থাকাই ভাল,
ক্রম-ব্যবহারে
তা' ব্যাহৃতির সৃষ্টি ক'রে

সত্তাকে
অহেতুক মোটা বা শীর্ণ ক'রে তোলে,
তা' কিন্তু সন্দেহের। ১১৯।

যেখানে
অস্তিত্ব-প্রসারণী অনুকম্পা নেই
ধর্ম্মের রূপ সেখানেই খতম,
অত্যাচারের
হৃদয়হীন আক্রোশই
সেখানে লোকশাসক,
ব্যতিক্রমতুষ্ট যে
তা'র ভিতর
ধর্ম্মের রূপায়ণ
সংঘটিত হ'য়ে ওঠে না;
ধর্ম্মের অভ্যুত্থান যেখানে—
লোকানুকম্পী প্রীতি-উৎসর্জ্জনাও সেখানে
তেমনতরই উচ্ছল,
তাই, লোকসংহতি সেখানে
সহজ সুদৃঢ় আলিঙ্গনে
মানুষকে
আত্মিক অনুবেদনায়
উদ্বোধিত ক'রে তোলে,
—আর, ধর্ম্মের মূর্ত্তিই ঐ। ১২০।

কোন শিষ্ট লোকসংস্থা
যতক্ষণ পর্য্যন্ত

বিহিত বিচার ও বিবেচনায়
সন্তুষ্ট হ'য়ে
কাউকে কোন উপাধি না দেন—
সে-উপাধির সার্থকতা কোথায় ?
তা'র ফলও ভয়ঙ্কর—
বিকৃতির স্রষ্টা,
কারণ, তা'
সৎসন্দীপনী তৎপরতায়
শিষ্ট হ'য়ে ওঠেনিকো। ১২১।

উপ্ত রেতঃসত্তা ও ডিম্বকোষের
সংশ্লেষণেই কিন্তু
সৃজনপ্রগতির মূলধারা,
আর, তা'ই-ই জীবনের
সাত্বত সন্দীপনা ;
তাই, জন্ম ভাঁড়িয়ে
অন্য বংশের নামে
যা'রা নিজেকে খ্যাত ক'রে থাকে,—
কিংবা, তজ্জাতীয় উপাধিতে
নিজেকে খ্যাত ক'রতে চায়—
ব্যতিক্রমদুষ্ট ব্যভিচারবিকৃত
পরিকল্পনা নিয়ে,—
তা'রা কিন্তু
শিষ্ট সত্তা নিয়ে বসবাস করে না,
বিকৃত ব্যভিচারই
তা'দের অন্তঃকরণের উৎসেচনা,

তা'রা নেহাৎই ব্যভিচারদুষ্ট—
শয়তানের সহচর,
ঐ স্বভাব
তা'দের সাত্বত সন্দীপনাকে
উৎসন্ন দিয়ে থাকে,
আর, তা'দের অন্তঃকরণে
লোক-অনিষ্টের যা'-কিছু
উদ্দীপ্ত ক'রে
বিপর্য্যয়কে আমন্ত্রণ ক'রে থাকে—
ব্যতিক্রমদুষ্ট তাৎপর্য্যে ;
সাবধান !
ঐ অবস্থা যা'দের দেখবে—
ফাঁকিবাজি নিয়েই
তা'রা অমনতর ক'রে থাকে,
বিশ্বস্তি-সংঘাতের
ঐ ঘাত-প্রতিক্রিয়ায়
তা'রা তো নষ্ট পেয়েই থাকে,
দেশকেও—
দেশ কেন
প্রতিটি লোককেও—
ঐ তেমনি ক'রেই
বিকৃত সন্দীপনায়
সর্ব্বনাশের পথেই
নিয়ে চ'লতে থাকে,
সাবধান
তা'দের হ'তে !
ভাঁড়িয়ে বড় হওয়ার চাইতে—

খ্যাতিই যদি চাও—
বাস্তবে বড় হও,
কর,
পারগতাকে আমন্ত্রণ কর,
বড় হও। ১২২।

চর্য্যা যখন
প্রাঞ্জল হ'য়ে ওঠে—
তখন ঠিকই উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে
হৃদয়ের প্রীতিস্পন্দন। ১২৩।

দুনিয়ায় অনেকেই
সুখ কী তা' জানে না,
সুখের মুখও
দেখেনি অনেকেই,
নিজেকে কেমন ক'রে বিনায়িত ক'রে
কী চাল-চলনে চ'লে
প্রসাদ-নন্দনায় নিজে সুখী থেকে
অন্যকে সুখী ক'রতে পারা যায়—
তা' অনেকেই বোঝে না,
অনেকে বুঝেও তেমনতর চলে না;
তুমি ইষ্টীপূত হ'য়ে ওঠ
কৃতী উৎসারণায়—
তাঁ'র মনোজ্ঞ হবার
অজচ্ছল আবেগ নিয়ে,
তিনি যেমনতর ভালবাসেন,

তেমনি ক'রেই চল—
নিজের কৃতি-উৎসারণাকে
উপচয়ী ক'রে তুলে,
আর,
উপচয়ী যোগ্যতার উপর
দাঁড়িয়ে
যোগ্যতর হ'য়ে উঠতে থাক,
আর, যোগ্যতার অর্জ্জনা যা'-কিছু
তাঁ'তে উৎসর্গ কর তা',
আর, সেই উৎসর্জ্জনার
প্রসাদ যা' পাও,
তা'ই দিয়ে তোমার স্বাস্থ্য ও
সুস্থিকে
বিহিতভাবে বিনায়িত ক'রে
তৃপ্তি-নন্দিত হ'য়ে ওঠ,
আর, পরিবার-পরিবেশকে
ঐ নন্দনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল,
তুমিও তাঁ'র উপভোগ্য হও,
আর, অমনি ক'রে
শ্রদ্ধোষিত ক্রম-চলনের
ভিতর-দিয়ে
তাঁ'কে উপভোগ কর,
তোমার ব্যক্তিত্ব
সার্থকতার পরম নন্দনায়
তৃপ্ত হ'য়ে উঠবে ;
বোঝ, মিলিয়ে দেখ—
সুখ কোন্ পথে ! ১২৪ ।

তুমি যদি সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে
ইষ্টার্থপরায়ণ না হও—
সক্রিয় অনুচর্য্যা-নিরতির সহিত,
সন্ধিৎসু অনুকম্পায়
প্রিয়-অনুরঞ্জনায়
নিজেকে প্রসাদমণ্ডিত ক'রবার
উদগ্র আকৃতি নিয়ে,
তৎ-পরিপোষণী যা'-কিছুকে
অন্তরাস-উন্মাদনায় আঁকড়ে ধ'রে—
আর, অন্তরায় যা'-কিছু
তা'দিগকে বর্জ্জন ক'রে,
শুভপ্রসূ যা'-কিছুর অনুশীলন-তৎপরতায়
অশুভ-নিরোধী পরাক্রম নিয়ে,
কৃতি-দক্ষ কুশল-কৌশলী হ'য়ে,—
তবে কিন্তু যতই বিদ্যাবত্তা
তোমাতে বসবাস করুক না কেন,
সার্থক সঙ্গতির সমীচীন অন্বয়ে
তোমার অন্তর্নিহিত বোধনাই
জাগ্রত হ'য়ে উঠবে না—
ব্যক্তিত্বকে চরিত্রে রঙ্গিল ক'রে তুলে ;
তাই, গুরুত্বই অর্শাবে না তোমাতে
কখনও,
তা' সত্ত্বেও তোমার গুরুগিরি
ধড়িবাজি ছাড়া
আর কিছুই হ'য়ে উঠবে না—
একটা লোক-ঠকানোর সর্ব্বনাশা ব্যূহ
সৃষ্টি করা ছাড়া ;

তুমি নিজে তো অধঃপাতে যাবেই,
আর, কতজনের যে কী সর্ব্বনাশ ক'রবে—
তা'র ইয়ত্তাই নেই ;
তাই সাবধান !
নিজে সর্ব্বতোভাবে একমনা হ'য়ে
আত্ম-নিয়মন-তৎপরতায়
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ে
প্রিয়-পরিচর্য্যী হ'য়ে ওঠ,
অনুশীলনার শীল-সম্ভাষণে
যোগ্যতায় যুত হ'য়ে ওঠ,
আর, গুরুত্ব সার্থক হ'য়ে উঠুক তোমাতে। ১২৫।

তোমার প্রিয়পরম যিনি,
বা শ্রেয় ও প্রেয় যিনি,
যিনি তোমার ব্যক্ত ঈশ্বর,
অন্তরের আগ্রহ-উদ্দীপনী
সক্রিয় রাগ-অনুচর্য্যায়
তাঁ'রই মনোজ্ঞ অনুগতি নিয়ে
উচ্ছল উপচয়ী সেবা-নিরতির
ভিতর-দিয়ে
তুমি যদি তাঁ'কে
প্রসাদ-প্রদীপ্ত ক'রে তোল—
নিজের কর্ম্মগুলির অর্থান্বিত নিয়োজনায়,
সেই প্রসাদ-নন্দিত অনুকম্পার
স্মিত স্নেহল অবদান যা' পাও তুমি
বা তিনি দেন যা',
তোমার সেই পাওয়াই হ'চ্ছে—

তাঁ'র প্রসাদ-উপভোগ,
তোমার ঐ অনুচর্য্যী নৈবেদ্য
আশিস্‌মণ্ডিত হ'য়ে
তাঁ'র দয়াকে দয়িত আহ্বানে
উচ্ছল ক'রে
তোমার সত্তাকে
স্বস্তিমণ্ডিত ক'রে তুলে থাকে—
আরো আরোর নিরন্তরতা নিয়ে ;
ঐ অনুচারিণী করা যেমনতরভাবে
তোমাতে আবির্ভূত হ'য়ে
তোমাকে শুভ-নিষ্পন্নতায় উচ্ছল ক'রে তোলে—
তেমনই কর,
নয়তো, নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থপ্রলুব্ধ
প্রত্যাশার বশে
তাঁ'কে প্রসাদনন্দিত না ক'রে
তুমি যা' পাও,
তা' কিন্তু তাঁ'রই প্রদত্ত দয়া যা'
তোমার জীবনে প্রবাহিত হ'য়ে চ'লেছে,
তা'কেই খরচ ক'রে পাওয়া—
উচ্ছল ক'রে নয়কো,
তাই, তা'তে দিন-দিনই
তুমি যোগ্যতাহারা অবসন্ন হ'তে থাকবে,
তোমার তমসাবৃত চক্ষু
উন্নত অধিগমনের
কোন পথই দেখতে পাবে না তখন আর ;
তাই, ঐ পাওয়া
তাঁ'র দয়া পাওয়া নয়কো,

তাঁ'র দেওয়া দয়াকে ভাঙ্গিয়ে
ভোগ করা মাত্র;
প্রীতিপূর্ণ অন্তঃকরণ নিয়ে
যদি তাঁ'কে একগুণও দিয়ে থাক—
কোনরকম স্বার্থ-প্রত্যাশার রূপরেখা
না রেখে,
তাঁ'কে উপচয়ী ক'রে তোলার
প্রসাদনন্দিত ক'রে তোলার
আগ্রহ নিয়ে,—
তুমি কমপক্ষে
শতেকগুণ তো পাবেই,
আর, ঐ পাওয়াই ব'লে দেবে
তুমি তাঁ'কে প্রকৃতভাবে কী দিয়েছ—
তাঁ'রই পরিপোষণায়,
তাঁ'রই প্রসাদনন্দনায়। ১২৬।

সমাজতন্ত্র

আমার মনে হয়—
অবশ্য আমি মার্কস্-বাদ কিছু জানি না,
আর, ভারতীয় সমাজতন্ত্রের
কোনও আবছা অভিব্যক্তিও
এর মধ্যে আছে কি না
তা'ও জানি না,
তবে, আমাদের ধনিক বা শ্রমিক প্রশ্ন ছিল না,
কিন্তু বৈশিষ্ট্যানুপাতিক বর্ণাশ্রমী সম্প্রদায় ও
বৃত্তিবিভাগ ছিল।

ধনিক-শ্রমিক ব'লে রকমারি ছিল না—
শ্রমিকও যে, ধনিকও সে।
একটা সম্প্রদায় ছিল বামুন অর্থাৎ বিপ্র—
যা'রা ছিল সমাজের শিক্ষক বা আচার্য্য,
যা'রা
বর্ণ-বৈশিষ্ট্যানুপাতিক শিক্ষিত হ'য়ে উঠত
চিন্তা ও কর্ম্মে।
বিপ্রদের ছিল উঞ্ছবৃত্তি,
প্রীতি-অবদান ছিল পরম আদরের,
লোকজাবনই ছিল তা'দের মূলধন—
ওদের অভ্যুদয়ই ছিল তাঁ'দের সম্পদ্।
গবেষণা, শিক্ষা, মন্ত্রণা, বিধি-প্রণয়ন,
বিচার, উপদেশ ইত্যাদি—
ফল কথা, ইষ্ট ও পূর্ত্ত ছিল তাঁ'দের
স্বভাবতঃ স্বতঃ-লোকচর্য্যা,—
দক্ষিণা ছিল মহিমান্বিত প্রাপ্তি।
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রও ছিল
তেমনতর বিশিষ্ট গুচ্ছ।
গুচ্ছগুলি পরস্পর স্বতঃ-স্বার্থান্বিত ছিল,
তা'রা প্রত্যক্ষভাবে ঋণী থাকত পরস্পর,
প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহযোগী হওয়া ছাড়া
পথ ছিল না।
বামুনের হাতে মূলধন ছিল না—
বৈশিষ্ট্য-অধ্যুষিত চরিত্র ছাড়া;
কিন্তু প্রীতি ও সক্রিয় সেবার দ্বারা
সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে

সম্মানিত ও পূজার্হ হ'য়ে থাকত তা'রা,
নিস্পৃহ অযাচিত পাওয়ায়
অনাসক্ত অধীশ্বর হ'য়ে ;—
এককথায়, সমস্ত সম্প্রদায়ের
সকল মানুষ, টাকা ঐশ্বর্য্যই ছিল তাঁ'দেরই।
রাজা ও তাঁ'র পরিষৎ
বা সরকারের কর্ত্তব্য ছিল—
বর্ণাশ্রম প্রতিপালিত হ'চ্ছে কিনা
বিহিতভাবে সেটা দেখা।
যা'রা ভাবে অর্থের মানদণ্ডের উপর
বর্ণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত, তা'রা ভ্রান্ত,—
বৈশিষ্ট্যমাফিক শ্রম করার উপরই
বর্ণাশ্রমের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত।
এতে ধনিক-শ্রমিক সমস্যা ছিল না,—
সমস্ত শ্রমিকই ধনিক,
সমস্ত ধনিকই শ্রমিক ;
তা'র প্রকাশই ছিল ব্যবহারে
এবং সমঞ্জসা ব্যবস্থিতিতে,
বিভিন্ন গুচ্ছ বা বর্ণের পারস্পরিক
ঐক্যমুখর সহযোগিতায়,—
রাষ্ট্র ছিল তা'র ব্যক্তিস্বাতন্ত্রী,
সমাজতান্ত্রিক পরিচর্য্যায় ;
অনুলোম পরিণয় ছিল তা'র
উৎক্রমণ-প্রসূ, সংশ্লেষী উপকরণ—
গুচ্ছ বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত রেখে ;
শিক্ষা ছিল তা'র
সর্ব্বতোমুখী, ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যপূরণী ;

বৃত্তি ছিল তা'র বর্ণবৈশিষ্ট্যানুপাতিক,
বৃত্তি অপহরণ ছিল তখন মহাপাপ,
পারস্পরিক সহযোগে ইষ্টমুখীন উচ্চাধিগমন
প্রত্যেকেরই ছিল
স্বতন্ত্র জীবনের পরম সার্থকতা,
পরস্পরের স্বার্থরক্ষা নিজেরই স্বার্থ
বা সম্পদ্ ব'লে মনে ক'রত,—
আর, চ'লতও তেমনি সক্রিয়ভাবে প্রত্যেকে ;
কারও কেউ নেই,—
এমনতর হ'তে পারত না সাধারণতঃ ;
অজলে অস্থলে প'ড়তে পারত না কেউ তখন,—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অপচয়ী যা'-কিছু
পরিবেশের অনুকম্পী শাসনে
তা' সংযত হ'য়ে উঠত আপনিই ;
আর, সত্তার উদ্বর্দ্ধনী যা'—
তা' পরিপুষ্টও হ'ত তেমনি ক'রে ;—
এই ছিল মোটামুটি জীবন—
গণ্ডগ্রামেও যা'র অভিব্যক্তি ছিল।
তখন না-ছিল দেশে চরিত্রের অভাব,
না-ছিল সামর্থ্যের অভাব,
না-ছিল অর্থের অভাব
বা সম্পদ্, পণ্য বা উৎপাদনের অভাব,—
যতদিন-না
ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ-পরিকল্পনায়
এটা বিপর্য্যস্ত হ'য়েছিল,—
তা' হ'য়েও যে কঙ্কাল-কাঠামোটা
এতদিন এতটুকুও আছে,—

তা' এর সুষ্ঠুত্বেরই নিদর্শন।
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, সম্প্রদায়-স্বাতন্ত্র্য
সমাজ-স্বাতন্ত্র্য, রাষ্ট্র-স্বাতন্ত্র্য
সঙ্গতি লাভ ক'রে,
পারস্পরিক স্বার্থান্বিত হ'য়ে,
স্বতঃই ঐক্যবদ্ধ হ'য়েছিল আদর্শে।
যা'তে মানুষ ছোট হ'য়ে যায়—
কৃষ্টিতে, অন্তরে, বাহিরে,—
এমনতর পথগুলির উপর কড়া শাসন ছিল—
সাম্প্রদায়িকভাবে, সামাজিকভাবে
ও রাষ্ট্রীয়ভাবে;
আর, ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্য যা'তে পরিপুষ্ট হয়
সেই-ই ছিল পোষণীয় নীতি—
তা' ঐ সামাজিক, সাম্প্রদায়িক বা রাষ্ট্রিক—
প্রতিজীবনেরই।
প্রত্যেক বর্ণ তা'র কর্ম্মকলার ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেক বর্ণের সঙ্গে যেমন যুক্ত ছিল,
প্রজননের দিক্-দিয়ে তেমনি ছিল
ঐক্য-সম্বন্ধ-অনুলোমক্রমে—
মস্তিষ্কে,—শ্রমে,—চরিত্রে।
প্রতিলোমকে লৌহ হস্তে শাসন করা হ'ত;—
প্রতিলোম উন্নতিকে স্তব্ধ ক'রে,
বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করে,
কুপ্রজননকে ক্রমান্বয়ী ক'রে তোলে—
যা'তে মানুষের মস্তিষ্কের অভাব ঘটে,
স্নায়ু ও শরীরের অপকর্ষ হয়,—
দুর্ব্বল প্রজননের উদ্ভব হয়।

সেই জন্য কোন বর্ণই
এই বৈশিষ্ট্য-ধ্বংসী প্রতিলোমকে
প্রশ্রয় দিত না,
আর, এর ব্যত্যয়ী যে
সে শুধু সাম্প্রদায়িক শাসনেই প'ড়ত না,—
সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শাসনেও প'ড়ে যেত।
যখনই রাষ্ট্রদায়িত্ব প্রতিব্যক্তিতে
সজাগ হ'য়ে উঠল—
ব্যষ্টি ও সমষ্টির ধর্ম্ম, জীবন ও সম্পদ্
রক্ষার ভিতর-দিয়ে,—
তখন থেকেই কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরু হ'ল;
তা'র আগে
যত বড় স্বাধীন ক'রেই দেওয়া যাক,
তোমার স্ব-এরই উদ্ভব হয়নি,—
যে স্ব তোমাতে জাগ্রত-উদ্বোধনায়
তোমার সপারিপার্শ্বিক প্রতিটি নিজের
ধর্ম্ম, জীবন ও সম্বর্দ্ধনার সেবায়
প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয়তায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে।
এই ভারতীয় সমাজতন্ত্র বা সম্প্রদায়তন্ত্র
বর্ণানুগ ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের
পরিপোষণ দিয়ে
প্রগতি এবং প্রজননের উৎকর্ষী ব্যবস্থাও
ছাড়েনি,—
তেমনি আদর্শানুগ
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
প্রতি-বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ী সহযোগিতায়
পারিপার্শ্বিকের বৈশিষ্ট্যানুপাতিক উন্নতিকেও

অবহেলা করেনি।
ভারতীয় সম্প্রদায়তন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের ওটা
মস্ত বিশেষত্ব,—
তা' যেমন অর্থনৈতিক দিক্-দিয়ে—
ব্যষ্টি-সমষ্টি নিয়ে,
তেমনি অন্তর্জগৎ বা আধ্যাত্মিক জগতেরও
উন্নতির দিক্-দিয়ে—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে নিয়ে।
তা'রা চায় বেঁচে থেকে বাড়তে—
আদর্শে, ঐক্যে, সহযোগিতায়,
শ্রমে, অর্জ্জনে, আদানে-প্রদানে,
সুপরিবেষণে,—সুব্যবস্থায় সুষ্ঠু ক'রে,—
সবটাকে নিয়ে,—সব দিক্-দিয়ে
ব্যষ্টিকে সার্থক ক'রে সমষ্টিতে,
সবটাকে সার্থক ক'রে আদর্শ চলনে—
কৃষ্টির পথে,—
আর, যা'-কিছু সব সার্থক ক'রে,
সত্তায় ভূমায়িত ক'রে এক—অদ্বিতীয়ে।
রাষ্ট্র ছিল এরই একটা দাঁড়া বা মঞ্চ,—
যা'র বৈশিষ্ট্যই ছিল
এই নীতি বা দর্শনকে বাস্তব মূর্ত্তি দিয়ে,
সুব্যবস্থা ও সুশাসনে প্রতিটি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে
সমষ্টি-স্বাতন্ত্র্যে সুসঙ্গত ক'রে
সহজ স্বতঃ-সহযোগিতায়
তা'র অনুক্রমণী সুপরিবেষণে
প্রত্যেককে তা'র নিজ-বৈশিষ্ট্যের
পরিপোষণী ক'রে,—

বৈশিষ্ট্যমাফিক
পরস্পরের পরিপোষণী হ'য়ে
কৃষ্টিচর্য্যায়
অন্তর এবং বহির্জগতের সঙ্গতিসহকারে
উন্নতিতে অবাধ ক'রে তোলা—
বাঁচায়, বাড়ায়, সম্পদে,
শিক্ষায়, শ্রমে, উপচয়ী উৎপাদনে,
অর্জ্জনে, সমৃদ্ধ প্রজননে—
সর্ব্বতোমুখী ক'রে।
রাষ্ট্রের ক্রীতদাস হ'য়ে
কা'রও থাকা লাগত না,—
রাষ্ট্র ছিল গণসেবী শাসক,
আর, সমাজ ও রাষ্ট্রে তো দূরের কথা,
কোনও সম্প্রদায়ের কোথাও
বৈশিষ্ট্য-পরিপোষণী সেবা
এতটুকু অবজ্ঞাত হ'লেও কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত ;—
লোকমত—সম্প্রদায়
সমাজ ও রাষ্ট্রের সমর্থন-সমৃদ্ধ হ'য়ে
শাসন ক'রত,—নিয়ন্ত্রিত ক'রত
ঐ মঞ্চাধিনায়কদিগকে—
যথাবিহিত, যেখানে যেমন প্রয়োজন,—
ধর্ম্ম ও কৃষ্টির গায়ে যাতে
একটা আঁচড়ও না লাগে,
এমনতর সতর্ক চক্ষু ও ধী নিয়ে—
ছোটকে বড় করার অভিযানে—
জন্মে, কৃষ্টিতে, অর্জ্জনে
শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, প্রতিভায়,

শ্রম ও সেবা-সৌকর্য্যে,
উপচয়ী উৎপাদনে,—
যথাপ্রয়োজন সাম্য-পরিবেষণে।
মূর্ত্ত-আদর্শে
সক্রিয়-আত্মনিয়োগ ক'রেছেন যাঁ'রা—
তাঁ'দের চরিত্র-চলনে
স্ফূর্ত্ত, জীবন্ত হ'য়ে থাকত
আদর্শ, কৃষ্টি, ধর্ম্ম ও সেবা।
সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্র-সেবায় যাঁ'রা দক্ষ,
তাঁ'রাই তাঁ'দের গুণক্রমপর্য্যায়ে
পুরোধ্যাসীর আসনে
সব সময়ে
কার্য্যকরী চলনে আসীন থাকতেন,—
যাঁ'দের চরিত্রে চরিত্রবান্ হ'য়ে উঠত গণসমূহ,
যাঁ'দের দীপন-চরিত্রে দীপ্ত হ'য়ে উঠত
প্রতি লোকচক্ষু—
আপন আপন বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে।
কেন্দ্রীয়-মঞ্চে যেখানে যখনই
কোনও যোগ্যতার অভাব হ'ত,
নিষ্ঠার অভাব হ'য়ে উঠত,—
ঐ সম্প্রদায়, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় পুরোধ্যাসীর
আসন থেকে স্বতঃ-অনুবর্ত্তিতায়
তাঁ'দেরই কেউ
সেই স্থানকে পরিপূর্ণ ক'রতেন,—
আরো দক্ষতার সাথে,—তড়িৎ-সক্রিয়তায়,—
যা'তে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে,—
তীক্ষ্ণ-চক্ষু,—সতর্ক-সন্ধিৎসা,

হৃদয়ঢালা সক্রিয়-সহযোগিতার সহিত
সেই আসনকে
সৌষ্ঠব-মণ্ডিত ক'রে তুলতে।
পরবর্ত্তী-যিনি সঙ্গে-সঙ্গে
ঐ সম্প্রদায়, সমাজ, রাষ্ট্র—যা'ই হো'ক,
তা'রই পুরোধ্যাসী পদে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে
অভিদীপ্তির সহিত
তা'রই পরিচালনা ক'রতেন,—
অসাধু উদ্যমকে তা'র পরিবেশেই
নিরুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে,—
পারস্পরিক লোক-সংহতির
সুবিন্যাসী পরিশাসনে ;—
কারণ, ব্যক্তিগত স্বার্থকে
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
উৎক্রমণ-পরতন্ত্রী ক'রে তোলাই ছিল
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রের
কল্যাণ-উৎসৃজী স্বার্থ।
তাই, অসাধু যা',
প্রত্যক্ষভাবে তা' নিরোধ করা,
সুশাসনে বিন্যাস করা—
প্রত্যেকের মুখ্য স্বার্থ ব'লে বোধ ক'রত
প্রত্যেকে ;—
ফলে, না ছিল ভয়,
ছিল না বিসম্বাদ,
ছিল না বিপাক, বিধ্বস্তি,
ছিল না দারিদ্র্য,

অকালমৃত্যু-কুপ্রজনন, কুৎসিত সমৃদ্ধি,
কদাচার-প্রবঞ্চনাক্লিষ্ট আততায়ী অনুধাবন—
কি অন্তরে,—কি বাহিরে। ১২৭।

যিনি তোমার ইষ্টদেবতা,
আচার্য্যদেব যিনি,
বা শ্রেয় যিনি তোমার,
তোমার প্রতি
তাঁ'র প্রতিটি নিদেশই
একটা বিহিত অর্থে অন্বিত হ'য়ে
তোমার নিকটে উপস্থাপিত হ'য়ে থাকে,
এমন-কি, তোমার আয়, ব্যয়
শুভ, অশুভ, ক্ষতি
অর্থাৎ বিপদ, আপদ, বিড়ম্বনা—
এমন-কি, বিনাশেরও
শুভ-বিনায়নী সঙ্কেত
ও প্রতিষেধক নিহিত থাকে তা'র ভিতর;
ত্বরিত সন্দীপনায়
যদি সেগুলি নিষ্পন্ন না কর—
তবে তোমার ঐ উল্লঙ্ঘন
অশুভ-বিড়ম্বনাকে প্রশ্রয় দিয়ে
তোমাকে তা'রই লক্ষ্য ক'রে রাখবে,
তা'র বিরুদ্ধে
হয়তো তোমার কিছুই ক'রবার
থাকবে না,
কিন্তু ঐ নিষ্পন্নতার ভিতর-দিয়ে

যেখানে যেমন ক'রে
যা' যা' ক'রতে হয়
ত্বরিত দীপনায়
তা' যদি ক'রে ফেল—
তবে ঐ অশুভ যা'-কিছুর বিরুদ্ধে
নিরোধী সংস্থিতি সৃষ্টি ক'রে
রাখা হবে,
যা'র ফলে, হয়তো
অল্পের ভিতর-দিয়েই
রেহাই পেয়ে যাবে তুমি ;
তা' ছাড়া, তাঁ'র ঐ নিদেশ-নিষ্পাদন
পরিবেশেও এমনতর একটা
সক্রিয়তার সৃষ্টি ক'রে রাখবে,
যা'র ফলে, তা'দের পক্ষেও
ওগুলিকে ব্যাহত ক'রে
স্বস্তির পথে অগ্রসর হওয়ার
উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'য়ে থাকবে ;
তাই বলি—
শ্রেয়-নিদেশ অবজ্ঞা ক'রো না,
বরং তা' ত্বরিত-সন্দীপনায়
উপযুক্ত সময়ের ভিতর
নিষ্পন্ন যা'তে ক'রতে পার—
তা'ই কর,
নয়তো ঐ শৈথিল্য
তোমার এবং সঙ্গে-সঙ্গে
পরিবেশের শুভকেও ব্যাহত ক'রে
অশুভেরই পথ পরিষ্কার ক'রে তুলবে ;

—অবশ্য এ কথা মনে রাখতে হবে যে
শ্রেয়-নিদেশ প্রতিপালনীয় হ'লেও—
তাঁ'র নিদেশই প্রথম ও প্রধান গ্রহণীয়
যিনি তোমার পরম শ্রেয় আচার্য্য,
ইষ্টদেব,
প্রিয়-পুরুষোত্তম। ১২৮।
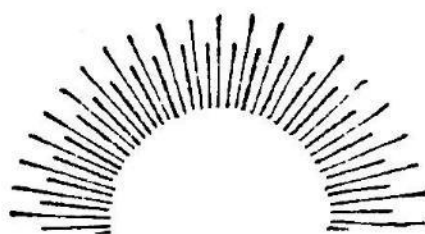
তোমাদের চরিত্র, আচরণ
ও আপ্যায়নী অনুচর্য্যা
যেন সবার অন্তরকেই
মুগ্ধ ক'রে তোলে,
সৎ-নিষ্ঠানন্দিত উর্জ্জী দীপনা
তোমাদের হৃদয়কে
উচ্ছলতায় অজচ্ছল ক'রে তোলে ;
জীবনের দুঃখ, ব্যাঘাত, অযথা অন্তঃপীড়া
তোমাদিগকে দমিত না ক'রে
অমিততেজা ক'রে তুলুক,
লোককল্যাণপ্রসূ ক'রে তুলুক,
শ্রদ্ধাপূত শুভ-সম্বর্দ্ধনী কৃতিচলনে
তোমরা অমিত-আয়ু হ'য়ে ওঠ ;
পরমকারুণিক পরমপিতার
শুভ-নিষ্যন্দী ব্যাপন চরণে
আমার একান্তই এই প্রার্থনা।
তোমাদেরই
দীন কল্যাণপ্রার্থী
এই 'আমি'

কর্ম্ম

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১। অনিয়ন্ত্রিত কৃতি-অনুচলন।
২। না-পারার কৈফিয়ৎ পারগতার দ্বারকে রুদ্ধ ক'রে রাখে।
৩। সহজ সত্তাপোষণী যা' তা'তে অভ্যস্ত থাক।
৪। তোমার কৃতিসুন্দর প্রাজ্ঞ পরিচর্য্যা।
৫। করায় ক্ষমতার প্রসার।
৬। যা' পার তা'তে অন্যের সাহায্য নিও না।
৭। এমনভাবে পারার কথা বল যা'তে মানুষ পারে।
৮। স্বতঃস্রোতা বিভবের পথ।
৯। বাস্তব কৃতকার্য্যতা।
১০। ভাবের ঘুঘু হ'য়ো না।
১১। পদোন্নতির অভিলাষ।
১২। কৃতিমর্য্যাদাই পদমর্য্যাদার নিয়ন্তা।
১৩। না ক'রলে ক্ষমতা হয় না।
১৪। হ'তেই যদি চাও, কর—পাবে।
১৫। ক্ষমতা আসে করার ভিতর-দিয়েই।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১৬। সার্থক সন্দীপনার সঙ্কেত।
১৭। কী কী লক্ষ্য রেখে চ'ললে হৃতভস্ব কমই হ'তে হয়।
১৮। ত্বরিত নিষ্পাদন।
১৯। অবসাদের দুর্ব্বলতায় ধৃতিবিক্ষেপ আনবে কিসে?
২০। প্রেমিক কর্ম্মবীর হও।
২১। নিষ্পাদন যা'র যেমন, অধিস্থিতিও তা'র তেমন।
২২। কাজ ফেলে রাখে যা'রা।
২৩। কৃতিতপের তাৎপর্য্য।
২৪। করার উৎস।
২৫। না ক'রে, হয় না ব'লতে যেও না।
২৬। কর্ম্মে মাঙ্গলিক চাহিদার ফল।
২৭। অলস কৃতজ্ঞতায় কৃতি নেই।
২৮। কর্ম্মে ভগবত্তার উদ্গম।
২৯। সমাধানী সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার ক'রো।
৩০। করায় উপযুক্ত প্রস্তুতিকে বিদায় দিও না।
৩১। কল্যাণকর্ম্মের বিহিত নিষ্পা-

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

দনের ভিতর-দিয়েই কৃতীজীবন লাভ হয়।
৩২। যখন যে-কাজেই ব্রতী হও না কেন—।
৩৩। অলস আশার বাণীতে মুগ্ধ না থেকে কর্ম্মদেবীর পূজা কর।
৩৪। করায় ভালমন্দের হিসেব ক'রো।
৩৫। কৃতি-উদ্যমই বিধাতার আশীর্ব্বাদ।
৩৬। যেভাবে যা' ক'রেছ সেগুলি স্মরণ রেখো।
৩৭। শ্রেয়দের কাছ থেকে যা' পাও হাতে-কলমে কাজে লাগাও।
৩৮। দক্ষ নৈপুণ্যের দিকে এগিয়ে চ'লছ কিনা তা'র পরখ।
৩৯। 'তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা'—এর তাৎপর্য্য।
৪০। যা' ক'রেছ, আর যা' করনি।
৪১। দক্ষকৃতির লওয়াজিমা।
৪২। কর্ম্মে শ্রেয়নিষ্ঠার প্রয়োজন।
৪৩। অস্খলিত নিষ্ঠাই উন্নতির অগ্রদূত।
৪৪। সতর্ক অনুধাবনা কর্ম্মে সাফল্য আনবে।
৪৫। যা' নিজে পার তা'তে অন্যের সাহায্য নিও না।
৪৬। কৃতিকুশল না হ'লে সব ব্যর্থ।
৪৭। 'পারি না' না ব'লে পারার চেষ্টা কর, পারবে।
৪৮। যদি হ'তে চাও, বিহিতভাবে কর।
৪৯। উন্নতি ও সম্বর্দ্ধনার মৌলিক তাৎপর্য্য।

নীতি

১। নীতির আবাস।
২। অসৎপ্রাপ্তি কী?
৩। বন্ধ্যা নীতি।
৪। সৎনীতি ও অসৎনীতি।
৫। নীতির প্রকাশ আচরণে, শুধু কথায় নয়কো।
৬। হারাতে হ'লে কী হারাবে?
৭। ধর্ম্ম ত্যাগ নয়—সম্বৃদ্ধি।
৮। ত্যাগের নীতি।
৯। ভ্রান্তিতে।
১০। ভয় যদি পেয়েই থাক।
১১। শক্ত হও, মটকা নয়।
১২। অহিংসাকে হনন ক'রলে—।
১৩। বর্দ্ধনাকে বিক্ষুব্ধ ক'রলে—।
১৪। অনুশাসনের নিগড়-আবদ্ধ হ'য়ো না।
১৫। সম্মানই যদি চাও।
১৬। সুখ-সমৃদ্ধি পাওয়ার নীতি।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১৭। চরিত্রকে দুষ্ট না ক'রে চেও।
১৮। না পেলেও যদি বিরক্ত না হও, তবেই তুমি চাওয়ার উপযুক্ত।
১৯। না চেয়ে পাওয়া।
২০। নিখুঁত ভজনা নিখুঁত পাওয়ার পথ।
২১। যেমন চাও, তেমনই চল।
২২। চাও যেমন, চল-বল তেমনই।
২৩। চাওয়া ও তদনুযায়ী করা।
২৪। না-ক'রে পাওয়া।
২৫। ক'রবে যেমন, হবেও তেমন।
২৬। কর্ম্ম ও প্রাপ্তি।
২৭। পাওয়ার তুক।
২৮। অনুকম্পী অবদানের জাত মেরো না।
২৯। কী নেবে ?
৩০। পেতে হ'লে মানুষকে সুকেন্দ্রিক যোগ্যতায় উদ্বুদ্ধ কর।
৩১। কা'রও কাছ থেকে নেবার বেলায়—।
৩২। কা'রও প্রীতি-অবদান শ্রেয়ার্থেই ব্যবহার ক'রো।
৩৩। চুরির ফল।
৩৪। চাহিদার পূর্ব্বেই ঋণ শোধ কর।
৩৫। কাউকে দেওয়া বা কিছু করার প্রতিশ্রুতি দিলে।
৩৬। আত্মম্ভরি না হ'য়ে ইষ্টম্ভরি হও।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৩৭। রাজা এবং ঈশ্বরের প্রাপ্য যা' তা' যথাস্থানে দিও।
৩৮। পবিত্র যা', তা' অপাত্রে দান ক'রো না।
৩৯। আশ্রিত থাকা।
৪০। সব বিষয়ে প্রস্তুতি নিয়ে চল।
৪১। কথা, কাজ ও নিষ্পাদনের ভিত্তিভূমি।
৪২। বিশ্বাস কর সতর্ক থেকে।
৪৩। সুসন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে চল।
৪৪। দেখার নীতি।
৪৫। সন্দেহ হ'লেও না জেনে কাউকে দোষারোপ ক'রো না।
৪৬। কা'রও প্রতি কোনও সন্দেহ জাগলে—।
৪৭। স্পর্শ করার নীতি।
৪৮। লক্ষ্য রেখো—তোমার অনুচর্য্যা-সহচরগণ যেন বিরক্ত না হয়।
৪৯। নিগৃহীতকে অনুগ্রহ কর, নিগ্রহের কারণকে অপসারিত ক'রে।
৫০। ব্যভিচার বা দুর্নীতিকে সদাচার ও সুনীতিতে পরিবর্ত্তিত কর।
৫১। স্বচ্ছন্দতা উপভোগের একটি তুক।
৫২। বাদ-বিড়ম্বনায় বিবেচনার কাল।
৫৩। বাদ-বিসম্বাদের নিরাকরণে।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৫৪। ভাল বা মন্দ উভয়কেই মধুময় কর।
৫৫। জীবন-চলনার একটি মুহূর্ত্তকেও অবজ্ঞা ক'রো না।
৫৬। সুবিধা পেতে হ'লে অসুবিধা নিরাকরণে প্রস্তুত থেকো।
৫৭। মেয়েদের সাথে বেশী মাখা-মাখি ক'রো না।
৫৮। বহুদর্শী বিজ্ঞদের কথা শুনো।
৫৯। হৃদয় ও বোধির লীলায়িত আলিঙ্গন-গ্রহণে তুমি চ'লতে থাক।
৬০। সব অবস্থার ভিতরেই নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লো।
৬১। কা'রও উপরে আস্থা স্থাপন করবার নীতি।
৬২। অশুভ নিয়ম।
৬৩। কা'রও মনের মতন হ'য়ে উঠতে গেলে।
৬৪। চলার রীতি।
৬৫। তোমার পরিবেষ্টনী।
৬৬। ভাল হওয়া ও ভাল পাওয়ার পথ।
৬৭। বিহিতভাবে শত্রু-মিত্র সবাই-কেই ভালবাস।
৬৮। আগে বোঝ, পরে বোলো বা কোরো।
৬৯। কোন বস্তু বা বিষয়কে ব্যবহার ক'রবার নীতি।
৭০। বেতাল চলনকে তালিম ক'রে তোল।
৭১। শপথ বা দিব্যি ক'রতে যেও না।
৭২। ঔচিত্যকে নির্ণয় ক'রে সেই পথ ধ'রে চল।
৭৩। দুঃখ দেখেই ঘাবড়ে যেও না।
৭৪। সতর্ক থাক, কোন-কিছুই যেন ফস্‌কে না যায়।
৭৫। কল্পনার ঘুঘু না হ'য়ে বাস্তবতা নিয়ে চল।
৭৬। ভালকে উচ্ছল ও মন্দকে পরিশুদ্ধ কর।
৭৭। শাসনের সাথে তোষণকেও বাদ দিও না।
৭৮। হুকুমদার হ'তে হ'লে প্রীতি-প্রসন্ন তামিলদার হও।
৭৯। মানুষের বোধানুভাবিতা ও খেয়াল-প্রবণতার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখো।
৮০। নৈতিকতা।
৮১। কিছু গ্রহণ করার নীতি।
৮২। অন্যের প্রণাম গ্রহণের সময় করণীয়।
৮৩। করা, বলা, চলাগুলি যেন কোন বিবাদের সৃষ্টি না করে।
৮৪। অন্যকে শোধরাবার পূর্ব্বে

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

নিজেকে শোধরাও।

৮৫। বলায় বিবেচ্য।

৮৬। বিভু-অনুস্যূত বিভব।

৮৭। যা' চাও, তা'কে প্রধান ক'রে নাও।

৮৮। উপকারী ও অপকারী যা'-কিছুর প্রতি করণীয়।

৮৯। প্রীতির ভড়ংয়ে ভুলো না।

৯০। আত্মোন্নতির কথা ব'লতে গেলেই উন্নতির উৎসের কথা আগে ব'লো।

৯১। অপরাধ-নিয়ন্ত্রণের নীতি।

৯২। সুখী হ'তে বা ক'রতে কম-পক্ষে কতটুকু লাগে।

৯৩। চলা-বলা-করার প্রযোজনা।

৯৪। সৎ-সন্দীপনাকে ব্যর্থ হ'তে দিও না।

৯৫। সুসংহত, সমীচীন, সাত্বত

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

নয়—এমন নীতি, বিধি বা বাদ গ্রহণীয় নয়।

৯৬। কল্যাণপ্রসূ নীতি।

৯৭। তোমার প্রয়োজনে যদি কেউ কিছু দেন, তবে তা' সেই প্রয়োজনেই খরচ ক'রো।

৯৮। তোমার পরিচিত সবাইকে একায়নে অন্বিত ক'রে না তুললে।

৯৯। প্রিয়পরমকে কিছুতেই এড়িয়ে চ'লো না।

১০০। পর্য্যবেক্ষণে ও উপলব্ধিতে।

১০১। সবারই হ'য়ো, কিন্তু সবার সব যা'-কিছুকে তোমার ক'রে নিও না।

১০২। আচার্য্য মানে।

১০৩। সিদ্ধান্ত ও আধিপত্য।

১০৪। শুভবাদ।

বিধি

১। শক্তির আগমবাণী।

২। বওয়া ও পাওয়া।

৩। করা, হওয়া ও পাওয়া।

৪। পাওয়ার মক্স বঞ্চনাকেই আমন্ত্রণ করে।

৫। ক'রবে না, পাবে—তা'র মানে বঞ্চিতই হবে।

৬। নির্ব্বুদ্ধিতার উদয়।

৭। বিধিমাফিক ক'রলেই পাবে।

৮। অভাবই প্রাদুর্ভাবের স্রষ্টা।

৯। দুষ্টের সমর্থনে দুষ্টই হয়।

১০। বিহিত বিনয় ও বিনায়নের ক্রিয়া।

১১। নষ্টের হাত থেকে বাঁচার পথ।

১২। দ্বিধাকর্ষিত সত্তার পরিণাম।

১৩। উপযুক্ততার সূত্র।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১৪। কথা, কার্য্য ও ব্যবহারে গরমিল থাকলে।
১৫। তোমার চাওয়া—।
১৬। বন্ধ্যা ও ব্যত্যয়ী ভিক্ষা ও শিক্ষা।
১৭। যোগ্যতার প্রস্ফুটনে।
১৮। বিষয়ের সমীচীন বিনায়না।
১৯। চাহিদা যেমন, গতিও তেমন।
২০। মনুষ্যত্বের সাথে ভগবত্তা থাকলে।
২১। মানুষের চলা ও করার সূত্র।
২২। আধিপত্যের মাত্রা।
২৩। অদৃষ্টের স্রষ্টা।
২৪। তোমার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-অনুপাতিক তোমার পরকাল নির্ণয় হয়।
২৫। অন্তর্নিহিত ধারণার ক্রিয়া।
২৬। মনান্তর ক'রো না, মন্বান্তর আসবে না।
২৭। শিক্ষা, দীক্ষা, ব্যক্তি ও সমাজ ক্লীবত্বজুষ্ট হয় কখন ?
২৮। বৈধী বিনয় ও বিনায়ন বিপর্য্যয়কে এড়াতে পারে।
২৯। শ্রেয়জনের প্রতি তুমি ও তোমার প্রতি অন্যেরা।
৩০। ব্যবস্থা যদি সুব্যবস্থ না হয়—।
৩১। অন্ধ পথ-প্রদর্শক।
৩২। প্রয়োজন যদি নীতি বা নিয়ম

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

না মানে—।
৩৩। কথা এবং কাজের অপব্যবহারে অদৃষ্টের বিড়ম্বনা।
৩৪। সুকৃতি ও প্রকৃতি।
৩৫। প্রকৃতিকে মানবে কেন ?
৩৬। প্রতারণা করার চেষ্টা নিজেকেই প্রতারিত করে।
৩৭। দয়া পরিস্ফুরিত কোথায় ?
৩৮। শ্রেয়কে না ধ'রলে অধঃপাতে যেতেই হবে।
৩৯। কা'কে এড়াতে পার না।
৪০। লোকের অনুকম্পী না হ'লে ধাক্কা খাবে।
৪১। অদৃষ্ট অট্টহাস্যে পরিহাস করে কখন ?
৪২। অজ্ঞতার উপাসনা বিজ্ঞতাকে উপহাস করে।
৪৩। বিধির বিধান।
৪৪। বিধি মানে কী ?
৪৫। যা' বিহিত তা'ই বিধি।
৪৬। বিধির প্রকৃতি।
৪৭। দুর্গম পথ সরল হয় কোথায়।
৪৮। উৎসকে চর্য্যা কর, বিপর্য্যস্ত হ'তে হবে না।
৪৯। ভুল ক'রেও শুভ-অভ্যাস পরিহার ক'রলে—।
৫০। ভীতি বনাম প্রীতি।
৫১। তোমার জীবনবৃক্ষকে শুভ-

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

বিনায়িত ক'রে তোল।
৫২। বিধি-বিনায়িত যা' নয় তা' টেঁকে না।
৫৩। পরমপিতা ও মানুষ।
৫৪। বরেণ্যকে বরণ ক'রলে বরণীয়ই হ'য়ে থাকে।
৫৫। সুকেন্দ্রিক অনুচলনে প্রজ্ঞা।
৫৬। সার্থক মিতি-চলন
৫৭। অজ্ঞতার পথে দুরদৃষ্টের আবির্ভাব।
৫৮। ভারগ্রহণ ও তা'র নিষ্পাদনই যোগ্যতাকে বাড়িয়ে দেয়।
৫৯। তোমার কাছে মুখ্য কে?
৬০। প্রয়োজনীয় চয়নিকা সহজ-সুন্দর কখন?
৬১। দয়া যদি চাও।
৬২। প্রেয়ের উপচয়ী হ'য়ে ওঠাই পাওয়ার পথ।
৬৩। ভাব যেমন, প্রভাবও তেমন।
৬৪। দয়া যেখানে কৃতার্থ হয়, সেখানে অপারগকেও পারগ ক'রে তোলা যায়।
৬৫। করায় দয়া।
৬৬। অস্বস্তিকর পাওয়া।
৬৭। অবাস্তব পাওয়া।
৬৮। পরম-ঐশ্বর্য্য।
৬৯। সাত্বত-তর্পী হও।
৭০। জাহান্নমের পথ।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

৭১। ফাঁকি দিলে আগে তুমিই ফাঁকি পাবে।
৭২। প্রীতি মানুষকে স্বস্তিসমাসীন ক'রতে পারে, শাস্তি নয়।
৭৩। অবজ্ঞা সক্রিয় থাকার কুফল।
৭৪। লোকোন্নয়কদের হারানো, দেশ ও দুনিয়ার পক্ষে দুরদৃষ্ট।
৭৫। কৃতার্থতা স্বতঃস্ফূর্ত্ত কোথায়?
৭৬। ভজনস্পৃহা যা'র কুকৃতিসম্পন্ন, দুঃখ তা'র পিছু নেবেই।
৭৭। তোমার সাধুপরাক্রম ও ভাগ্য-লক্ষ্মী।
৭৮। মহাপুরুষের কাছে অর্থ-সম্পদ্ চাইতে যেও না।
৭৯। শুভকে তাচ্ছিল্য ক'রলে তাচ্ছিল্যই পাবে।
৮০। লোকচর্য্যা যা'রা করে।
৮১। যেখানে নেবার প্রয়োজনীয়তা আছে, অথচ দেবার ব্যাকুলতা নেই।
৮২। সত্তাকে যে পালন করে, তা'র কপালও তত ভাল।
৮৩। পারা ও হওয়ায় কাউকে মানা ও করা।
৮৪। কখন্ বেকুব কখন্ বুদ্ধ হই আমরা?
৮৫। ব্যক্তিত্বর দৃঢ়তাসম্পাদনী চলন।

শ্লোক-সংখ্যা	ও সূচী
৮৬।	কল্যাণের ভিতর-দিয়ে উপভোগই মানুষকে ঐশ্বর্য্যে উন্নীত ক'রে থাকে।
৮৭।	কোন্‌টা ঠিক ?
৮৮।	প্রিয়পরমের অধীন হওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতা।
৮৯।	তোমার অধীনতা কা'র কাছে প্রীতিকর ?
৯০।	তোমার ধারণা যদি বাস্তববিন্যাসী না হয়।
৯১।	শিষ্ট বিধি-বিশাসিত যে-কোন কাজই পুণ্যের।
৯২।	প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য-বজায়ী বিধান।
৯৩।	বীজবৈশিষ্ট্য ও মাটির ঔপাদানিক চরিত্র।
৯৪।	দত্তকপুত্র গ্রহণে।
৯৫।	বিবাহে সগোত্র ও দত্তকপুত্র গ্রহণে অসগোত্র কুৎসিতকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে।
৯৬।	নামকরণের বিধি।
৯৭।	বিকৃত বোধ ও ব্যত্যয়ী চলনের পরিণাম।
৯৮।	অন্তরের আগ্রহ-উদ্দীপনাকে কাজে ফুটিয়ে তোল।
৯৯।	বিনাদোষে শাস্তির প্রতিক্রিয়া।
১০০।	ইঙ্গিত-অনুসারেই মানুষকে বুঝতে পারা যায়।

শ্লোক-সংখ্যা	ও সূচী
১০১।	যদি বাস্তবতাকে বাস্তবভাবে বোধ ক'রতে চাও—।
১০২।	উন্নতির দম্বলই হ'চ্ছে ইষ্টার্থপরায়ণতা।
১০৩।	হওয়াই পাওয়ার পথ।
১০৪।	ক'রলে ভালর উপাসনাই ক'রো।
১০৫।	যা'কে জান না, তা'র অমূলক ধারণা তোমাকে বঞ্চিতই ক'রবে।
১০৬।	প্রেষ্ঠ-বান্ধবই তোমার বান্ধব।
১০৭।	কথার ছলেও, "তাঁ'র কথা শুন্‌ব না"—এমন কিছু ব'ললে—।
১০৮।	ইষ্টদ্বেষীদের আবাসস্থল যদি হও—।
১০৯।	সামান্যতম ক্ষয়, ক্ষতি বা হারানোকে তাচ্ছীল্য ক'রলে—।
১১০।	সিদ্ধান্ত বা দায়িত্ব নিয়ে যথাসময়ে তা' মূর্ত্ত না-করার বিড়ম্বনা।
১১১।	অপ্রদীপ্ত প্রীতি সন্দেহের।
১১২।	আত্মপ্রতিষ্ঠালোভী বান্ধবতা।
১১৩।	যা'রা দিতে নারাজ।
১১৪।	দান ক'রে ফিরিয়ে নেয় যা'রা—।

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

১১৫। দান করার ক্ষেত্রে স্মরণীয়।

১১৬। দুষ্ট ব্যাহৃতি।

১১৭। লোকশ্রেয়বিধানে লক্ষণীয়।

১১৮। কোন্ আহার খাদ্যের ব্যভিচার ?

১১৯। জীবনের অপুষ্টিকর যা' তা' থেকে দূরে থাকাই ভাল।

১২০। ধর্ম্মের অভ্যুত্থানে লোক-সংহতির উদয়।

১২১। অসার্থক উপাধি।

১২২। পারগতায় বড় হও, ভাঁড়িয়ে নয়।

১২৩। হৃদয়ের প্রীতিস্পন্দনের জাগরণ।

১২৪। সুখের পথ।

১২৫। শ্রেয়নিষ্ঠাহারা গুরুগিরি সর্ব্বনাশা।

১২৬। যদি তাঁ'র জন্য একগুণ ক'রে থাক, শতগুণ ফিরে পাবে।

১২৭। সমাজতন্ত্র।

১২৮। শ্রেয় বা ইষ্টনিদেশ প্রতিপালনে শৈথিল্য থাকলে—।

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

কর্ম্ম

সূচী			পৃষ্ঠা
অ			
অদৃষ্ট যা', অকৃতি যা'	...	...	১২
অনিয়ন্ত্রিত কৃতি-অনুচলন	...	....	৩
অলস কৃতজ্ঞতায় কৃতি নেইকো	...	...	১৭
আ			
আচার্য্যের তাড়ন-পীড়ন-ভৎর্সনায়	...	...	৩৫
ই			
ইষ্টনিষ্ঠ হও, সৎ যা'	....	...	২৪
উ			
উপযুক্ত সময় ও সঙ্গতি	....	...	১১
ক			
কর নাই, কিন্তু করার ভঙ্গী ক'রেছ	....	....	৮
ক'রলে না বিহিতভাবে	....	....	১৫
করা—পারা—সম্ভাবনা	...	...	৫
কিছু ক'রতে হবে না	....	....	২২
কী করা হ'য়েছে আর কী করা হয়নি ...		....	১৮
কী ক'রেছ তুমি, আর ক'রেই যদি থাক		....	৪৪
কৃতি যেখানে নাই	...	...	৪
কোন কাজেই সক্রিয়তাকে	...	...	৬

সূচী পৃষ্ঠা

ত

তুমি ক'রবে না ৮
তুমি ক'রেছ যা' ৩০
তুমি প্রেমিক হও ১২
তুমি যা'-কিছু ক'রতে যাও না কেন ১৯
তুমি যা' পার তা' তুমিই কর ৩৮
তোমার অন্তঃস্থ ভাববৃত্তি ১৪
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা ২৯
তোমার পারগতা যেন ৩

দ

দক্ষনিপুণ নৈপুণ্যের দিকে ২৭
দ্বৈধ বিবশ হ'য়ো না ৪

ন

না-পারার কৈফিয়ৎ যা'র যত ৩
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগের সহিত ... ৪৬
নিষ্ঠানিপুণ শ্রমপ্রিয় পরিচর্য্যায় ১৩

প

পদমত্ত আত্মগৌরবই ৭
পারগতার সহজ আওতায় ৩
পারি না—এমনতর কোন কথা ৪২
প্রত্যেকটি বিষয় যেমন ক'রে যা' কর ২৫

ম

মানুষের ক্ষমতা আসে কিন্তু ৯

সূচী পৃষ্ঠা

য

যখন আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে ৬
যখনই দেখবে—কল্যাণপ্রসূ ২০
যখন যে-কাজেই ব্রতী হও না কেন ২১
যতক্ষণ তোমার মাঙ্গলিক চাহিদা আছে ... ১৬
যতদিন বা যতক্ষণ ৭
যা'ই ক'রতে যাও না কেন ২৩
যা' ক'রবে—তা' তড়িৎ ঘড়িৎ কর ১১
যা'রা অন্যের সম্বৃদ্ধি ৪০
যে-কাজই কর না কেন ৩২
যে-কাজ গ্রহণ ক'রবে ১৩

শ

শিষ্ট সম্বেদনার সহিত কর্ম্ম ক'রে যাও ১৭
শোন, দেখ, বোঝ, বুঝে ৩৬
শ্রেয়জনের শাসন বা অনুশাসন ২৬
শ্রেয়নিষ্ঠ নন্দনায় উদ্বুদ্ধ থেকে ৩৪

স

সৎ বা শুভ কোন কিছু ক'রতে গেলে ... ১৪
সন্ধিৎসা যেখানে সুপুষ্ট ৬
সময়, সুবিধা, সঙ্গতি ১১

নীতি

অ

অনুকম্পী অবদান ৫৭

সূচী | পৃষ্ঠা

অনুশাসন-নিগড়-আবদ্ধ ক'রে ৫১
অন্যের কোন বিষয় বিচার ক'রবার পূর্ব্বেই ৮৬
অপরাধী যে ৯৩
অর্থগৃধ্নু স্বার্থলুব্ধ দল ৭২
অহিংসাকে হনন ক'রতে যেও না ৫১

আ

আচারে, ব্যবহারে, কথায়, কাজে ৮৩
আচার্য্য মানেই ১১০
আশ্রিত থাক ৬২

ই

ইষ্টনিষ্ঠ হও—কল্যাণস্রোতা হ'য়ে ৭২
ইষ্টম্ভরি হও, আত্মম্ভরি হ'তে যেও না ৬১

এ

একজনের বাস্তব উপলব্ধি যা' ১০৬

ঔ

ঔচিত্যকে নির্ণয় কর ৭৭

ক

কথা বিশ্বাস ক'রো কাজে ৬২
কা'রও প্রতি কোনও সন্দেহ জাগলে ৬৩
কা'রও সৎ ইচ্ছা ও মত-মতন চ'লেই ৭১
কা'রো উপর আস্থা রাখতে না পারা ৭০
কুকুরকে—তোমার কাছে পবিত্র যা' ৬১
কেউ যদি তোমাকে নমস্কার করে ৮৪
কোন বাদ-বিসম্বাদের উপশম ৬৭

সূচী			পৃষ্ঠা
কোন বিষয় বা বস্তু ব্যবহার ক'রবার পূর্ব্বেই		...	৭৫

চ

চল—কিন্তু সুসন্ধিৎসু চক্ষু নিয়ে	...	...	৬৩
চ'লতে, ব'লতে, ক'রতে	....	...	৭৯
চাইতেই যদি হয়	...	...	৫২
চাও, কিন্তু চরিত্রকে দুষ্ট ক'রো না	....	...	৫২
চাও কী তা' ঠিক ক'রে নাও	...	...	৫৬
চাও তো চল	...	...	৫৩
চাও তো চল, আর পেতে হয়	...	...	৫৩
চুরি ক'রো না	...	...	৬০
চেয়ো না—কর	...	...	৫২

জ

জিনিষপত্রগুলি এমনভাবে রাখ	...	..	৮৫

ত

তা'ই ত্যাগ ক'রো	....	...	৫০
তুমি ভুল ক'রো না	...	....	৫০
তুমি মানুষের তৃপ্তিপ্রদ হও	...	...	৯৪
তুমি যদি নিজের অন্তঃস্থ	...	...	১১২
তুমি যা' চাইবে	...	...	৫৩
তুমি যেখানেই যাও	....	...	১০৮
তুমি শক্ত হও	...	...	৫১
তোমার অন্তর-বাহির ঘর ও পর	...	...	১০৩
তোমার অবস্থা ও চাহিদায়	...	...	১০২
তোমার জীবনে যে বা যা'	...	....	৮৯

সূচী			পৃষ্ঠা

তোমার প্রতিবেশীকে তো ভালবাসবেই		...	৭৩
তোমার প্রিয়পরম যিনি	...	...	৮৮
তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে	...	...	৬৬
তোমার শ্রেয়ানুচর্য্যী অনুবেদনায়	...	....	৫৯
তোমার সন্দেহ যদি	...	...	৬৩
তোমার হুকুমদারী কে সহ্য ক'রবে ?	....	....	৮১
তোমার হৃদয় বোধি-কুশলতাকে	....	....	৬৯
ত্যাগ তোমার ধর্ম্ম নয়	...	....	৪৯
দ			
দেখ অন্তরদৃষ্টিকে	....	....	৬৩
দেব ব'লে যদি	....	....	৬০
দুঃখ দেখেই ঘাবড়ে যেতে নেই	...	..	৭৮
ন			
নরম-গরম চাপ-চর্য্যাকে	...	...	৭০
না-ক'রে পাওয়া	...	...	৫৪
নিগৃহীত যে তা'কে অনুগ্রহ কর	...	...	৬৫
নিতেই যদি হয়	...	...	৫৯
নিয়ম যেখানে ব্যতিক্রমদুষ্ট	...	...	৭১
নীতি-কথায় নীতি নেইকো	...	...	৪৭
নীতি-কথায় যা'রা ভোলে	...	...	৪৮
নীতি মানে কী জান ?	...	...	৪৮
প			
পরিচর্য্যা-পরিতৃপ্ত হ'য়ে	...	...	৫৮
পারলে তোমার জীবন-চলনার	...	...	৬৮
প্রস্তুতি নিয়ে চল	...	...	৬২

সূচী পৃষ্ঠা

প্রাচীন প্রাজ্ঞদের বাস্তব জ্ঞানভূমিতে দাঁড়িয়ে ... ৮৩
প্রিয়পরমই বল, ইষ্টই বল ১০৫
প্রীতির মুখোশপরা ফাঁকিবাজ প্রণয়ের ... ৯১

ব

বর্দ্ধনাকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলো না ৫১
বস্তুই বল, বিষয়ই বল ৭৪
বাদ-বিড়ম্বনায় এদিক সেদিক ৬৬
বাস্তব শুভ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে ৯৬
বিশ্বাস কর ৬৩
বৃদ্ধ, বহুদর্শী ও বিজ্ঞদের কথা ৬৯
বেতাল চালে চ'লো না ৭৬
বৈধী-উপায়ে নীতি-নিয়মনায় ৪৭
ব্যভিচার বা দুর্নীতিকে ৬৬

ভ

ভয় যদি হয়ও ৫০
ভাল যা' তা'র কাছে ৬৭

ম

মানুষের বোধানুভাবিতা ৮২
মেয়েদের সাথে বেশী ৬৮

য

যদিও ঋণ কর ৬০
যদি পেতে চাও ৫৮
যদি সুবিধা চাও ৬৮
যা'ই কিছু হো'ক না ৯০
যা'র যা' ভাল ৭৯

সূচী পৃষ্ঠা

যিনি তোমার দাঁড়া ৯২
যুক্তির সাথে যদি নীতি না থাকে ৪৭
যে-নীতিই বল না কেন ৯৮
যে নীতি, বিধি বা অনুশাসন ১০০
যে-ব্যাপারেই হো'ক না কেন ৬৫
যে ভঙ্গী, রকম বা কথা ৮৭
যেমন চাও, তেমনি কর ৫৫
যে যেমনতরই প্রলোভন দেখাক না কেন ... ১১৪

র

রাজাকে যা' দেয় ৬১

শ

শপথ বা দিব্যি ক'রতে যেও না ৭৬
শাসন কর ৮০
শুভ যা'—যা' পেতে চাও ৫৪
শোন বলি—যা' পেতে বিধিমাফিক ৫৫

স

সতর্ক থাক ৭৮
সৎসন্দীপনা—যা' আসে ৯৭
সম্মানই যদি চাও ৫১
সুখ যদি চাও ৫২
স্পর্শ কর—কিন্তু দীপ্ত হৃদয়ে ৬৫
স্বার্থপর হও ৭৩

হ

হারাও তা'ই—যা' তোমার শ্রদ্ধা-স্রোতকে ... ৪৯

বিধি

সূচী পৃষ্ঠা

অ

অজ্ঞতার উপাসনা ও অনুগতি ১২৫
অজ্ঞতার পথ বেয়ে ১২৯
অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতম পরিহাস ১২৪
অনুচর্য্যাহারা ভিক্ষা ১১৯
অন্তর্নিহিত ধারণা ১২১
অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না ১২২
অবজ্ঞা যেখানেই তোমার সক্রিয় ১৩৫
অভাবই প্রয়োজনকে ক্ষুধার্ত্ত করে ১১৮

আ

আগ্রহ, বোধ, কৃতিচলন ১২০
আগ্রহের আবেগে উদাত্ত অনুবেদনা নিয়ে ... ১৩১
আদর্শ-অনুচর্য্যী চয়ন তোমার ১৩০
আমরা বেকুব হই তখনই ১৪০
আমরা যখন যা'তে যেমন যুক্ত হই ১১৯
আমার মনে হয়—অবশ্য আমি মার্কস্-বাদ কিছু ... ১৭৬

ই

ইষ্টার্থ-ব্যত্যয়ী ঔদার্য্য ১৩৭

উ

উদগ্র আগ্রহই শক্তির আগমবাণী ১১৭
উদ্দেশ্যবিহীন শিক্ষা ১২১
উপ্ত রেতঃসত্তা ও ডিম্বকোষের ১৬৯

সূচী পৃষ্ঠা

এ

এক কথায় উন্নতিই বল ১৫৪

ক

কথা, কার্য্য ও ব্যবহারের সাথে ১১৯

ক'রবে না, পাবে ১১৭

ক'রবে যেমন হবেও তেমন ১১৭

কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষায় আগ্রহ-আতিশয্যের ... ১৪১

কোন্‌টা ঠিক ? ১৪২

কোন শিষ্ট লোকসংস্থা ১৬৮

ক্ষুৎ-পিপাসার মত ১৪৩

চ

চর্য্যা যখন প্রাঞ্জল হ'য়ে ওঠে ১৭১

চাহিদা যা'র যেমন ১২০

ত

তুমি ইষ্টার্থ-পরায়ণ হ'য়ে চল ১১৮

তুমি এড়াতে পার না ১২৪

তুমি ধাক্কা খাও সেখানে তত ১২৪

তুমি যদি অসাবধান হও ১৬২

তুমি যদি কা'রো প্রতি ১৫১

তুমি যদি স্বকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে ১৭৩

তুমি যা'কে জান না ১৫৭

তুমি যা'কে মানবে যেমন ১৪০

তুমি যা' চাইবে ১১৯

সূচী			পৃষ্ঠা
তুমি যেমন তোমার শ্রেয়জনের প্রতি	...	...	১২২
তোমার ইষ্টই হো'ন বা আদর্শ ই হোন		...	১৫৯
তোমারই হো'ক বা অন্যেরই হো'ক	...	...	১৬৩
তোমার জীবনবৃক্ষকে	...	...	১২৮
তোমার ধারণাপ্রসূত বোধ ও বিবেচনা		...	১৪৪
তোমার প্রিয়পরম যিনি	...	...	১৭৪
তোমার বিকৃত চলনা	...	...	১৩২
তোমার শিশুসন্তানদের নামকরণের	...	...	১৪৯
তোমার সংস্কৃতি, কৃষ্টি বা সংস্কার	...	...	১২১

দ

দত্তকপুত্র অতিঅবশ্য	...	...	১৪৬
দয়াই যদি চাও	...	...	১৩১
দয়া পরিস্ফুরিত হয়	...	...	১২৩
দয়া বা অনুগ্রহ	...	...	১৩২
দানের আত্মিক অভিনিবেশ	...	...	১৬৫
দুনিয়ায় অনেকেই সুখ কী তা' জানে না		...	১৭১
দুষ্ট যা' তা'র সমর্থন	...	...	১১৮
দৃঢ় তৎপরতায় উপচয়ী সক্রিয় তাৎপর্য্যে		...	১৪১
দৃঢ়ভাবে স্মরণ রেখো	...	...	১৪৬
দেখবে না, শুনবে না	...	...	১১৭
দ্বিধাকর্ষিত সত্তা	...	...	১১৯
দ্রুত হও সক্রিয় তৎপরতায়	...	...	১১৯

প

পরমপিতা চান না যে	...	...	১২৮
পরমপিতা যে-বৃক্ষ রোপণ করেননি	...	...	১২৮

সূচী পৃষ্ঠা

পাওয়াতে পা বাড়াতে গিয়ে ১৩৩
পাওয়া মানেই উপযোগী হ'য়ে ওঠা ১৫৪
পাওয়ার প্রলুব্ধ মক্‌স বা ভঙ্গী ১১৭
প্রকৃতিকে মেনে চল ১২৩
প্রয়োজন যখন ১২২
প্রয়োজন যেখানে সবল ১২৭
প্রিয়পরমের অধীন হও ১৪২
প্রীতিই যেখানে প্রদীপ্ত নয় ১৬৫

ব

বান্ধবতার ভিতর যেখানে ১৬৫
বিকৃত বোধ, ব্যত্যয়ী চলন ১৫০
বিধিকে তোমার চাহিদার ছাঁচে ১২৬
বিধি মানে তা'ই ১২৫
বিষয়ের দাঁড়াকে অবজ্ঞা ক'রে ১২০
বিহিত বিনয় ও বিনায়ন ১১৮
বিহিতভাবে যা' ক'রবে ১২৫
বীজ যেমন ক্ষেত্রেই উপ্ত হো'ক ১৪৫
বৈধী বিনয় ও বিনায়ন ১২১
ব্যবস্থা যদি সুব্যবস্থ না হয় ১২২

ভ

ভীতি মানুষকে অসহিষ্ণুই ক'রে তোলে ... ১২৭

ম

মনান্তর সৃষ্টি ক'রো না ১২১
মনুষ্যত্বের সাথে ভগবত্তা যত থাকে ১২০
মহাপুরুষ বা মহৎজন হ'তে টাকাকড়ি ... ১৩৭

সূচী			পৃষ্ঠা

মাটির ঔপাদানিক চরিত্র ১৪৫
মানুষ অন্যকে প্রতারিত ক'রতে ১২৩
মিতি-চলন তো ভালই ১২৯

য

যদি অন্তরে উদ্যম ও আগ্রহ-উদ্দীপনা থাকে ... ১৫১
যদি বাস্তবতাকে বাস্তবভাবে ১৫৩
যাঁ'রা সৎ-আদর্শ অনুনীত হ'য়ে ১৩৬
যা'ই চাও না কেন ১৫৫
যা'কেই ফাঁকি দাও না কেন ১৩৫
যা' তোমার জীবনকে ১৬৭
যা' তৃপ্তির নয় ১৬৭
যা'দের জ্ঞানগৌরব একার্থে সঙ্গতি লাভ করেনি ... ১৩৪
যা' বিহিত—বিধিও কিন্তু তা'ই ১২৬
যা'র আছে সে আরো পাবে ১৩৩
যা'র ফল শুভ ১৩৮
যা'র ভাগ্যদেবতা আর ভজনস্পৃহা ১৩৬
যা'রা উৎসকে গ্রহণ করে না ১২৭
যা'রা তোমার ইষ্ট বা আদর্শকে ১৬১
যা'রা দান ক'রে ফিরিয়ে নেয় ১৬৫
যা'রা দিতে নারাজ ১৬৫
যা' হ'তে বা পেতে ১৩৩
যিনি তোমার ইষ্টদেবতা ১৮৬
যে করে বিধি-সম্ভারকে ১১৮
যেখানে অস্তিত্ব-প্রসারণী অনুকম্পা নেই ... ১৬৮
যেখানে দেখবে—কা'রও আন্দাজ ১৫২

সূচী			পৃষ্ঠা

যেখানে নেবার প্রয়োজনীয়তা	...	...	১৩৯
যে-জাতীয় বিভাবনী চিন্তায়	...	...	১২০
যে-জীবন বরেণ্য-জীবনকে	...	...	১২৯
যে তোমার প্রেষ্ঠে সুনিষ্ঠ নয়কো	...	...	১৫৮
যে বা যা'র দায়ে	...	...	১৩০
যে-ব্যাহৃতি তোমাকে	...	...	১৬৬
যেমন তোমার ভাব	...	...	১৩১
যে যত ভার গ্রহণ ক'রতে পারে	...	...	১৩০
যে যেমন চায়	...	...	১১৭

ল

লোকচর্য্যা যা'রা করে	...	....	১৩৮
লোকশ্রেয় করাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়		...	১৬৭
লোকে সাধারণতঃ নিজের অদৃষ্টকে	...	...	১২২

শ

শাস্তি মানুষকে স্বস্তির অধিকারী	...	...	১৩৫
শিষ্ট বিধি-বিশাসিত ও সাত্বত	...	...	১৪৪
শুভ-অভ্যাসকে ভুল ক'রে	...	...	১২৭
শ্রেয়-অনুজ্ঞা-নিষ্পাদনী আগ্রহ	...	...	১৩৬
শ্রেয়কে যদি না ধর	...	...	১২৪

স

সঙ্গতিশীল ধারণ-পালনী	...	...	১২০
সতর্ক থাক—চতুর মস্তিষ্ক নিয়ে	...	...	১৩৪
সশরীর আত্মাকে তার পরিবেশ নিয়ে	...	...	১৩৯
সুকৃতিকে সম্মান দেওয়া	...	...	১২৩
সুকেন্দ্রিক সুব্যবস্থ অনুচলনের	...	...	১২৯

শব্দার্থ সূচী

কর্ম্ম

শব্দ, শ্লোক-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১। অনুধায়না—৬ = অনুধাবনপূর্ব্বক চলা।

২। উৎসর্জ্জন—৭ = উন্নতিমুখী সৃষ্টি।

৩। এষণা—৯ = পুনঃ পুনঃ করণেচ্ছা।

৪। পরিবেদনা—৫ = সতত ভাবনা।

৫। পরিস্রবা—৭ = সদা ক্ষরণশীল।

৬। বিচর্চ্চা—৩২ = বিশেষ চর্চ্চা বা অনুশীলন।

৭। বিধায়না—৩৫ = বিহিতপ্রকারে ধারণযুক্ত চলন।

৮। ভাববৃত্তি—২৩ = হ'তে থাকার চলন।

৯। সাত্বত দেবতা—১৩ = সত্তার দেবতা।

নীতি

১। অনুনয়না—৬৮ = অনুসরণপূর্ব্বক নিয়ে চলা।

২। অনুশ্রয়ী—৯৮ = আশ্রয়কারী।

৩। উর্জ্জনা—৯৪ = জীবনীয় বিক্রম।

৪। একায়নী—৯৮ = ঐক্যদীপনী।

৫। খালসা—৯৩ = রাজত্ব, সরকারী ভূমি।

৬। ফতে—৯৩ = সিদ্ধি, সার্থকতা।

৭। বিনায়না—৪৯ = বিহিত পথে নিয়ে চলা; নিয়ন্ত্রণ।

৮। বোধানুভাবিতা—৭৯ = Sentiment.

৯। ভাবানুকম্পিতা—৩ = Sentiment.

১০। মিতি-উপভোগ—৫১ = পরিমাপিত উপভোগ।

শব্দ, শ্লোক-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১১। শাতনপ্রেরণা—৭১=শয়তানী প্রেরণা।

১২। শ্রেয়-আরাধী—৪৬=শ্রেয়-আরাধনাসম্পন্ন।

বিধি

১। অনুবেদনা—৬২=অনুসরণপূর্ব্বক জানা।

২। অন্তরাসী—১০৯=Interested.

৩। চয়নিকা—৬০=আহরণসামগ্রী।

৪। দয়ী—৩৭=পালন, পোষণ ও রক্ষণে ব্রতী। দয়্ ধাতু=পালন, পোষণ, রক্ষণ।

৫। পরাবর্ত্তনী—৯৫=ঠিক তেমনিভাবে থেকে চলা।

৬। বিভাবনী—২১=যা' বিশেষভাবে হইয়ে তোলে বা ঘটিয়ে তোলে।

৭। ব্যাহৃতি—১১৬=বিস্তার।

৮। মূর্ত্তনা—৮৮=মূর্ত্ত ক'রে তোলা।

৯। সমায়িত—৮৮=সমতাপ্রাপ্ত।